পৌরাণিক ইতিবৃত্ত।

প্রথম খণ্ড।

এই পৌরাণিক ইতিবৃত্তে দেবতা, অসুর, অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, কিন্নর, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, রাজর্ষি, প্রজাপতি এবং রাজগণ, বীর-চয়, পণ্ডিতমণ্ডল, তথা বিভিন্ন দেশ, জাতি, পর্ব্বত, নদ, নদী, বৃক্ষ প্রভৃতির বিবরণ সম্প্রতি পুরাণ, মহা-পুরাণ, উপপুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি, জ্যোতিষ, তন্ত্র, কাব্য, অলঙ্কার, নাটক, নাটিকাদি গ্রন্থ হইতে সংগ্রহপূর্ব্বক যথা-সাধ্য সরল ভাষায় সঙ্কলিত করা হইয়াছে।

কলিকাতা।

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে মুদ্রিত ও গ্রন্থকর্ত্তাকর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১২৭৭ সাল।

বিজ্ঞাপন।

ইতিপূর্ব্বে আমি অভিধান-প্রণালী অনুসারে এই পৌরা-ণিক ইতিবৃত্ত ইংরাজী ভাষায় প্রস্তুত করিতে উদ্যত হই। পরে কতিপয় মিত্র আমার সেই সঙ্কল্প অবগত হইয়া অগ্রে বঙ্গভাষায় এই পুস্তক প্রচার করিতে অনুরোধ করেন। আমিও বিবেচনা করিয়া দেখিলাম এ প্রকার পুস্তক অদ্যাপি বঙ্গভাষায় প্রকাশ পায় নাই, অতএব এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। পুরাণ, উপপুরাণ এবং এতদ্দেশীয় অপরাপর প্রাচীন প্রাচীন গ্রন্থে কি কি উপাখ্যান প্রভৃতি লিখিত আছে তাহা জানিতে সকলেই আকাঙ্ক্ষী। পরন্তু গ্রন্থাভাব, অবকাশাভাব ইত্যাদি নানা কারণবশতঃ তাঁহাদিগের সেই আকাঙ্ক্ষা সহজে সফল হওয়া সুকঠিন। সুতরাং এই পুস্তক প্রচারে তাঁহাদিগের উপকার দর্শিতে পারিবে। এতৎ পাঠে কোন্ পুরাণে কি বিষয় কিরূপ লিখিত আছে তাহা তাঁহাদিগের অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

এরূপ পুস্তক প্রণয়নে কি পর্য্যন্ত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহা বিদ্যানুরাগী মহোদয়গণ পুস্তক পাঠে পরিচয় পাইবেন, তদ্বিষয় কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। পৌরাণিক ইতিবৃত্ত রচনাকার্য্যে এতদ্দেশীয় প্রাচীন প্রাচীন অনেক গ্রন্থের সমালোচনা করা হইয়াছে; তদ্ভিন্ন সংস্কৃত ভাষায় সমীচীন ব্যুৎপন্ন উইলসন, উইলফোর্ড, কোলব্রুক প্রভৃতি মহাত্মগণের বিরচিত গ্রন্থের, এবং রাজা রাধাকান্ত দেব প্রকাশিত শব্দ-কল্পদ্রুমের সাহায্য অবলম্বন করা হইয়াছে।

ইহাও বক্তব্য, পুস্তক প্রণয়নে শ্রীযুত রামনারায়ণ তর্ক-রত্নেরও সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। এক্ষণে কতদূর কৃত-কার্য্য হইলাম বলিতে পারি না।

পৌরাণিক ইতিবৃত্ত একেবারে সমুদয় প্রকাশ করা বহু-কাল সাধ্য ও বহু ব্যয় সাপেক্ষ্য, এইহেতু খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করা যাইবে। এই প্রথম খণ্ড। এই খণ্ডে অকারাদি শব্দের বাহুল্য প্রযুক্ত কেবল অকারাদি শব্দই নিবদ্ধ হইল। দ্বিতীয় খণ্ডে 'আ' প্রভৃতি স্বরবর্ণাদি শব্দ সমুদয় সংযোজিত হইবে, পরে ককারাদি শব্দ আরম্ভ করা যাইবে।

এই দুরূহ ব্যাপারে বিস্মৃতিক্রমে যদি কোন ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়া থাকে, পাঠকগণ তাহা ক্ষমা করিবেন, এবং তদ্বিষয় লিখিয়া পাঠাইয়া গ্রন্থকর্ত্তাকে বাধিত করিবেন।

ইটালী পদ্মপুকুর,
তাং ১৫ই আগষ্ট, ১৮৭০।

ডব্লু অব্রাএন স্মিথ।

পৌরাণিক ইতিবৃত্ত।

অ। প্রথম স্বরবর্ণ। ইহার লক্ষণ এই, 'অ' শরৎ-কালের চন্দ্রের মত উজ্জ্বল। ইহার পাঁচটী কোণ আছে। ইহা শিব, দুর্গা, সূর্য্য, বিষ্ণু ও গণেশ এই পঞ্চ দেবতাময়। তিনটী শক্তিযুক্ত, নির্গুণ অথচ ত্রিগুণাত্মক, স্বয়ং কৈবল্য অর্থাৎ মুক্তি স্বরূপ। এই বর্ণের অবয়ব অল্পমাত্র এবং ইহা স্বয়ং প্রকৃতিরূপ।—কামধেনু তন্ত্র।

অ। বিষ্ণুর নামান্তর।—মেদিনী তথা স্মৃতি। অপর বিষয় "ওঁ" শব্দে দ্রষ্টব্য।

অংশ। কশ্যপের পুত্র, অদিতির গর্ভে জাত। ইনি দ্বাদশাদিত্যের মধ্যে একাদশ। আদিত্যগণ সকলই চাক্ষুষ মন্বন্তরে তুষিত নামে খ্যাত ছিলেন, পরে বৈবস্বত মন্ব-ন্তরে আদিত্য নাম প্রাপ্ত হন।—বিষ্ণুপুরাণ।

অংশু। ইনি পুরুহোত্রের পুত্র।—বিষ্ণুপুরাণ। পরন্তু কূর্ম্মপুরাণে কথিত আছে, রাজা অংশু, অনুর পুত্র। ভাগবতে আবার পুরুহোত্রের পুত্রের নাম আয়ু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

অংশুমান্। সূর্য্যবংশীয় রাজা বিশেষ। ইনি অস-মঞ্জার পুত্র ও সগররাজার পৌত্র। অংশুমান্ অতি শান্ত

শিষ্ট ছিলেন। তাঁহার পিতামহ মহারাজ সগর শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ক্রমে ৯৯টী অশ্বমেধ নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার আর একটী করিবার নিমিত্ত অশ্ব ছাড়িয়া দেন, সৈন্য সামন্ত ও ষষ্টি সহস্র সগর-সন্তান তাহার রক্ষার্থে নিযুক্ত হয়। ইন্দ্র দেখিলেন সগর-রাজা নির্ব্বিরোধে এই অবশিষ্ট যজ্ঞটী সমাপন করিতে পারিলেই শতক্রতু হইয়া তাঁহার ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করেন। অতএব তিনি সেই অশ্বটী হরণ করিয়া পাতালে রাখিয়া পলায়ন করিলেন। সগর-সন্তানেরা নানা স্থানে অশ্বের অনুসন্ধান করিল, পরিশেষে অশ্বের পদচিহ্ন ধরিয়া পৃথিবী খননপূর্ব্বক পাতালে প্রবিষ্ট হইয়া দেখে মহা-যোগী কপিল ধ্যান করিতেছেন, তাঁহার নিকটে অশ্বটী চরিতেছে। তাহাতে সগর-সন্তানেরা বিবেচনা করিল, এই যোগীই আমাদিগের অশ্ব অপহরণ করিয়াছে, এই ব্যক্তিই চোর, ইহা ভাবিয়া তাহারা কপিল মহর্ষিকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে কপিলের ক্রোধানলে তৎক্ষণাৎ সকলেই ভস্ম হইল। রাজা সগর যজ্ঞ পরিসমাপন হয় না দেখিয়া ঐ অশ্ব আনয়নার্থ নিজ সুবিনীত সেই পৌত্র অংশুমানকে কপিলের নিকট পাঠাইলেন। অংশুমান্ পাতালপুরে প্রবেশ করিয়া মহর্ষি কপিলকে নানাবিধ স্তুতি বিনতি করিলেন। মহর্ষি তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, অংশুমান্! এই অশ্ব লইয়া গিয়া তোমার পিতা-মহের যজ্ঞ পূর্ণ কর, আর আমি তোমার স্তবে সাতিশয়

পরিতুষ্ট হইয়াছি কোন রূপ বর প্রার্থনা কর। অংশুমান্ ঐ ভস্মীকৃত ষষ্টিসহস্র পিতৃব্যদিগের স্বর্গপ্রাপ্তি প্রার্থনা করিলেন। কপিল কহিলেন ঐ সকল দুর্ব্বৃত্তেরা ব্রহ্মকোপানলে দগ্ধ হইয়াছে, গঙ্গা ব্যতীত ইহাদিগের উদ্ধার কিছুতেই নাই; স্বর্গ হইতে গঙ্গা পৃথিবীতে আগমন করিলে তাঁহারই জলস্পর্শে উহারা উদ্ধার হইবে, অতএব বর প্রদান করিতেছি, তোমার পৌত্র স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে গঙ্গা আনয়ন করিবেন, ইহা কহিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন। অংশুমান্ অশ্ব লইয়া আসিয়া পিতামহকে প্রদান করিলে, রাজা সগর যজ্ঞ সমাপন করত অংশুমান্‌কে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া স্বর্গে যাত্রা করিলেন। অংশুমান্ বহুদিন রাজ্য করিয়া স্বপুত্রকে রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক গঙ্গানয়নার্থ স্বয়ং তপস্যাতে গমন করিলেন, কিছু দিনের পর সেই তপোবনেই তাঁহার দেহাতিপাত হইল। অন্যান্য কথা 'ভগীরথ' শব্দে দ্রষ্টব্য।—রামায়ণ তথা বিষ্ণুপুরাণ।

ভাগবতেও অংশুমানের বিষয় এই একই রূপ, কিন্তু সগর-সন্তানদিগের ভস্ম হইবার বিষয়ে ভাগবতে ইহা লিখিত আছে যে তাহারা কপিল কোপানলে ভস্ম হয় নাই, ইন্দ্র তাহাদিগের শক্তি আকর্ষণ করাতে তাহারা স্বস্ব শরীরের তেজেই ভস্ম হইয়াছিল, যেহেতু জগৎ পবিত্রকারী সত্ত্বগুণাবলম্বী মহর্ষি কপিলে রজোগুণ কি প্রকারে সম্ভবে, যাঁহার সাংখ্যশাস্ত্ররূপ নৌকাতে লোক ভবার্ণব

উত্তীর্ণ হয়, সেই সাক্ষাৎ বিষ্ণু কপিলে ক্রোধের উদয় কদাচ হইতে পারে না।

অংশুমান্। সূর্য্যের নামান্তর।—ত্রিকাণ্ড শেষ।

অংশুমালী। সূর্য্যের নামান্তর।—ত্রিকাণ্ড শেষ।

অংশুহস্ত। সূর্য্যের নামান্তর।—জটাধর।

অকায়। রাহু, তাহার শরীর নাই বলিয়া অকায় এই নাম হইয়াছে। ইহার সবিশেষ রাহুশব্দে দ্রষ্টব্য।

অকূপার। সমুদ্রের নামান্তর।—অমরকোষ।

অকৃতব্রণ। একজন মুনি, কশ্যপবংশে ইহাঁর জন্ম। ইনি পরশুরামের অতিপ্রিয় বন্ধু এবং রোমহর্ষণ নামক সূত গোস্বামির শিষ্য, তাঁহার নিকটে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া অন্যান্যদিগের পুরাণশাস্ত্রের উপদেশক হন। ইনি যে এক খানি সংহিতা প্রণয়ন করেন তাহা বিষ্ণুপুরাণের ভাবার্থ অনুসারে রচিত।—মহাভারত তথা বিষ্ণুপুরাণ।

অকৃশাশ্ব। সূর্য্যবংশীয় সংহতাশ্বের পুত্র।—হরিবংশ।

অক্রূর। যদুবংশীয়, সফল্কের ঔরসে গান্ধিনীগর্ভে ইহাঁর জন্ম, ইহাতে ইনি গান্ধিনীসুত নামেও খ্যাত, পরন্তু কৃষ্ণের পিতৃব্য বলিয়া লোকে পরিচিত। রাজা কংস ধনুর্যজ্ঞচ্ছলে নিজশত্রু রামকৃষ্ণের বিনাশ চেষ্টায় স্বীয় রাজধানীতে তাঁহাদিগের আনয়নার্থ এই অক্রূরকে নন্দালয়ে দূত করিয়া পাঠান্, অক্রূর তথায় গমন করিয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া মথুরাতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। অক্রূরকে একবার চার-কার্য্যও করিতে হয়;

কংসবধের পর কৃষ্ণ পঞ্চপাণ্ডবের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহ কিরূপ ইহা জানিতে হস্তিনাপুরে অক্রূরকে পাঠান। তিনি গিয়া জানিলেন পাণ্ডবদিগের উপর ধৃতরাষ্ট্রের বিষম বিদ্বেষ বুদ্ধিই আছে, অক্রূর প্রত্যাগত হইয়া কৃষ্ণকে তাহা অবগত করিয়াছিলেন।

অক্রূরের অপর একটী নাম দানপতি। দানপতি নাম হইবার কারণ, কৃষ্ণ যখন মথুরা ত্যাগ করিয়া সপরিবারে ও জ্ঞাতি বান্ধবের সহিত দ্বারকাতে বাস করেন, তৎকালে এই এক ঘটনা ঘটে :—কৃষ্ণের পত্নী সত্যভামার পিতা সত্রজিতের স্যমন্তক মণি* ছিল। শতধন্বা নামে এক ব্যক্তি রজনীযোগে ঐ সত্রজিৎকে বিনাশ করিয়া মণি হরণ করে। কৃষ্ণ সত্যভামার নিকটে সেই সম্বাদ শুনিয়া শতধন্বাকে বিনাশ করিতে উদ্‌যোগ করাতে শতধন্বা অক্রূরের হস্তে ঐ মণি ন্যস্ত রাখিয়া পলায়ন করে। কৃষ্ণ তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া মিথিলার উপবনে তাহাকে বিনাশ করেন, কিন্তু মণি পান না। এদিগে অক্রূর ঐ মণি লইয়া কৃষ্ণের ভয়ে কাশীতে গমন করিয়াছিলেন, ঐ মণি প্রচুর সুবর্ণ প্রসব করিত,অক্রূর তাহাদ্বারা তথায় নানাপ্রকার যাগ যজ্ঞ দানাদি কার্য্য করায় দানপতি নামে বিখ্যাত হন, এবং অত্যন্ত ধনাঢ্যরূপে কালযাপন করেন। অক্রূর যখন দ্বারকাতে † অবস্থিত ছিলেন, তত্তা-

---

* স্যমন্তক মণির গুণ বিষয় স্যমন্তক শব্দে দ্রষ্টব্য।

† অক্রূর কাশী হইতে দ্বারকাতে কোন্ সময়ে প্রত্যাগত হন তদ্বিষয় কিছু নিশ্চয় নাই।

বহু কাল ঐ স্যমন্তক মণির প্রভাবে তথায় কোন প্রকার উপদ্রব ঘটে নাই। তদনন্তর সত্যব্রতের প্রপৌত্র শত্রুঘ্ন ভোজদিগের কর্ত্তৃক হত হইলে ভোজেরা সকলে দ্বারকা হইতে প্রস্থান করিলেন, অক্রূরও তৎসমভিব্যাহারে যান, তদবধি দ্বারকাতে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, সর্পভয় প্রভৃতি নানা আপদ্ সংঘটিত হইতে আরম্ভ হইল। যাদবেরা, কি জন্য এক্ষণে এককালে এত আপদ্‌বিপদ্ ঘটিতেছে, ইহার কারণানুসন্ধান করিতে এক সভা আহ্বান করিলেন। সভামধ্যে অন্ধক বক্তৃতা করিয়া কহিলেন, "সফল্ক যেথায় যখন থাকিতেন সেখানে তখন দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি কোন আপদ্ উপদ্রব কদাচ ঘটিত না, অক্রূর সেই সফল্কের পুত্র, বিশেষতঃ ইনি গান্ধিনীর গর্ভজাত। গান্ধিনী প্রত্যহ ব্রাহ্মণদিগকে গোদান করিতেন, এমন ব্যক্তিদিগের পুত্র অক্রূর, সেই অক্রূর নগরী পরিত্যাগ করায় অবশ্যই এই সমস্ত অমঙ্গল ঘটিতেছে, অতএব তাঁহাকে এস্থানে পুনরানয়ন করা যাউক।" অন্ধকের এই পরামর্শানুসারে যাদবেরা কেশব, বলভদ্র ও উগ্রসেনকে অক্রূরের নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে দ্বারকাতে পুনর্ব্বার আনয়ন করিলেন, তাহাতেই সকল উপদ্রব শান্তি হইল। কৃষ্ণ মনে মনে বিচার করিলেন, অক্রূর সফল্কের পুত্র ও গান্ধিনীর গর্ভজাত বটেন কিন্তু তাহা বলিয়াই কি ইহাঁর আগমনে দুর্ভিক্ষ মহামারী নিবৃত্তি হইতে পারে, এমন নহে, উহাঁর নিকটে স্যমন্তক মণি আছেই, তাহারই প্রভাবে সর্ব্ব

প্রকার অমঙ্গল দুরীভূত হইল সন্দেহ নাই। মনে মনে ইহা স্থির করিয়া একদা নিজালয়ে যদুবংশীয় যাবদীয় ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। অক্রূর আসিলে তৎসহ নানা রহস্যালাপাদির প্রসঙ্গে কহিলেন, "অক্রূর, তুমি যথার্থ দানপতি, কিন্তু আমরা জানিতে পারিয়াছি যে শতধন্বা স্যমন্তক মণি হরণ করিয়া তোমারি হস্তে দিয়া যায়, তাহা তোমার নিকটেই আছে, অতএব সে মণিটী একবার আমাদিগকে দেখাও।" অক্রূর সম্ভ্রান্ত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন যদি স্বীকার না করি পরিধেয় বস্ত্র অন্বেষণ করিলেই মণি বাহির হইয়া পড়িবে, তাহা হইলেই অপ্রস্তুত হইব, ইহা ভাবিয়া স্বীয় বস্ত্রে আবদ্ধ স্বর্ণময় এক কৌটাতে লুক্কায়িত ঐ মণি বাহির করিয়া দেখাইলেন। মণি বাহির করিলেই তাহার আভাতে গৃহ আলোকময় হইয়া উঠিল।

শতধন্বাকে বধ করিয়া কৃষ্ণই সেই মণি আত্মসাৎ করিয়াছেন বলিয়া বলদেব প্রভৃতির যে ভ্রম ছিল সে ভ্রম এইক্ষণে দুর হইল। বলদেব মণি দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আপনার বলিয়া তাহা গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। সত্যভামাও কহিলেন, স্যমন্তক মণি আমার পিতৃধন, উহাতে আমারই অধিকার। কৃষ্ণের উভয় সঙ্কট উপস্থিত, কি করেন, পরে বিবেচনা পূর্ব্বক সভাস্থ সমস্ত লোকের নিকটে কহিলেন, আমারই অপবাদ দুরীকরণার্থ মণি বাহির করাইয়া দেখান হইল, এই মণিতে

আমার ও বলভদ্রের তুল্য অধিকার, সত্যভামারও পিতৃধন সুতরাং উঁহারও ইহাতে স্বত্ব আছে, কিন্তু এই মণি যাহার হস্তে থাকে সে সুখসম্ভোগবিহীন, জিতেন্দ্রিয় ও ধর্ম্মিষ্ঠ না হইলে ঐ মণি তাহার মঙ্গলের কারণ না হইয়া বরং তাহার মৃত্যুকেই আহ্বান করে। আমরা জিতেন্দ্রিয় নহি, আমারতো ১৬০০০ টী স্ত্রী, সুতরাং আমি ইহার গ্রহণ যোগ্য কিরূপে হইব। বলভদ্র মদ্যপায়ী ও সুখ-সম্ভোগী, সুতরাং ইনিও মণি গ্রহণের অযোগ্য, আর সত্যভামাও যে সুখসম্ভোগে বিমুখ থাকিবেন ইহাও বোধ হইতেছে না, অতএব বলভদ্র, সত্যভামা, আমি আমাদের সকলেরই অভিপ্রায় এবং অন্যান্য যাদবদিগেরও অভিমত, অক্রূর, সকলের মঙ্গলের নিমিত্ত তোমার নিক-টেই মণি থাক্। তখন অক্রূর আহ্লাদপূর্ব্বক সেই সূর্য্যতুল্য দেদীপ্যমান স্যমন্তক মণি প্রকাশ্যরূপে নিজ গলদেশে পরিধান করিলেন।—ভাগবত, মহাভারত, বায়ু-পুরাণ, মৎস্যপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, তথা হরিবংশ।

অক্রোধন। কুরুবংশীয় রাজকুমার, ইনি অযুতা-য়ুসের পুত্র।—বিষ্ণুপুরাণ।

অগদ। ধন্বন্তরি-প্রণীত আয়ুর্ব্বেদের অষ্টভাগের মধ্যে ষষ্ঠভাগ (অগদ যাহাতে পীড়া নিবারণ হয়)।—বিষ্ণুপুরাণ।

অগস্ত্য। ঋষি বিশেষ। ইনি মিত্রাবরুণের পুত্র। উর্ব্বশী ইহাঁর মাতা। কুম্ভমধ্যে ইহাঁর উৎপত্তি,

তাহাতে ইহাঁর নাম কুম্ভসম্ভব হয় তাহার সবিশেষ ‘কুম্ভ-সম্ভব’ শব্দে দ্রষ্টব্য। অগস্ত্য অত্যন্ত তপস্বী ও পরম প্রতাপান্বিত ছিলেন। সমুদ্রকে এক চুমুকে পান করেন। ইহাঁর পত্নীর নাম লোপামুদ্রা, তিনি বিদর্ভ রাজার কন্যা। অগস্ত্য, লোপামুদ্রাকে বিবাহ করিয়া আশ্রমে আনিবা মাত্র ঐ নববধূ নিজ পিতৃদত্ত বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপস্বিনীবেশ ধারণ করিয়া থাকিলেন। কিছু দিন পরে অগস্ত্যকে কহিলেন, প্রভো! তুমি আমার পিতার তুল্য ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইতে চেষ্টা কর। অগস্ত্য কহিলেন আমি তপঃপ্রভাবে তোমার পিতার অপেক্ষাও ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারি কিন্তু তাহাতে তপস্যা নষ্ট হয়; সুতরাং তুচ্ছ ক্ষণধ্বংসি বিষয়ের নিমিত্ত মিথ্যা তপস্যা ক্ষয় করিতে ইচ্ছা করি না। ভাল, তোমার কথানুসারে ভিক্ষা করিয়া অধিক ঐশ্বর্য্য আনিতেছি, ইহা কহিয়া অগস্ত্য অনেক রাজ্যে গমন করিলেন, কিন্তু কোথায়ও কিছু পাইলেন না, কারণ, দেখিলেন কোথায় আয় ব্যয় সমান, কোথায় আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক, সুতরাং পরপীড়ার আশঙ্কায় তাহাঁর ভিক্ষা করা হইল না। ভ্রমণ করত শুনিলেন, অসুরজাতি ইম্বল ও বাতাপি নামে দুই ভ্রাতা বহুতর মনুষ্য হিংসা করিয়া অনেক ধন-সঞ্চয় করিয়াছে, তাহাদিগকে বিনাশ করিলে সর্ব্বজনের হিত সাধন হয়, অতএব অগস্ত্য তাহা-তেই প্রবৃত্ত হইলেন। উক্ত অসুরেরা এইরূপে মনুষ্যহত্যা করিত, তাহারা ছলে আতিথেয়ী হইয়াছিল, কোন পথিক

অতিথি হইলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইল্বল কনিষ্ঠ বাতাপিকে মেষ করিয়া তাহাকে বধপূর্ব্বক তন্মাংস রন্ধন করত অতিথিকে ভক্ষণ করাইত। পরে ঐ বাতাপিকে আহ্বান করিলে মৃত-সঞ্জীবনী-বিদ্যার প্রভাবে সে জীবিত হইয়া অতিথির উদর বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হইত, তাহাতে অতিথির মৃত্যু হওয়ায় ঐ ভ্রাতাদ্বয় তাহার মাংস ভক্ষণ ও তাহার ধন হরণ করিত। মহর্ষি অগস্ত্য উক্ত রাক্ষসদিগের নিকটে গিয়া অতিথি হইলেন। রাক্ষসেরা পূর্ব্বোক্তরূপে তাঁহাকে আতিথ্য প্রদান করিল,পরে অগস্ত্য মেষরূপধারি বাতাপির মাংস সমুদয় ভক্ষণ করিয়া তপঃপ্রভাবে জঠরানলে একে-বারে জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ইল্বল পূর্ব্ববৎ বাতাপি বলিয়া ডাকিলে অগস্ত্য কহিলেন, আমার জঠরে সে জীর্ণ হই-য়াছে,আর বাহির হইবে না ; তোমাদিগের দুরাত্মতা আজই দুরীকৃত হইল। রাক্ষস তাহা শুনিয়া ক্রোধে তাহাঁকে বাহুবলে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল,কিন্তু অগস্ত্যের হুঙ্কার-ধ্বনিতে সে অমনি ভস্মাবশেষিত হইয়া গেল। পরে অগস্ত্য তাহাদিগের সঞ্চিত প্রচুর ধন গ্রহণপূর্ব্বক লোপামুদ্রাকে আনিয়া দিলেন। অগস্ত্য ঋষি তাড়কার স্বামি সুন্দকেও কোন অপরাধে বিনাশ করিয়াছিলেন।

এই অগস্ত্য বিন্ধ্যাগিরির গুরু ছিলেন। বিন্ধ্য, বলে উন্মত্ত হইয়া স্বশরীর বিস্তার পূর্ব্বক সূর্য্যপথ অবরোধ করিলে সকল দেবতারা আসিয়া অগস্ত্যের শরণাগত হন। তাহাতে অগস্ত্য বিন্ধ্যের নিকটে গমন

করেন। গুরু সমাগত দেখিয়া বিন্ধ্য ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। অগস্ত্য অমনি কহিলেন বৎস! তুমি এইরূপ থাক, আমি যত দিন প্রত্যাগত না হই তুমি মস্তক উন্নত করিও না। গুরুর আজ্ঞায় বিন্ধ্য তদবস্থ থাকিল। অগস্ত্য এইরূপ ছলে বিন্ধ্যকে দমন করিয়া দক্ষিণদিকে গমন করিলেন, আর প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না। কিছুকাল পরে যোগে দেহ ত্যাগ করিয়া নক্ষত্রলোক প্রাপ্ত হইলেন।—মহাভারত ও রামায়ণ।

অগস্ত্যের দক্ষিণ দিগে গমন ভাদ্রমাসের প্রথম দিবসে হইয়াছিল। প্রথম দিনে হইয়াছিল বলিয়া সকল মাসেরই প্রথম দিনকে লোকে অগস্ত্যযাত্রা কহে, এবং সে দিনে গমন করিলে আর কেহ ফিরে না বলিয়া, কেহই মাসের প্রথম দিবসে কোথায় যায় না।

শরৎকাল সমাগত হইলে দক্ষিণদিগে ঐ অগস্ত্য-নক্ষত্রের উদয় হয়। তাহার উদয়ে জল নির্ম্মল হয় এমত শ্রুতিতে কথিত আছে। দাক্ষিণাত্যেরা ভাদ্র-মাসের ৪ দিন অগস্ত্যকে অর্ঘ প্রদান করিয়া থাকেন, তাহার বিধি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আছে। মৈত্রাবরণি এটীও অগস্ত্যের নামান্তর। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, পুলস্ত্যের ঔরসে প্রীতির গর্ভে দত্তোলির জন্ম হয়, ঐ দত্তোলিই পূর্ব্বজন্মে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অগস্ত্য নামে খ্যাত ছিলেন। পরন্তু বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার রত্নগর্ভ বলেন অগস্ত্যই পূর্ব্বজন্মে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে

দম্ভোলি নামে বিখ্যাত ছিলেন। আবার ভাগবতে বর্ণিত আছে, পুলস্ত্যের পত্নীর নাম হবির্ভু, তাঁহার গর্ব্ভে পুলস্ত্যের ঔরসে অগস্ত্যের জন্ম, পূর্ব্বজন্মে এই অগস্ত্যের নাম দহ্রাগ্নি অর্থাৎ জঠরাগ্নি ছিল।

অগ্নি। দেবতাবিশেষ। ব্রহ্মার মুখ হইতে ইহাঁর উৎপত্তি বেদে কথিত আছে। বিষ্ণুপুরাণেও ইনি ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া খ্যাত, পরন্তু পুরাণান্তরে দৃষ্ট হয় ধর্ম্মের বসুনাম্নী পত্নীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম। মহাদেবের রুদ্রনামে যে মূর্ত্তিবিশেষ, তাঁহারই নাম অগ্নি, ইহাও অন্যান্য পুরাণে বর্ণিত; এবং ইহাও কথিত আছে অগ্নি সকল দেবতার ও পিতৃলোকের মুখস্বরূপ। মনু বলেন, অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে তাহা সূর্য্যলোকে যায়, পরিণামে তাহাই বৃষ্টি স্বরূপে ভুমিতলে পতিত হয় এবং তাহা হইতেই শস্যোৎপত্তি হইয়া থাকে। অগ্নি একজন দিক্‌পাল; পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণকে বিদিক্ কহে, অগ্নি তাহারই অধিপতি। বায়ুপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ তথা ভাগবতে অগ্নি পিতৃলোকের অধিপতি বলিয়া ব্যক্ত, পরন্তু বিষ্ণুপুরাণে লিখিত হইয়াছে, যমই পিতৃলোকের অধিপতি। আদিত্যপুরাণে অগ্নির মুর্ত্তি এইরূপ বর্ণিত আছে যথা, ইনি রক্তবর্ণ, ইহাঁর কেশ ও চক্ষু পিঙ্গল বর্ণ, অঙ্গ বিশেষতঃ জঠর অতি স্থূল, হস্তে শক্তি ও অক্ষসুত্র। ইহাঁর সপ্তবিধ অর্চ্চি অর্থাৎ শিখা এবং ইহাঁর বাহন ছাগ। অগ্নির স্ত্রীর নাম স্বাহা, তাহার গর্ভে পাবক,

পবমান, ও শুচি নামে তিনটী পুত্র জম্মে, উহারা নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী। পাবক বৈদ্যুতাগ্নি, পবমান নির্ম্মথ্য (অর্থাৎ ঘর্ষণে উৎপন্ন) অগ্নি, এবং শুচি সৌরাগ্নি। পাবকের পুত্র কব্যবাহন, তিনি পিতৃদিগের অগ্নি। শুচির পুত্র হব্যবাহন, তিনি দেবতাদিগের অগ্নি। পবমানের পুত্র সহরক্ষ, ইনি অসুরদিগের অগ্নি। বসোধারা নামে অগ্নির অপর একটী স্ত্রী ছিল, তাহার গর্ভে দ্রবিণক প্রভৃতি অনেকগুলি পুত্র জম্মে, তাহাদিগের পুত্র পরম্পরায় ৪৫ জন অগ্নি হন, সুতরাং প্রথমোক্ত অগ্নি, এবং পবমান, পাবক ও শুচি, আর এই ৪৫টী সর্ব্বশুদ্ধ সংখ্যাতে ৪৯টী। বায়ুপুরাণে এই ৪৯টীর নাম এবং বাসস্থান বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে, তত্তৎশব্দে তত্তাবৎ দ্রষ্টব্য। ভাগবতে লিখিত আছে, ৪৯টী অগ্নির প্রভেদ নহে, নাম মাত্র। ভিন্ন ভিন্ন হোমাদি কার্য্যে অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহৃত হয়। অমরকোষ গ্রন্থে দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয়, অগ্নির এই ত্রিধামাত্র ভেদ দৃষ্ট হয়। অপিচ নৈয়ায়িকেরা তার্ণ ও অতার্ণ ভেদে অগ্নি দ্বিবিধ বলিয়া থাকেন, ফলে অগ্নির বিষয়ে অনেক মতভেদ। কৃশানু, বহ্নি, ধনঞ্জয়, জ্বলন, কৃষ্ণবর্ত্মা, অনল ও বৈশ্বানর প্রভৃতি অগ্নির অনেক গুলি সাধারণ নাম প্রসিদ্ধ আছে, তত্তৎশব্দে তাহার সবিশেষ বর্ণিত হইবে।

অগ্নি। নক্ষত্র বিশেষ। শিশুমার নামক রাশিনক্ষত্রের পুচ্ছভাগে ৪টী নক্ষত্র অবস্থিত, তন্মধ্যে অগ্নি একটী,

অপর ৩টী নক্ষত্রের নাম মহেন্দ্র, কশ্যপ ও ধ্রুব, এই ৪টী নক্ষত্র কদাচ অস্তমিত হয় না। রজনীতে শিশুমার দর্শ-নের ফল দিনকৃত পাপ ক্ষয়, এবং যে ব্যক্তি দর্শন করে সে ঐ রাশিনক্ষত্রে যত নক্ষত্র অথবা আকাশে যত নক্ষত্র আছে তৎসম সংখ্যক বা ততোধিক বৎসর জীবিত থাকে। শিশুমারের অপরাপর বিষয় 'শিশুমার' শব্দে দ্রষ্টব্য।—বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, তথা ভাগবত।

অগ্নিপুরাণ। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে অগ্নিপুরাণ অষ্টম। অগ্নি, বশিষ্ঠ মুনির নিকটে এই পুরাণ প্রকাশ করেন, ইহাতে ইহার নাম অগ্নিপুরাণ অথবা আগ্নেয় পুরাণ হয়। বশিষ্ঠ মুনি, ব্যাসকে এই পুরাণের বিষয়ে উপদেশ দেন, ব্যাস সুত-গোস্বামিকে শ্রবণ করান্ এবং তিনি আবার নৈমিষারণ্যে ষষ্টি সহস্র ঋষিদিগের নিকটে উহা ব্যাখ্যা করেন। অগ্নিপুরাণে ঈশান কল্পের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। ইহার শ্লোক সংখ্যার নির্ণয় করা সুকঠিন, কোন কোন পুঁথিতে ১৬০০০ কোন পুঁথিতে ১৫০০০ এবং কোন পুঁথিতে বা ১৪০০০ মাত্র শ্লোক দৃষ্ট হয়। এই পুরাণে নিম্নলিখিত বিষয় সকল আছে; যথা, রামকৃষ্ণাদি সকল অবতারের বিবরণ, সৃষ্টিপ্রকরণ, ব্রহ্মাণ্ড নিরূপণ, বিষ্ণু, অগ্নি, শালগ্রাম ও কুব্জিকা প্রভৃতির পূজাপ্রকরণ, দীক্ষাবিধি, প্রতিষ্ঠাবিধি, ছয় প্রকার ন্যাস-বিধি, শ্রাদ্ধকল্পাবিধি, দীপদানবিধি, সন্ধ্যাবিধি, রণ-দীক্ষাবিধি, গয়াদিতীর্থ, গঙ্গামাহাত্ম্য, ধনুর্বিদ্যা, আয়ুর্বেদ,

সাহিত্যশাস্ত্র, ছন্দঃশাস্ত্র, জ্যোতিঃশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, হোম বিধান, যুদ্ধ জয় করা, ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম, নরক বর্ণন এবং ব্রহ্মজ্ঞান নির্ণয় প্রভৃতি।

অগ্নিবাহু। এক রাজকুমার, রাজা প্রিয়ব্রতের ঔরসে কাম্যা নাম্নী স্ত্রীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম, ইনি রাজ্য-প্রার্থী ছিলেন না, যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই কালাতি-পাত করিয়াছেন।—বিষ্ণুপুরাণ।

অগ্নিবেশ। ঋষি বিশেষ। ইনি আত্রেয় মুনির নিকটে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন, ক্রমে উক্ত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া যে আয়ুর্ব্বেদ-সংহিতা নামে একখানি বৈদ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তদ্দর্শনে তাঁহার গুরু আত্রেয় ও দেবঋষি এবং দেবতারা সকলেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। এবং তৎকার্য্যে তাঁহাকে সকলে সাধুবাদ প্রদানও করিয়াছিলেন।—ভাবপ্রকাশ।

অগ্নিবেশ্য। মুনি বিশেষ। অগ্নিহইতে ইহাঁর জন্ম। ইনি ধনুর্বেদ বিদ্যায় অসাধারণ পারগ ছিলেন। দ্রোণাচার্য্য ইহাঁরই নিকটে উক্ত বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। এবং ইহাঁর নিকট হইতেই আগ্নেয়াস্ত্র প্রাপ্ত হয়েন।—মহাভারত।

অগ্নিমাঠর। জনৈক ঋষি। ইনি ঋগ্‌বেদ শিক্ষক ছিলেন। বাস্কলির নিকটে ইহাঁর বেদাধ্যয়ন হয়। —বিষ্ণুপুরাণ।

অগ্নিমিত্র। রাজা বিশেষ। ইনি পুষ্পমিত্রের পুত্র। —বিষ্ণুপুরাণ। মহাকবি কালিদাস মালবিকাগ্নিমিত্র নামে

যে একখানি সংস্কৃত নাটক রচনা করেন তাহাতে অগ্নি-মিত্রের বিষয় লিখিত আছে, বিদিশা* নগরী অগ্নিমিত্রের রাজধানী ছিল, অগ্নিমিত্র মালব (মালয়োয়া) দেশীয়া মালবিকা নাম্নী একটী কুমারীকে বিবাহ করাতে তাহাঁর সৌভাগ্যে তিনি সম্রাট্ হইয়া উঠেন।

অগ্নিবর্ণ। সূর্য্যবংশীয় রাজাবিশেষ। ইনি মহারাজ সুদর্শনের পুত্র।—বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ তথা রামায়ণ।

মহাকবি কালিদাস রঘুবংশ কাব্যে লিখিয়াছেন, রাজা সুদর্শন অতীব প্রতাপান্বিত ছিলেন, তিনি নিজ রাজ্য সুশাসিত করিয়া পুত্রকে ভোগার্থই প্রদান করিয়া যান্, সুতরাং অগ্নিবর্ণকে যুদ্ধ বিগ্রহাদি কিছুই করিতে হয় নাই। তিনি কোনরূপ পরিশ্রম করা ভাল বাসিতেন না, ভোগসুখেই জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন। মন্ত্রিরা যাহা করিত তাহাই হইত, রাজা রাজকার্য্যে কিছুই মনো-যোগ করিতেন না, তিনি নিতান্ত ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র ছিলেন, অন্তঃপুরে সর্ব্বদা স্ত্রীগণবেষ্টিত থাকিয়াই কালযাপন করিতেন। কোন প্রধান পুরুষ বা প্রজা রাজদর্শনাকাঙ্ক্ষা করত অত্যন্ত আকিঞ্চন জানাইলে রাজা সেই অন্তঃপুর হইতেই গবাক্ষদ্বার দিয়া চরণ উত্তোলন করিয়া দিতেন। রাজদর্শনাকাঙ্ক্ষিরা অগত্যা তদ্দর্শনেই তুষ্ট হইয়া প্রণাম করিত। পিতৃপ্রভাবে বাহ্য শত্রুরা তাঁহার রাজ্যাধি-

* মালয়োয়া দেশে বিদিশা নাম্নী এক নগরী আছে এবং তন্নামে এক নদী ও আছে। শ্রীযুত উইলসন সাহেব বোধ করেন এই বিদিশানগরী এক্ষণে ভিলসা নামে খ্যাত।

কারে প্রবিষ্ট হইতে পারে নাই, কিন্তু অধিক সুখভোগ করাতে রোগরিপু যৌবন সময়েই তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিল। অনবরত রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা প্রভৃতি অতি অবৈধ আচরণে রাজযক্ষ্মা আসিয়া তাঁহাকে শীঘ্রই সংহার করিল।

অগ্নিষ্টুব্। বৈরাজ নামক প্রজাপতির পুত্র। নকুলা নাম্নী স্ত্রীর গর্ব্ভে উক্ত প্রজাপতির যে ১০টী পুত্র জন্মে তাহার সপ্তমের নাম অগ্নিষ্টুব্।—হরিবংশ।

অগ্নিষ্টোম। ঋষি বিশেষ, ইনি চাক্ষুষ নামক মনুর পুত্র। ইহাঁর জননীর নাম নবলা।—বিষ্ণুপুরাণ।

অগ্নিষ্টোম। যজ্ঞ বিশেষ। এই যজ্ঞ ব্রহ্মার পূর্ব্ব-দিগের মুখহইতে গায়ত্রী, ঋগ্‌বেদ, ত্রিবৃৎ-সংহিতা ও সাম-বেদের রথান্তর ভাগের সহিত উৎপন্ন হয়।—বিষ্ণুপুরাণ।

অগ্নিষ্বাত্ত। পিতৃগণ বিশেষ। পিতৃগণ মধ্যে অমূর্ত্ত ও মূর্ত্তভেদে সাতটী শ্রেণী আছে তন্মধ্যে অগ্নিষ্বাত্ত প্রথম। ইহাঁরা মরীচির পুত্র, ব্রহ্মার পৌত্র এবং দেবতা-দিগের পিতৃগণ, সোমলোক ইহাঁদিগের বাসস্থান। ইহাঁদিগকে অগ্রে তর্পণ করিয়া পিতৃ মাতৃ তর্পণ করিতে হয়।—মনু, মৎস্য ও পদ্মপুরাণ তথা হরিবংশ। পরন্তু বায়ুপুরাণে লিখিত আছে ইহাঁরা পুলস্ত্যের পুত্র, উপদেবতা ও অসুরদিগের পিতৃগণ। ইহাঁরা বিরজ লোকে বাস করেন। বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে অগ্নি-ষ্বাত্ত ব্রহ্মার পুত্র, ইহাঁরা অনগ্নি অর্থাৎ ইহাঁদের অগ্নি-

করণ নাই। ইহাঁরা অনগ্নি, ইহার কারণ শ্রুতিতে এইরূপ ব্যক্ত আছে, যে সকল গৃহস্থেরা যজ্ঞ করে না তাহাদিগের পিতৃলোক হওয়াতে ইহাঁরা অনগ্নি হইয়াছেন। হরিবংশের টীকাকার অগ্নিষ্বাত্ত শব্দের এইরূপ অর্থ করেন, যথা—অগ্নিতে যাহাদের গ্রহণ। অপর বিষয় 'পিতৃ' শব্দে দ্রষ্টব্য।

অগ্নিসহায়। বায়ুর নামান্তর।—রাজনির্ঘণ্ট।

অগ্নিহোত্র। যাগ বিশেষ। বেদ হইতে ইহার উৎপত্তি।—বিষ্ণুপুরাণ। এই যজ্ঞটী দুই প্রকারে বিভক্ত, একমাস সাধ্য এবং যাবজ্জীবন সাধ্য। যেটী যাবজ্জীবন সাধ্য তাহার বিধি এইরূপ, বিবাহ করিয়া বসন্ত গ্রীষ্ম অথবা শরৎকালে অগ্নি স্থাপনপূর্ব্বক প্রত্যহ সায়ং ও প্রাতঃকালে হোম করিবে, পরে হোমকর্ত্তার মৃত্যু হইলে সেই অগ্নিতে তাহার দাহ করিতে হইবে।—স্মৃতি।

অগ্নীধ্র। ইনি প্রিয়ব্রত রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র, কাম্যার* গর্ভজাত। প্রিয়ব্রত সপ্তদ্বীপের রাজা ছিলেন। পরে

---

* বিষ্ণুপুরাণে ও বায়ুপুরাণে কাম্যার পরিবর্ত্তে কন্যা লিখিত আছে। বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার শ্রীধরস্বামীও লিখিয়াছেন প্রিয়ব্রত কর্দ্দমের কন্যা নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পরন্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণে প্রিয়ব্রতের পত্নীর নাম কাম্যা, অধিকন্তু বায়ুপুরাণে কর্দ্দমের কন্যার নাম কাম্যা লিখিত আছে। হরিবংশে ও ব্রহ্মপুরাণের এক স্থলে প্রিয়ব্রতের মাতার নাম কাম্যা অপিচ ব্রহ্মপুরাণের অপর স্থলে তাঁহার স্ত্রীর নাম কাম্যা দৃষ্ট হয়, ভাগবতে আবার প্রিয়ব্রতের স্ত্রীর নাম বর্হিষ্মতী, তিনি বিশ্বকর্ম্মার কন্যা এমতও লেখা আছে।

সাতটী দ্বীপ সাত জন পুত্রকে বিভাগ করিয়া দেন। অগ্নীধ্রের অংশে জম্বুদ্বীপ পড়িয়াছিল, ইনি তাহার অধীশ্বর হইয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া রাজা প্রিয়ব্রত বনগমন করিলেন। অগ্নীধ্র কিছুকাল রাজ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু পুত্র জন্মিল না এই দুঃখে পুত্রকামনায় মন্দর পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক তপস্যা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার তপস্যাতে পরিতুষ্ট হইয়া পূর্ব্বচিত্তী নামে একটী সুরূপা অপ্সরাকে তাঁহার নিকটে প্রেরণ করেন। অপ্সরার রূপ দর্শনে রাজা মুগ্ধ হইলেন ও তাহাকে বিবাহ করিয়া তাহার গর্ভে ক্রমে নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব, ও কেতুমাল নামে নয়টী পুত্র উৎপন্ন করিলেন। পরে পুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অগ্নীধ্র জম্বুদ্বীপ নয়খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ঐ নয় পুত্রকে দিয়া স্বয়ং শালগ্রামতীর্থে* গমনপূর্ব্বক তপস্যা করিতে লাগিলেন, কিয়দ্দিন পরে দেহত্যাগপূর্ব্বক অপ্সরালোক প্রাপ্ত হইলেন।—বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত।

অগ্রদানী। পতিত ব্রাহ্মণজাতি বিশেষ। শূদ্রের নিকটে অগ্রে দান গ্রহণ করাতে এবং প্রেতের উদ্দেশে যে সকল দ্রব্য দান করে তাহা লোভপ্রযুক্ত গ্রহণ করাতে ইহাদিগের নাম অগ্রদানী হইয়াছে।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

* শালগ্রামতীর্থ কোথায় তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। শালগ্রাম নামক বিষ্ণু-বস্তু গণ্ডকীনদীতে প্রাপ্ত হওয়া যায় অতএব অনুমান হয় শালগ্রামতীর্থ ঐ নদীর নিকটে হইতে পারে।

অগ্রহায়ণ। কোন মতে, এই মাস অবধি বৎসর গণনা আছে, তন্নিমিত্ত এই মাসের নাম অগ্রহায়ণ হইয়াছে। এই মাস হিমঋতু-ভুক্ত। ইহার অপর নাম মার্গশীর্ষ, সহস্ মার্গ, এবং আগ্রহায়ণিক। —অমরকোষ। বিষ্ণুপুরাণেও ইহার নাম সহস্ লিখিত আছে।

অঘমর্ষণ। অতি প্রাচীন ঋষি বিশেষ। বৈদিক মন্ত্রেই কেবল ইহাঁর নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অঘাসুর। অসুর বিশেষ। বকাসুর ও পূতনার কনিষ্ঠ-ভ্রাতা এবং কংসের ভৃত্য। কৃষ্ণ নন্দালয়ে শৈশব সময়ে যখন অবস্থান করেন, তখন তাহাঁর বিনাশার্থ রাজা কংসের আদেশে বকাসুর ও পূতনা তথায় আসিয়াছিল, কিন্তু কৃষ্ণকে বিনাশ করা দূরে থাকুক, কৃষ্ণকর্ত্তৃকই তাহারা বিনষ্ট হইল, তাহাতে উহাদিগের কনিষ্ঠ অঘাসুর স্বীয় ভ্রাতা ও ভগিনীর বিনাশকারী সেই কৃষ্ণকে বধ করিতে মায়াদ্বারা অতিবৃহৎ অজগর শরীর ধারণ করিয়া মুখব্যাদান পূর্ব্বক পথে শয়ন করিয়া রহিল। পর্ব্বতগুহা মনে করিয়া কৃষ্ণসহচর গোপালগণ প্রথমতঃ তাহার মুখে প্রবিষ্ট হইল। কৃষ্ণ তদ্দর্শনে তাহার বিনাশ ও গোপালগণের রক্ষা করিতে আপনিও তাহার মুখে প্রবেশ পূর্ব্বক গলদেশে গিয়া নিজশরীর এমত বিস্তার করিলেন যে ঐ অঘাসুরের প্রাণবায়ু নিরোধ হইয়া মস্তক ফাটিয়া বহির্গত হইল। তাহাতে তাহার মৃত্যু হইল, এবং

সেই বায়ুর সহিত কৃষ্ণ ও গোপালেরাও বাহির হইয়া পড়িলেন।—ভাগবত।

অঙ্গ। রাজা বিশেষ। ইনি অসুরবংশে যে বলি জন্মেন তাহাঁর পুত্র।—ভাগবত।

অঙ্গ। সূর্য্যবংশীয় রাজাবিশেষ। উরুর ঔরসে আগ্নেয়ীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম। ইহাঁর স্ত্রীর নাম সুনীতা ও পুত্রের নাম বেণ। —বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, তথা হরিবংশ। পরন্ত পদ্মপুরাণের ভূমিখণ্ডে লিখিত আছে, অঙ্গ অত্রিবংশীয়।

অঙ্গ। বলীর স্ত্রীর গর্ভে দীর্ঘতমের যে পাঁচটী সন্তান হয়, তন্মধ্যে অঙ্গ জ্যেষ্ঠ।—বিষ্ণুপুরাণ।

অঙ্গ। এক উপদ্বীপ। তথায় ম্লেচ্ছ জাতির বাস; পরন্ত ঐ ম্লেচ্ছেরা হিন্দুদিগের দেবতা উপসনা করে। —বায়ুপুরাণ।

অঙ্গ। দেশ বিশেষ।—বিষ্ণুপুরাণ।

ভাগলপুরের সন্নিহিত প্রদেশের নাম পূর্ব্বে অঙ্গ ছিল, উহার রাজধানী চম্পা।

ভারতে লিখিত আছে রাজা ধৃতরাষ্ট্র সূতপুত্র কর্ণকে আপনাদিগের সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করিয়া ভৃতিপ্রদানার্থ এই অঙ্গ দেশের আধিপত্য তাহাঁকে প্রদান করেন, ইহাতে কর্ণ অঙ্গপতি ও চম্পাধিপতি নামেও বিখ্যাত।

অঙ্গজ। ব্রহ্মার পুত্র।—ভাগবত, তথা মৎস্যপুরাণ।

অঙ্গদ। বানরজাতি, বালি রাজার পুত্র, তারার

গর্ব্ভজাত। অঙ্গদ যে মহাবল পরাক্রান্ত বীরচূড়ামণি রামরাবণের যুদ্ধে তাহা প্রকাশ আছে।—অধ্যাত্ম রামায়ণ ও বাল্মীকি রামায়ণ। পরন্তু মহানাটক নামক সংস্কৃত নাটকে অঙ্গদের বলদর্প অতি অদ্ভুতরূপেই লিখিত হইয়াছে। রাম সমুদ্রপার হইয়া লঙ্কাতে শিবির সংস্থাপিত করত প্রথমতঃ এই অঙ্গদকেই রাবণ সমীপে দৌত্যকার্য্যে প্রেরণ করেন, অঙ্গদ গমন করিয়া রাক্ষসসভামধ্যে সিংহাসনে উপবিষ্ট পরম প্রতাপান্বিত রাজা রাবণের নিকটে গিয়া বসিল। রাবণ বানরের তাদৃশ সাহস সন্দর্শনে আশ্চার্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, তুই কে? অঙ্গদ কহিল, আমি ত্রিভুবনবিজয়ী জানকীপতি শ্রীরামের দূত। রাবণ উপেক্ষা করিয়া কহিলেন, রাম কে? অঙ্গদ উত্তর করিল, যিনি তোমার ভগিনী সুর্পনখার নাসিকা ছেদন করিয়াছেন। রাবণ লজ্জিত ভাবে পুনর্জ্জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর নাম কি? এবং তোর পিতার নাম কি? অঙ্গদ বলিল আমি বালিতনয়, আমার নাম অঙ্গদ। রাবণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, বালি কে? কৈ আমিতো তাহাকে চিনি না, তখন অঙ্গদ হাস্য করিয়া কহিল, যে মহাত্মা তোমাকে লাঙ্গূলে বদ্ধ করিয়া চতুঃসমুদ্রে সন্ধ্যা করিয়া বেড়াইয়া ছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে কি তুমি বিস্মৃত হইয়াছ? অঙ্গদের এই উত্তর শুনিয়া রাজা রাবণ অপ্রস্তুত হইয়া অধোবদনে রহিলেন।

লৌকিক প্রবাদ এরূপ, এই অঙ্গদ দ্বাপর যুগে ব্যাধ

রূপে জন্মিয়া কৃষ্ণহন্তা হইয়াছিল। কৃষ্ণ যখন যদুবংশ ধ্বংস করিয়া বিশ্রামার্থ এক বৃক্ষমূলে অবস্থিতি করেন, তখন ঐ ব্যাধরূপী অঙ্গদ হরিণ বোধে কৃষ্ণের প্রতি বাণক্ষেপ করিয়া তাঁহার প্রাণবধ করিয়াছিল।

অঙ্গদ। লক্ষ্মণের পুত্র, ঊর্ম্মিলার গর্ব্ভে ইহাঁর জন্ম। লক্ষ্মণ, রামের আজ্ঞায় কারাপথ নামক প্রদেশের আধিপত্য ইহাঁকে প্রদান করেন।—রঘুবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ তথা রামায়ণ। বায়ুপুরাণে কথিত আছে, অঙ্গদ হিমালয়ের সন্নিহিত প্রদেশের অধিপতি, উহাঁর রাজধানীর নাম আঙ্গদী।

অঙ্গরাজ। কর্ণের নামান্তর।—মহাভারত।

অঙ্গার। জাতিবিশেষ।—বিষ্ণুপুরাণ।

অঙ্গারক। এক জন রুদ্র। বায়ু এবং ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে, রুদ্রগণ কশ্যপের ঔরসে সুরভীর গর্ব্ভে জন্মেন। পরন্তু ভাগবতে দৃষ্ট হয়, তাঁহারা ভূতের ঔরসে সুরূপার গর্ব্ভে জাত। মৎস্যপুরাণ, পদ্মপুরাণ ও হরিবংশে আবার বর্ণিত আছে, ইহাঁরা ব্রহ্মার সন্তান সুরভীর গর্ব্ভজাত।

অঙ্গারক। মঙ্গল গ্রহের নামান্তর, সবিশেষ 'মঙ্গল' শব্দে দ্রষ্টব্য।

অঙ্গিরা। প্রজাপতি বিশেষ। ইনি ব্রহ্মার পুত্র, ইহাঁর পত্নীর নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার গর্ব্ভে ইহাঁর সিনীবালী, কুহু, রাকা ও অনুমতি নামে কন্যা চতুষ্টয়, এবং বৃহ-

স্পতি ও উতথ্য নামে দুই পুত্র হয়। পরন্তু বিষ্ণুপুরাণে একস্থানে লিখিত আছে অঙ্গিরা দক্ষের ২৪টী কন্যার মধ্যে স্মৃতিকে বিবাহ করেন, অপরস্থলে লিখিত আছে দক্ষের ৬০ কন্যার মধ্যে দুইটী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অঙ্গিরা যে একখানি ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করেন তাহার নাম অঙ্গিরঃসংহিতা। তাহাও অতিক্ষুদ্র, তাহাতে প্রায়শ্চিত্ত ও দ্রব্যশুদ্ধির বিষয় কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অঙ্গিরা। উরুর পুত্র। আগ্নেয়ীর গর্ভে উরুর যে ছয়টী সন্তান হয় তাহার মধ্যে অঙ্গিরা পঞ্চম।—বিষ্ণুপুরাণ।

অচ্যুত। বিষ্ণুর নামান্তর।—মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, তথা স্কন্দপুরাণ। মহাভারতে একস্থানে অচ্যুত শব্দের অর্থ ক্ষয়বিহীন, অন্যস্থানে চরম মুক্তি হইতে অভিন্ন, এইরূপ লিখিত আছে। বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার রত্নাকর ভট্টের মতে অচ্যুত শব্দের অর্থ সৃষ্ট বস্তুর সহিত যাঁহার সংহার হয় না। পরন্তু স্কন্দপুরাণের টীকাকার এই শব্দের অর্থ, স্বীয় স্বভাব হইতে অবিচলিত বলিয়া লেখেন।

অচ্ছোদ। সরোবর বিশেষ। নির্ম্মল জল বলিয়া তাহার এই নাম হইয়াছে। কিম্পুরুষ পর্ব্বতের অদূরে এই মনোহর সরোবর, এবং ইহারই তটে মহাশ্বেতার আশ্রম ছিল।—কাদম্বরী।

অজ। জনৈক রুদ্র।—ভাগবত। পরন্তু বিষ্ণু, বায়ু, ও মৎস্যপুরাণে রুদ্রগণের মধ্যে অজের নাম দৃষ্ট হয় না।

অজ। সূর্য্যবংশীয় রাজাবিশেষ। ইনি রঘুর পুত্র এবং দশরথের পিতা।—বিষ্ণু, বায়ু, লিঙ্গ ও কূর্ম্মপুরাণ। পরন্তু ভাগবতে অজ পৃথুশ্রবার পুত্র বলিয়া লিখিত আছে। মৎস্যপুরাণে আবার অজকে দিলীপের পুত্র বলা হইয়াছে, এবং দশরথের পিতার নাম অজপাল বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। বাল্মীকি রামায়ণের মতে অজ নাভাগার পুত্র, পরন্তু অধ্যাত্মরামায়ণে অজ রঘুর পুত্র উক্ত আছে।

রঘুবংশ কাব্যে এরূপ বর্ণিত আছে, যে দীপহইতে যেমন অন্য একটী দীপ প্রজ্বলিত হইয়া পূর্ব্ব দীপেরই অনুরূপ হয়, রঘু হইতে অজও সেইরূপ রঘুর তুল্য প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়াছিলেন। রঘু দিগ্বিজয় করিয়া পৃথিবী-স্থিত সমুদয় রাজলোক ও বীর-পুরুষদিগকে একান্ত বশীকৃত করিয়া যান, সুতরাং অজ-রাজাকে পরে আর যুদ্ধ বিগ্রহ করিতে হয় নাই। রঘু সত্ত্বে কেবল একবার তাঁহার রণপাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছিল। যেকালে বিদর্ভদেশাধিপতির ভগিনী ইন্দুমতীর স্বয়ংবর হয়, অজ সেই সভাতে গিয়াছিলেন; ইন্দুমতী তাঁহারই গলে বর-মাল্য প্রদান করে। অজ তাহাকে বিবাহ করিয়া স্বদেশা-ভিমুখে চলিলেন। সভাগত অপরাপর রাজারা ঈর্ষাপূর্ব্বক ইন্দুমতীকে হরণ করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে অজকে পথিমধ্যে অবরোধ করে, কিন্তু তাহাদের সে অভিলাষ সুসিদ্ধ হইল না, যুদ্ধ আরম্ভ হইলে রাজকুমার অজ একাকী অসাধারণ রণপাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া শত্রুদিগের সৈন্য

সংহার করিতে লাগিলেন। পরে পরাজিতপ্রায় রাজারা সকলে একত্র হইয়া অন্যায়রূপে যুদ্ধ করত অজকে সংহার করিতে উদ্যত হইল। অজ তখন বিপদে পতিত হইলেন, কিন্তু সে বিপদ অধিক কাল থাকিল না। তিনি যখন স্বয়ম্বর-সমাজে আগমন করেন, নর্ম্মদা নদীতে প্রিয়ম্বদ নামক গন্ধর্ব্বকুমার মতঙ্গমুনির শাপে হস্তিরূপে অবস্থিত ছিল, অজের সৈন্যশিবিরের প্রতি সে হঠাৎ আসিয়া দৌরাত্ম্য করে, পরে অজ বাণক্ষেপ পূর্ব্বক তাহার কুম্ভদেশ বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে হস্তিরূপী গন্ধর্ব্ব শাপ মুক্ত হওয়াতে হস্তিরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গন্ধর্ব্ব শরীর প্রাপ্ত হইয়া অজকে মিত্র সম্বোধন করিয়াছিলেন এবং প্রস্বাপন নামে গান্ধর্ব্ব অস্ত্রও প্রদান করিয়াছিলেন। সেই অস্ত্র অজের হস্তে ছিল, তাহা স্মরণ হওয়াতে অজ শত্রুগণের প্রতি তাহা ক্ষেপ করিলেন, অস্ত্র প্রভাবে সকল শত্রুদল অমনি চিত্রপটের ন্যায় অচৈতন্য হইয়া রণস্থলেই নিদ্রা যাইতে লাগিল। অজ তখন তাহাদিগের প্রধান প্রধান কয়েক জনের ধ্বজপটে রণরক্তে লিখিয়া দিলেন যে রঘুনন্দন অজ তোমাদিগের বীরতা-গর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন, কেবল দয়া করিয়া জীবনে মারিলেন না। এইরূপে অজ অত্যন্ত বীরকার্য্য সম্পন্ন করিয়া ইন্দুমতীকে গৃহে আনয়ন করিয়াছিলেন। পরে পিতৃদত্ত রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া কিছুকাল রাজ্য করেন, অনন্তর তাঁহার ঔরসে ইন্দুমতীর গর্ভে দশরথের জন্ম হয়।

ইন্দুমতীপ্রতি অজের এতাদৃশ প্রণয় জন্মিয়াছিল যে কিছু দিনের পর ইন্দুমতী দেহত্যাগ করিলে তিনি অতীব শোকার্ত্ত হইয়া উন্মত্ত প্রায় রাজ্যসম্পত্তি সম্ভোগে একান্ত বিমুখ হইয়া পড়িলেন ; তিনি কিয়দ্দিবস মাত্র অতি কষ্টে প্রাণভার বহন করিয়াছিলেন বটে কিন্তু নিরন্তর অত্যন্ত শোকে তাঁহার শরীর সাতিশয় রুগ্ন হইয়া পড়িল, তিনি বালকপুত্র দশরথকে রাজ্য দিয়া প্রায়োপবেশনে অর্থাৎ মরণেচ্ছায় আহার ত্যাগ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

অজ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও কামদেবের নামান্তর।—হেমচন্দ্র।

অজক। রাজা বিশেষ। ইনি পুরুবংশীয় সুমন্তর পুত্র এবং জহ্নুর পৌত্র।—বিষ্ণুপুরাণ।

অজগব। মহাদেবের ধনু। ব্রাহ্মণেরা বেণরাজার দক্ষিণ হস্ত মন্থন করাতে পৃথুর উৎপত্তি হয়। তৎকালে মহাদেবের এই ধনু স্বর্গ হইতে পতিত হইয়াছিল। এই ধনুকের অপর নাম পিনাক।—বিষ্ণুপুরাণ তথা অমরকোষ।

অজপা। প্রাণিদিগের স্বাভাবিক নিশ্বাস প্রশ্বাস, ইহাকে হংসমন্ত্র কহে। প্রাণি মাত্রই প্রায় প্রত্যহ দিবারাত্র মধ্যে ২১৬০০ বার ঐ মন্ত্র জপ করে, অর্থাৎ ২১৬০০ বার নিশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকে। পীড়াদি কোন কারণ উপস্থিত হইলে উক্ত সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা।—দক্ষিণামূর্ত্তি সংহিতা।

অজবীথি। সূর্য্য এবং অপরাপর গ্রহগণের মার্গ তিন অবস্থানে বিভক্ত। উত্তর, দক্ষিণ, ও মধ্য। এই অবস্থান ত্রয়ের নাম ঐরাবত, জারদ্গব এবং বৈশ্বানর। এই তিন অবস্থান আবার তিন বীথিতে বিভক্ত, উত্তর তিন বীথির নাম নাগবীথি, গজবীথি এবং ঐরাবতী। মধ্যমের নাম আর্ষভি, গোবীথি এবং জারদ্গাবী। দক্ষিণের নাম অজ-বীথি, মৃগবীথি ও বৈশ্বানরী। এই তিন বীথির প্রত্যেকে তিন তিন নক্ষত্র আছে। নাগবীথিতে অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা; গজবীথিতে রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা; ঐরা-বতীতে পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা; আর্ষভিতে মঘা, পূর্ব্ব-ফল্গুণী, উত্তর ফল্গুণী। গোবীথিতে হস্তা, চিত্রা, স্বাতি; জারদ্গাবীতে বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা। অজবীথিতে মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া উত্তরাষাঢ়া; মৃগবীথিতে শ্রবণা, ধনিষ্ঠা শতভিষা; বৈশ্বানরীতে পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী।—ভাগবতের টীকা তথা মৎস্য পুরাণ। পরন্তু মৎস্য পুরাণে জারদ্গাবের পরিবর্ত্তে অজগব লিখিত আছে।

অজমীঢ়। চন্দ্রবংশীয় রাজা বিশেষ। ইনি বিকুণ্ঠ নামক রাজার পত্নী সুদেবার গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অজমীঢ় অতি সুপ্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন, বহু যজ্ঞ করিয়া পৃথিবীতে অধিক যশ উপার্জ্জন করিয়া যান।—মহাভারত।

অজমীঢ়। রাজা বিশেষ। ইনি হস্তি নামক রাজার পুত্র।—বিষ্ণুপুরাণ। পরন্তু মহাভারতে একস্থানে সুহো

ত্রের পুত্র বলিয়া অজমীঢ়ের নির্দ্দেশ আছে। অন্যত্র হস্তির পৌত্র বলিয়াও পরিচয় দৃষ্ট হয়। বায়ুপুরাণে বর্ণিত আছে অজমীঢ়ের স্ত্রীর নাম কেশিনী, তাহার গর্ব্ভে কন্ব নামে এক পুত্র হয়। মৎস্যপুরাণেও একস্থলে তাহাই লিখিত আছে, অপর স্থলে আবার অজমীঢ়ের স্ত্রীর নাম ধূমিনী দৃষ্ট হয়।

অজাতশত্রু। যুধিষ্ঠিরের নামান্তর।—মহাভারত ও ভাগবত। রাজা যুধিষ্ঠির অতি বিনয়ী, সুশীল এবং নির্ব্বিরোধী ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে লোকে অজাতশত্রু বলিত। যুধিষ্ঠির শব্দে অপর বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।

অজাতশত্রু। মগধদেশের রাজা। ইনি বিম্বিসারের পুত্র।—বিষ্ণুপুরাণ। বায়ুপুরাণে লিখিত আছে ইনি ২৫ বৎসর রাজত্ব করেন। মৎস্যপুরাণে আবার ২৭ বৎসর পর্য্যন্ত ইহাঁর রাজত্ব বর্ণিত আছে।

অজামিল। কান্যকুব্জদেশে অতি পাষণ্ড এক জন অধম ব্রাহ্মণ বাস করিত। সে চোর ও দস্যু ছিল। পৃথিবীতে এমন অকার্য্য ছিল না যাহা অজামিল করে নাই। বৃদ্ধ পিতা মাতা ও সতী স্ত্রীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মদোন্মত্ত এবং দুষ্ক্রিয়াসক্ত হওত আপনার তুল্যপ্রকৃতি একটী ইতর জাতীয়া দাসীতে আসক্ত হয়, হইয়া অষ্টাশী বৎসর যাপন করে। ঐ দাসীগর্ব্ভে তাহার ৮টী সন্তান জন্মে, তন্মধ্যে সে সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্রের নাম নারায়ণ রাখিয়াছিল; অজামিল মৃত্যুকালে রোগের যাতনায়

ঐ কনিষ্ঠপুত্র নারায়ণকে নারায়ণ বলিয়া যেমন ডাকিল, অদৃষ্টাধীন তৎ পরক্ষণেই তাহার মৃত্যু হইল। মরণ সময়ে নারায়ণ নাম উচ্চারণ করাতে লিখিত আছে অজামিলের প্রচুর পুণ্য উদয় হইল, সেই পুণ্যে সে যম-যাতনা এড়াইয়া স্বর্গে যাত্রা করিল।—ভাগবত।

অজিত। বিষ্ণুর নামান্তর। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে রুচির স্ত্রী আকূতির গর্ব্ভে বিষ্ণু অংশে যজ্ঞ নামে আবির্ভূত হন্। স্বারোচিষ মন্বন্তরে সেই যজ্ঞ আবার অজিত নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।—বিষ্ণুপুরাণ।

অজিত। দেবগণ বিশেষ। ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রথমে জয় নামে দ্বাদশ জন দেবতা সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে সৃষ্টি বিষয়ে সাহায্য করিতে আদেশ করেন, কিন্তু তাঁহারা ধ্যানে নিরত থাকিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন না, তাহাতে ব্রহ্মা তাঁহাদিগের প্রতি এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন যে, তোমাদিগকে সাত মন্বন্তর পর্য্যন্ত প্রতি মন্বন্তরে জন্মিতে হইবে। ব্রহ্মার এইরূপ শাপ হওয়াতে জয় নামক দেবতারা ক্রমে সাত মন্বন্তরে অজিতগণ, তুষিতগণ, সত্যগণ, হরিগণ, বৈকুণ্ঠ-গণ, সাধ্যগণ, এবং আদিত্যগণ নামে জন্মগ্রহণ করেন। বায়ুপুরাণ।

অজিন। রাজা বিশেষ। ইনি পৃথুবংশীয় হবি-র্ধানের ঔরসে ধিষণার গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করেন।—বিষ্ণুপুরাণ, তথা ভাগবত।

অজৈকপদ। জনৈক রুদ্র।—ভাগবত, বায়ুপুরাণ ও মৎস্যপুরাণ।

অঞ্জক। দানব বিশেষ। বিপ্রচিত্তি নামক দানবের ঔরসে সিংহিকার গর্ব্ভে ইহার জন্ম। এ অতি মহাবল পরাক্রান্ত এবং দানবশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত।—ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ তথা বায়ুপুরাণ।

অঞ্জন। একটী প্রধান নাগ।—বায়ুপুরাণ।

অঞ্জন। রাজকুমার বিশেষ। ইনি কাশীরাজ কুশ-ধ্বজের বংশজাত কুনির পুত্র।—বিষ্ণুপুরাণ। পরন্তু বায়ু-পুরাণে কুনির নাম শকুনি বলিয়া লেখা আছে।

অঞ্জন। দিগ্‌গজ বিশেষ। আটটী দিগ্‌গজের মধ্যে এও একটী। পশ্চিমদিকে ইহার অবস্থিতি।—অমরকোষ।

অঞ্জনা। কেশরি নামক বানরের পত্নী, ইহার গর্ব্ভে বায়ুর ঔরসে হনূমানের জন্ম।—রামায়ণ। লোকে এমত কথিত আছে, ঐ বানরী অঞ্জনা মহাবল পরাক্রান্তা ছিল, রাম যে কালে সীতাকে উদ্ধার করিয়া আনেন, সেই কালে হনূমান, জননী অঞ্জনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল, অঞ্জনা হনূমানের মুখে রাম রাবণের যুদ্ধ বিষয়ক সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া গর্ব্ব করিয়া কহে; হনূ তোকে ধিক্ থাকুক্, তুই আমার পুত্র হইয়া অতি সামান্য রাবণ, তাহার সহিত যুদ্ধ করিলি? দশ নখে দশাননের দশ আনন ছিন্ন করিয়া রামকে উপঢৌকন দিতে পারিস্ নাই? সীতাসহ অশোক বন উৎপাটন করিয়া আনিয়া-

দিতে অসমর্থ হইয়াছিস্? সমুদ্র বন্ধন কেন? স্বশরীর বিস্তার করিয়া সমুদ্রে তুই সেতু স্বরূপ হইলে কি কার্য্য হইত না? তুই আমার কুপুত্র। অঞ্জনা এইরূপ হনূমানকে তিরস্কার করিয়াছিল ইত্যাদি।

অঞ্জনাবতী। দিক্ হস্তিনী বিশেষ। অঞ্জন নামে দিগ্গজের পত্নী।—অমরকোষ।

অণ্ডকটাহ। লবণ ইক্ষু প্রভৃতি যে সাতটী সমুদ্র আছে তাহার শেষ জলসমুদ্র, সেই জলসমুদ্রের পরে স্বর্ণভূমি, যে স্থানে কোন প্রাণী নাই, তাহা লোকালোক পর্ব্বতে পরিবেষ্টিত এবং সেই পর্ব্বত গাঢ় তিমিরে নিরন্তর আবৃত রহিয়াছে, সেই তিমির আবার অণ্ডকটাহে পরিবৃত।—বিষ্ণুপুরাণ তথা ভাগবত।

অণু। কালবিভাগ। অন্যান্য পুরাণে কাল বিভাগ বিভিন্ন প্রকারে বর্ণিত আছে।—ভাগবত তথা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মতে

২ পরমাণুতে	১ অণু
৩ অণুতে	১ ত্রসরেণু
৩ ত্রসরেণুতে	১ ক্রটি
১০০ ক্রটিতে	১ বেধ
৩ বেধে	১ লব
৩ লবে	১ নিমেষ
৩ নিমেষে	১ ক্ষণ
৫ ক্ষণে	১ কাষ্ঠা

১৫ কাষ্ঠাতে	১ লঘু
১৫ লঘুতে	১ নাড়িকা
২ নাড়িকাতে	১ মুহূর্ত্ত
৬ বা ৭ নাড়িকাতে	১ যাম

বিষ্ণু, বায়ু প্রভৃতি পুরাণে এবং মনুতে তথা মহাভারতে অণুর উল্লেখ নাই। বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ কাল বিভাগ,

১৫ নিমেষে	১ কাষ্ঠা
৩০ কাষ্ঠাতে	১ কলা
৩০ কলাতে	১ মুহূর্ত্ত
৩০ মুহূর্ত্তে	১ দিবারাত্র

বায়ু,মৎস্য,লিঙ্গ, কূর্ম্ম এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণে তথা মনুতে ইহাই। পরন্তু মনুতে বিশেষ এই ১৮ নিমেষে ১ কাষ্ঠা। পদ্মপুরাণে কালবিভাগ এইরূপ

১৫ নিমেষে	১ কাষ্ঠা
৩০ কাষ্ঠাতে	১ কলা
৩০ কলাতে	১ ক্ষণ
১২ ক্ষণে	১ মুহূর্ত্ত
৩০ মুহূর্ত্তে	১ দিবারাত্র।

ভবিষ্যপুরাণেও তাহাই। ভবিষ্যপুরাণে এইমাত্র প্রভেদ যে ১৮ নিমেষে ১ কাষ্ঠা।

মহাভারতের মতে ৩০ কলা ও ৩ কাষ্ঠাতে এক মুহূর্ত্ত।

অতল। পাতাল সাত ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগ উপরি ভাগের দশ সহস্র যোজন নিম্নে অবস্থিত। এই সাত ভাগের নাম অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল,এবং পাতাল।—ভাগবত তথা পদ্মপুরাণ। পরন্তু বায়ুপুরাণে অতলের নাম দৃষ্ট হয় না, তন্মতে এই সাত বিভাগের নাম রসাতল, সুতল, বিতল, গভস্তল, মহাতল, শ্রীতল, এবং পাতাল। বিষ্ণুপুরাণে আবার এই সপ্ত বিভাগের নাম অতল, বিতল, নিতল, গভস্তি-মান্, মহাতল, সুতল ও পাতাল। অতলের মৃত্তিকা শ্বেতবর্ণ ইহাও উক্ত পুরাণে বর্ণিত আছে।

অতিকায়। রাক্ষস বিশেষ। রাবণের পুত্র। এ অতিশয় বলবান্ ছিল, প্রকাণ্ড শরীর, এই জন্য ইহার নাম অতিকায় হয়। এই রাক্ষস লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধে বিলক্ষণ রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করে,অবশেষে লক্ষ্মণের হস্তেই নিধন হয়।—রামায়ণ। লোকে কথিত আছে, অতিকায় অত্যন্ত বৈষ্ণব ছিল, রামকে ইষ্ট দেবতা জানিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে অসম্মত হইয়া, তাঁহার সীতা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া আসা উচিত ইত্যাদি রাবণের প্রতি উপ-দেশ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, রাবণ তাহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া তৎপ্রতি তাড়না করাতে সে যুদ্ধ করিতে যায়, পরে লক্ষ্মণ অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাহার মস্তক ছেদন করিলে সেই ছিন্ন মুণ্ড ভূতলে পতিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ রামনাম উচ্চারণ করিয়াছিল।

অতিথি। সূর্য্যবংশীয় রাজা বিশেষ, ইনি কুশের পুত্র।—রামায়ণ তথা বিষ্ণুপুরাণ। কুশ, কুমুদনামে নাগ-রাজের ভগিনী কুমুদ্বতীকে বিবাহ করেন, তাহার গর্ব্ভে অতিথির জন্ম। সুতরাং নাগবংশের দৌহিত্র বলিয়া অতিথির সাতিশয় কৌলীন্য মান্য ছিল। অতিথি বিলক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। বহুদিন ঔরস পুত্রের ন্যায় প্রজা প্রতিপালন করিয়া অতীব প্রজানুরাগ ও যশ উপার্জ্জন করত কালযাপন করেন। রঘুবংশ কাব্যে তাঁহার রাজ্যশাসনের সুপ্রণালী সবিশেষ বর্ণিত আছে।

অতিথি। অভ্যাগত। তাহার লক্ষণ, যাহার নাম, গোত্র ও নিবাস স্থানের পরিচয় নাই, এক দিন মাত্র যাপন করিতে গৃহির গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারই নাম অতিথি। অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহার যথাযোগ্য ও যথাসাধ্য আতিথ্য প্রদান করা গৃহির অতীব কর্ত্তব্য ; যদি গৃহী আতিথ্য প্রদান না করে, তাহা হইলে অতিথি তাহাকে নিজপাপ প্রদানপূর্ব্বক তাহার পুণ্য লইয়া যায়। সঙ্গতি না থাকিলে অন্ততঃ তৃণ-আসন, তাহার অভাবে বসিবার ভূমি, তদভাবে জলমাত্র প্রদান করিবে, তাহাতেও অশক্ত হইলে সুমিষ্ট বাক্যে অতিথিকে সন্তুষ্ট করিতে হয়, তাহাতেও আতিথ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। —মনু।

অতিবলা। বিদ্যা বিশেষ। বিশ্বামিত্র মুনি কৃশাশ্ব মুনির নিকটে এই বিদ্যা প্রাপ্ত হন, পরে তিনি আপনার

আশ্রমে রাক্ষসের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ যেকালে রামকে লইয়া যান সেই সময়ে রামকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিয়া তাড়কা রাক্ষসীর বনে তাঁহাকে প্রবেশ করান। এই বিদ্যাপ্রভাবে ক্ষুধা তৃষ্ণার বাধা ঘটে না।—রামায়ণ ও রঘুবংশ।

অতিরাত্র। চাক্ষুষ মনুর পুত্র, ইহাঁর গর্ব্ভধারিণীর নাম নবলা।—বিষ্ণুপুরাণ।

অতিরাত্র। যাগ বিশেষ। ব্রহ্মার পশ্চিম মুখ হইতে ইহার উৎপত্তি।—ভাগবত, তথা বিষ্ণুপুরাণ।

অত্রি। ব্রহ্মার মানস পুত্র। তাঁহার পত্নীর নাম অনসূয়া ও পুত্রের নাম সোম।—বিষ্ণুপুরাণ। ভাগবতের এক স্থানে লিখিত আছে অনসূয়ার গর্ব্ভে সোম, দত্তাত্রেয় এবং দুর্ব্বাসার জন্ম হয়, অপর স্থানে কথিত হইয়াছে, সোম অত্রির নয়ন হইতে উৎপন্ন, এবং রঘুবংশেও তাহাই। বায়ুপুরাণে উক্ত আছে, অত্রির নয়ন হইতে সোমত্ব অর্থাৎ সোমের সার ভাগ নিঃসৃত হইয়া চতুর্দ্দিগ্ ব্যাপ্ত হয়। ব্রহ্মপুরাণ তথা হরিবংশে সোমের উৎপত্তির বিষয় অন্য প্রকার লিখিত আছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণের মতে অত্রি অনসূয়ার প্রতি কটাক্ষপাত করাতে সোমের জন্ম হয়। পরন্তু সমুদ্রমন্থনে সোমের উৎপত্তি ইহা মহাভারত প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

মহাভারতে লিখিত হইয়াছে অত্রিঋষি বৈণ্যরাজার অশ্বমেধ-যজ্ঞে অর্থ-প্রার্থনায় গমন করিতে প্রথম মানস

করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে অর্থের অনুরোধ পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী ও পুত্রের সহিত বনে তপস্যার্থ গমনোদ্যত হন। পরে আবার তাঁহার পত্নী অনসূয়ার বাক্যে বৈণ্য-যজ্ঞে গমন করেন, এবং অর্থ প্রার্থনা করত রাজা বৈণ্যকে তুমি ধন্য, তুমি ঈশ্বর ইত্যাদি বাক্যে প্রশংসা করেন, তাহাতে গৌতম কুপিত হইয়া কহেন, মনুষ্যকে ঈশ্বর বলিয়া তোষামদ করা অতীব অন্যায়। ইহাতে তাঁহাদিগের বিলক্ষণ বিবাদ হয়, পরে সনৎকুমার তাঁহাদিগের সেই বিবাদ মীমাংসা করিয়া দেন, কহেন, রাজাকে ওরূপ স্তব করা অন্যায় নহে। ইহাতে রাজা বৈণ্য সন্তুষ্ট হইয়া অত্রিকে অলঙ্কার ভূষিতা সহস্র দাসী, দশ কোটি সুবর্ণ ও দশ ভার স্বর্ণ দান করিলেন। অত্রি তাহা লইয়া গৃহে আগমন পূর্ব্বক পুত্রাদিকে দিয়া স্বয়ং তপস্যার্থে বনে গমন করিয়াছিলেন। ভাগবতে লিখিত আছে অত্রি নিজপত্নী অনসূয়ার সহিত কুলাদ্রি নামক পর্ব্বতে শত বর্ষ একপদে তপস্যা করেন।

অত্রি ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রয়োগকর্ত্তা ইহা যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাতে কথিত আছে। অত্রি-সংহিতা নামে একখানি ধর্ম্মশাস্ত্রের সংহিতাও প্রচারিত আছে, ঐ গ্রন্থে অনেক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের উপদেশ দৃষ্ট হয়।

অত্রিজাত। চন্দ্রের নামান্তর। চন্দ্র অত্রির নয়ন হইতে জাত বলিয়া উহাঁর এই নাম হয়।—মহাভারত।

অথর্ব্ব। চতুর্থ বেদ। এই বেদ ব্রহ্মার উত্তরদিগের মুখ

হইতে বিনিঃসৃত।—বিষ্ণুপুরাণ,* তথা বায়ু, লিঙ্গ, কূর্ম্ম, পদ্ম ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ। পরন্তু ভাগবতে লিখিত আছে অথর্ব্ব বেদ ব্রহ্মার পূর্ব্বদিগের মুখ হইতে বহির্গত। বিষ্ণুপুরাণে অন্যত্র আবার লিখিত আছে প্রথমে যজুর্নামে একই বেদ ছিল, পরে দ্বাপরযুগে ব্রহ্মার আজ্ঞায় ব্যাস তাহা চারিভাগে বিভক্ত করেন, করিয়া পৈলকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ, এবং সুমন্তকে অথর্ব্ববেদ শ্রবণ করাইতে নিযুক্ত করিলেন। সুমন্ত মুনি এই বেদ নিজ শিষ্য কবন্ধকে শিখাইলেন। তিনি আবার তাহা দুই অংশে বিভক্ত করিয়া এক অংশ দেবদর্শকে, অন্য অংশ পথ্যকে দিলেন। মৌদ্গ, ব্রহ্মাবলি, শৌল্কায়নি এবং পিপ্পলাদ নামে দেবদর্শের চারি জন শিষ্য ছিলেন, এবং জাজলি, কুমুদাদি, ও শৌনক নামে পথ্যেরও তিন জন শিষ্য ছিলেন, ইহাঁরা প্রত্যেকে এক এক সংহিতা প্রণয়ন করেন। শৌনক আবার তাঁহার সংহিতা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ বভ্রুকে, অপর ভাগ সৈন্ধবায়নকে দিয়াছিলেন। তাহাতে সৈন্ধব ও মুঞ্জকেশনামে দুইটী শাখা হইয়াছে। গ্রন্থান্তরে দৃষ্ট হয়, সুমন্ত অথর্ব্ববেদ নিজশিষ্য কবন্ধকে শিখান, কবন্ধ তাহা দুইভাগ করিয়া এক ভাগ দেবদর্শকে অপর ভাগ পথ্যকে দেন। দেবদর্শ যে ভাগ প্রাপ্ত হন তাহা হইতে আবার দেবদর্শী ও পৈপ্পলাদী নামে দুইটী শাখা হয়, এবং পথ্যের শিষ্য যে শৌনক

* বিষ্ণুপুরাণের অপর স্থানে (২ খণ্ডের ১১ অধ্যায়ে) ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিনটী মাত্র বেদের উল্লেখ আছে।

তাঁহার নামেও অপর একটী শাখা হইয়াছে, ঐ শাখার নাম শৌনক শাখা।

অথর্ব্ব বেদের সংহিতাতে পাঁচটী কল্প আছে, যথা নক্ষত্র কল্প, বৈতানকল্প, সংহিতাকল্প, আঙ্গিরসকল্প ও শান্তিকল্প।—বিষ্ণুপুরাণ। এই বেদের ৫৯৮০ শ্লোক।—বায়ুপুরাণ।

কোলব্রুক সাহেব লেখেন যে অথর্ব্ববেদের সংহিতাতে ২০ কাণ্ড আছে, এই কাণ্ড সকল অনুবাক্ সূক্ত এবং ঋকে বিভক্ত। অনুবাকের সংখ্যা এক শতের অধিক, সূক্ত সাত শত ষাটের উপর, এবং ঋকের সংখ্যা ৬০১৫। অথর্ব্ববেদে শত্রুবিনাশ নিমিত্ত নানাপ্রকার মন্ত্র, অনিষ্ট নিবারণ এবং আত্মরক্ষার্থ প্রার্থনা ও দেবগণের অনেক স্তবস্তুতি প্রভৃতি বিষয় আছে। অথর্ব্ববেদের ৫২টী উপনিষৎ। ১ মুণ্ডক। ২ প্রশ্ন। ৩ ব্রহ্মবিদ্যা। ৪ ক্ষুরিকা। ৫ চূলিকা। ৬ এবং ৭ অথর্ব্ব শিরা। ৮ গর্ভ। ৯ মহা। ১০ ব্রহ্ম। ১১ প্রাণাগ্নিহোত্র। ১২। ১৩। ১৪। ১৫ মণ্ডুক্য। ১৬ নীলরুদ্র। ১৭ নাদবিন্দু। ১৮ ব্রহ্মবিন্দু। ১৯ অমৃতবিন্দু। ২০ ধ্যানবিন্দু। ২১ তেজোবিন্দু। ২২ যোগ শিক্ষা। ২৩ যোগতত্ত্ব। ২৪ সন্ন্যাস। ২৫ অরণ্য অথবা অরণিজ। ২৬ কণ্ঠশ্রুতি। ২৭ পিণ্ড। ২৮ আত্মা। ২৯ অবধি ৩৪ পর্য্যন্ত যে ছয়খানি উপনিষৎ আছে তাহার নাম নৃসিংহ তাপনীয়। ইহার আবার দুইভাগ আছে, প্রথম ভাগ ৫ খানি উপনিষৎ তাহার নাম পূর্ব্ব তাপনীয়

এবং দ্বিতীয়ভাগ একখানি মাত্র উপনিষৎ তাহার নাম উত্তর তাপনীয়। ৩৫ উপনিষৎ কথাবল্লীর প্রথম ভাগ। ৩৬ উপনিষৎ কথাবল্লীর দ্বিতীয় ভাগ। ৩৭ কেন। ৩৮ নারায়ণ। ৩৯ বৃহন্নারায়ণের প্রথম ভাগ। ৪০ বৃহন্না-রায়ণের দ্বিতীয় ভাগ। ৪১ সর্ব্বোপনিষৎসার। ৪২ হংস। ৪৩ পরম হংস। ৪৪ আনন্দবল্লী। ৪৫ ভৃগুবল্লী। ৪৬ গরুড়। ৪৭ কালাগ্নি রুদ্র। ৪৮। ৪৯ রামতাপনীয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। ৫০ কৈবল্য। ৫১ জাবল। ৫২ আশ্রম।

অথর্ব্ব যে বেদ মধ্যে গণ্য ইহা সকলে কহেন না। মনুতে কেবল ঋক্ যজুঃ ও সাম এই তিনটী বেদেরই উল্লেখ আছে, অমরকোষেও তাহাই লিখিত। উভয়েই অথর্ব্ব শব্দ দৃষ্ট হয় বটে কিন্তু বেদ বলিয়া নহে। যজু-র্ব্বেদেও অথর্ব্ব বেদের কোন প্রস্তাব নাই, ঋগ্বেদের ভাষ্যকারও তিনটী বেদের উল্লেখ করিয়া কহেন ঋগ্বেদ অগ্নি হইতে, যজুর্ব্বেদ বায়ু হইতে এবং সামবেদ সূর্য্য হইতে আবির্ভূত। কুল্লুক ভট্ট এইরূপ মীমাংসা করেন যে এই তিনবেদ এক কল্পে অগ্নি বায়ু ও সূর্য্য হইতে, কল্পান্তরে ব্রহ্মা হইতে বহির্ভুত। পরন্তু সামবেদের ছান্দোজ্ঞ উপনিষদে কথিত আছে অথর্ব্ব চতুর্থবেদ, এবং ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চমবেদ। উইলসন সাহেব কহেন,* অথর্ব্ব বেদমধ্যে গণ্য নয় বরং বেদের ক্রোড়পত্র স্বরূপ।

অথর্ব্ব। ইনি এক প্রধান ঋষি। ব্রহ্মা হইতে

* ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদের উপক্রমণিকা ৮ পৃষ্ঠা।

ইহাঁর উৎপত্তি; অথর্ব্ব কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যাকে বিবাহ করেন, তাঁহার গর্ব্ভে অথর্ব্বের ঔরসে দধীচ নামে এক পুত্র জন্মে। দেবতারা বেত্রাসুর বধ করিবার নিমিত্ত এই দধীচের অস্থিতে বজ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। —ভাগবত।

অদিতি। দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ও কশ্যপের পত্নী; ইনি সূর্য্যের মাতা।—বিষ্ণুপুরাণ। অদিতির গর্ব্ভে ইন্দ্রাদি দেবতারও জন্ম হয়, ইহাতে ইনি দেবমাতা বলিয়া বিখ্যাত। কশ্যপ সহ বহু দিবস তপস্যা করাতে বিষ্ণুও বামনাবতারে ইহাঁর গর্ব্ভে জন্মিয়াছিলেন।—ভাগবত এবং মহাভারত। সমুদ্রমন্থনে যে কর্ণাভরণ উৎপন্ন হয়, ইন্দ্র তাহা এই অদিতিকে প্রদান করেন।—মৎস্যপুরাণ।

অদীন। সহদেবের পুত্র।—বিষ্ণুপুরাণ তথা বায়ুপুরাণ। পরন্তু ভাগবতে ইহার নাম অহীন লিখিত আছে।

অদৃশ্যন্তী। শক্তি মুনির স্ত্রী, ইনি পরাশরের জননী। —মহাভারত।

অদ্ভুত। নবম মন্বন্তরে পার, মরীচিগর্ব্ভ, এবং সুধর্ম্ম নামে যে তিন শ্রেণী দেবতা হন, তাঁহাদের পরাক্রান্ত অধীশ্বর ইন্দ্র, তাঁহার নাম অদ্ভুত।—বিষ্ণুপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ তথা ভাগবত।

অদ্রি। সূর্য্যের নামান্তর।—অমরকোষ।

অদ্রিজা। }
অদ্রিতনয়া। } পার্ব্বতীর নামান্তর।—হেমচন্দ্র।

অদ্রিরাজ। }
অদ্রীশ। } হিমালয়ের নামান্তর।—ধরণী।

অধর্ম্ম। ব্রহ্মার জনৈক মানসপুত্র।—বায়ুপুরাণ, তথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। লিঙ্গপুরাণে অধর্ম্ম প্রজাপতিগণের মধ্যে পরিগণিত, পরন্তু বিষ্ণুপুরাণে, ভাগবতে তথা মহা-ভারতে প্রজাপতি অথবা ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ মধ্যে অধর্ম্মের নাম দৃষ্ট হয় না। বিষ্ণুপুরাণের একস্থলে অ-ধর্ম্মের কিঞ্চিৎ বিবরণ আছে, কিন্তু কাহার পুত্র তাহা লিখিত নাই। টীকাকার কহেন ইনি ব্রহ্মার পুত্র। বিষ্ণুপুরাণ-মতে অধর্ম্মের স্ত্রীর নাম হিংসা, তাহার গর্ভে অধর্ম্মের অনৃতনামক এক পুত্র এবং নিকৃতি নাম্নী কন্যা হয়। পরন্তু ভাগবতে উক্ত আছে অধর্ম্মের স্ত্রীর নাম মৃষা, তাহার গর্ভে দম্ভ নামক পুত্র এবং মায়া নাম্নী কন্যা জন্মে। কল্কিপুরাণে অধর্ম্মের উৎপত্তি এইরূপ বর্ণিত, যথা, ব্রহ্মা নিজ পৃষ্ঠদেশ হইতে অতি মলিনপ্রকৃতি পাতক সৃষ্টি করেন। সেই পাতকের নামান্তর অধর্ম্ম। অধর্ম্মের স্ত্রীর নাম মিথ্যা; ঐ মিথ্যার গর্ভে দম্ভ ও নিকৃতির উৎপত্তি হয়। সবিশেষ 'কলি' শব্দে দ্রষ্টব্য।

অধিপুরুষ। মহান্ আত্মা। পুরুষোত্তম হইতে বিরাট্, স্বরাট্, সম্রাট্ এবং অধিপুরুষের উৎপত্তি হয়। —বিষ্ণুপুরাণ। বিরাট্ শব্দে ব্রহ্মাণ্ড, ও স্বরাট্ শব্দে ব্রহ্মা, সম্রাট্ শব্দে মনু, এবং অধিপুরুষ সেই মন্বন্তরের অধি-ষ্ঠাতা।

অধিযোগ। যোগ বিশেষ। যে লগ্নে যাত্রা করা হয়, তাহার চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম, নবম অথবা দশম। ইহার যে কোন স্থানে হউক বুধ, বৃহস্পতি, ও শুক্র এই তিনটি গ্রহের মধ্যে দুইটি গ্রহ একত্র অবস্থিত থাকিলে তাহাকে অধিযোগ বলে। লিখিত আছে এই যোগে যাত্রা অতি প্রশস্ত। ইহাতে কোন স্থানে গমন করিলে মঙ্গল লাভ হয় এবং শত্রু নাশও হয়।—জ্যোতিষ।

অধিরাজ্য। দেশ বিশেষ।—মহাভারত। ইহার নাম অধিরাজ্য, এবং অধিরাষ্ট্র বলিয়াও লিখিত আছে।

অধিরথ। ইনি চন্দ্রবংশীয় সত্যকর্ম্মার পুত্র। ইহাঁর স্ত্রীর নাম রাধা। পৃথা স্বীয় পুত্র কর্ণকে পেটকে আবদ্ধ করিয়া গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, এই অধিরথ তাহাকে পাইয়া প্রতিপালন করেন।—মহাভারত তথা বিষ্ণু পুরাণ।

অধৃষ্যা। নদী বিশেষ।—মহাভারত তথা মেদিনী।

অধোক্ষজ। বিষ্ণুর নামান্তর।—অমরকোষ।

অধঃশিরা। নরক প্রভেদ। বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে, ভিন্ন ভিন্ন নরক সকল পৃথিবী ও জলের নিম্নে অবস্থিত; পরন্তু ভাগবতে বর্ণিত আছে, জলের উপরে উহা বিদ্যমান। নরক সংখ্যার বিষয়ও অপরাপর পুরাণে বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হয়, তত্তাবৎ ‘নরক’ শব্দে দ্রষ্টব্য। অধঃশিরার নাম অধোমুখ বলিয়াও লিখিত আছে। যে ব্যক্তি অশাস্ত্র দান গ্রহণ করে, অপূজনীয়কে পূজা

করে, এবং ভাবি বিষয় জানিবার চেষ্টায় নক্ষত্র নিরীক্ষণ করে, সে অধোমুখ নরকে যায়।—বিষ্ণুপুরাণ।

অধ্বর্য্যু। যজুর্ব্বেদের উপাসনা পাঠক।—বিষ্ণুপুরাণ।

অনঘ। ঋষি বিশেষ। ইনি বশিষ্ঠের ঔরসে ঊর্জ্জার গর্ব্ভে জাত। বশিষ্ঠের সাতপুত্র, তাহাদের নাম রজ, গাত্র, ঊর্দ্ধবাহু, সবল, অনঘ, সুতপা ও শুক্র।—বিষ্ণুপুরাণ। পরন্তু ভাগবতের মতে বশিষ্ঠ-পুত্রদিগের নাম চিত্রকেতু, সুরোচিস্, বীরজা, মিত্র, উল্বন, বসুভৃজ্জান, দ্যুমান। এবং বশিষ্ঠের অপর ভার্য্যার গর্ব্ভে শক্তি প্রভৃতি অপরাপর পুত্রেরও জন্মের উল্লেখ আছে। বায়ু ও লিঙ্গপুরাণে বশিষ্ঠের পুত্রদিগের নাম বিষ্ণুপুরাণ মতেই লিখিত, কেবল এই মাত্র বিশেষ, বায়ুপুরাণে গাত্র পরিবর্ত্তে পুত্র, এবং লিঙ্গপুরাণে গাত্র পরিবর্ত্তে হস্ত লেখা আছে। এবং ঐ দুই পুরাণে বশিষ্ঠের পুণ্ডরীকা নাম্নী একটী কন্যারও উল্লেখ আছে।

অনঙ্গ। মন্মথের নামান্তর। তাহার অনঙ্গ নাম হইবার কারণ, মন্মথ ইন্দ্রাদি দেবতার আদেশে মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করিতে যান। সে স্থানে উমা মহাদেবের পরিচর্য্যা করিতেছিলেন, মন্মথ মহাদেবকে লক্ষ্য করিয়া বাণক্ষেপ পূর্ব্বক উমার প্রতি তাঁহার মন বিচলিত করেন, তাহাতে মহাদেব ক্রোধে আপনার তৃতীয় নয়নের অনলে তাহার অঙ্গ ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন। মন্মথ ভস্ম হইলে রতি কাতরা হইয়া অত্যন্ত রোদন করাতে এইরূপ দৈববাণী

হইল যে মন্মথ এক্ষণে অনঙ্গ হইয়া রহিলেন, যখন পার্ব্বতীকে মহাদেব গ্রহণ করিবেন তখন মন্মথ স্বীয় শরীর পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। পরে ভৃগুর শাপে বিষ্ণু বসুদেবের পুত্র হইয়া জন্মিলে এই অনঙ্গ তাঁহার পুত্র হইয়া কামদেব নাম প্রাপ্ত হইলেন। অপর বিষয় 'কামদেব' শব্দে দ্রষ্টব্য।—মহাভারত, কালিকাপুরাণ; লিঙ্গ ও পদ্মপুরাণ তথা কুমারসম্ভব।

অনন্ত। নাগরাজ, ইহার অপর নাম শেষ। ইনি বিষ্ণুর অংশে অবতীর্ণ। কশ্যপ মহর্ষির ঔরসে কদ্রুর গর্ব্ভে ইহাঁর জন্ম। ইনি বহুকাল তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার বরে অত্যন্ত বলবান্ ও সহস্র ফণাবিশিষ্ট সুদীর্ঘ দেহ প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবী ধারণে নিযুক্ত হন।—মহাভারত। নন্দিকেশ্বর পুরাণে কথিত আছে, অনন্তের সহস্র মস্তক, ঐ মস্তক দ্বারা সসাগরা পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন। পুষ্প একটী মস্তকে থাকিলে যেমন ভার বোধ হয় না অনন্তের পৃথিবীধারণেও সেইরূপ। অনন্তের অপর মূর্ত্তি চতুর্ভুজ, শ্বেতবর্ণ, হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। ভাদ্র মাসের শুক্ল চতুর্দ্দশীতে অনন্তব্রত করিবার বিধি। —ভবিষ্য পুরাণ। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে শেষের অপর নাম অনন্ত, অনন্ত দেবগণও ঋষিগণের পূজনীয়। সপ্তপাতাল তলে বিষ্ণু শেষ-আকৃতি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। অনন্তের সহস্র মস্তক, স্বস্তিক ভূষিত, প্রত্যেক মস্তকে মণি, সেই মণির আলোকে সকল পাতাল উজ্জ্বল হইয়া

রহিয়াছে। তাঁহার এক খানি মাত্র কর্ণাভরণ, মস্তকে মুকুট এবং ভ্রূতে পুষ্পমালা। তাঁহার বেশ ধূম্রবর্ণ এবং গলদেশে শুক্লবর্ণ মাল্য। এক হস্তে হল, অপর হস্তে মুদ্গার, বারুণী তাঁহার সঙ্গিনী। তাঁহার সহস্র মুখ হইতে কল্পান্তে বাড়বাগ্নি নির্গত হইয়া ত্রিভুবন দগ্ধ করে। অপরাপর গ্রন্থে লেখে অনন্ত বৃহন্নাগ, সৃষ্টি সংহারের পর তদুপরি বিষ্ণু শয়ন করিয়া থাকেন। শব্দমালার মতে, বাসকি, এটীও অনন্তের নাম, কিন্তু অমরসিংহ বাসকিকে ভিন্ন বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। স্মার্ত্তকৃত গ্রন্থে, অনন্তাদি যে অষ্ট নাগের সংখ্যা করা আছে, তন্মধ্যেও বাসকিকে স্বতন্ত্র নাগ বলিয়া গণনা করা হইয়াছে।

অনবরথ। যদুবংশীয় রাজা বিশেষ। ইনি মধুর পুত্র।—বিষ্ণুপুরাণ।

অনমিত্র। বৃষ্ণির পুত্র, মাদ্রির গর্ব্ভে জাত।—বায়ুপুরাণ ও মৎস্যপুরাণ। পরন্তু বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে বৃষ্ণির দুই পুত্র সুমিত্র এবং যুধাজিৎ। সেই সুমিত্রের পুত্র অনমিত্র। ভাগবতে আবার অনমিত্রকে যুধাজিতের পুত্র বলে।

অনল। অগ্নির নামান্তর। ইনি অষ্টবসুর মধ্যে জনৈক বসু। ইহাঁদিগের নাম বসু হইবার কারণ, ইহাঁরা পরাক্রম ও প্রভাবে মহৎ, অগ্নি তাঁহাদিগের অগ্রগামী — বিষ্ণুপুরাণ। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, যে সকল দেবতারা তেজ দ্বারা সর্ব্বদিকু ব্যাপক হন, তাঁহারা বসু নামে খ্যাত।

অনসূয়া। অত্রির পত্নী। ইনি দক্ষের কন্যা, প্রসূতির গর্ব্ভজাতা।—বিষ্ণু পুরাণ। পরন্তু ভাগবতে অনসূয়ার মাতার নাম দেবহূতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। যে কালে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ সহ দণ্ডকারণ্যে গমন করত অত্রিমুনির আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করেন, সেই সময়ে অত্রিপত্নী অনসূয়া সীতাকে বসন ভূষণ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে স্থির-যৌবনা করিবার নিমিত্ত তাঁহার শরীর সংস্কার করিয়া এক আশ্চর্য্য রূপ অঙ্গরাগ লেপন করিয়া দিয়াছিলেন, বহুকালেও তাহা বিনষ্ট হয় নাই। তাহার এমনি সৌগন্ধ যে বন হইতে মধুকরেরা প্রস্ফুটিত পুষ্প পরিত্যাগ করিয়া সীতার সঙ্গে সঙ্গে ধাবমান হয়।—রামায়ণ তথা রঘুবংশ।

অনসূয়া। শকুন্তলার জনৈক সখী। শকুন্তলা কণ্ব-মুনির আশ্রমে যে সময় অবস্থান করেন, সেই সময়ে অনসূয়া নাম্নী একটী সুশীলা কন্যা তাঁহার সহচরী ছিল।—অভিজ্ঞান শকুন্তল।

অনায়ু। দক্ষের কন্যা, কশ্যপের পত্নী।—বায়ু এবং পদ্মপুরাণ। পরন্তু বিষ্ণুপুরাণে কশ্যপের স্ত্রীগণ মধ্যে অনায়ুর নাম লিখিত নাই।

অনারায়ণ। সম্ভূতের পুত্র। রাবণ হস্তে ইনি বিনষ্ট হন।—বিষ্ণু পুরাণ।

অনাহত। হৃদয়স্থিত দ্বাদশ দলপদ্ম। যেথায় জীবাত্মার বাস তাহারই নাম অনাহত। অনাহত পদ্ম,

অনাহতচক্র বলিয়াও কোন কোন স্থলে নির্দ্দিষ্ট আছে।—তন্ত্রশাস্ত্র।

অনিরুদ্ধ। প্রদ্যুম্নের পুত্র, এবং কৃষ্ণের পৌত্র। ইনি রুক্মরাজার পৌত্রীর পাণিগ্রহণ করেন।—বিষ্ণুপুরাণ। ভাগবতে লিখিত আছে বাণরাজার দুহিতা উষাকে এই অনিরুদ্ধ হরণ করিয়াছিলেন। উষাহরণের বৃত্তান্ত 'উষা' শব্দে দ্রষ্টব্য।

অনিল। বায়ুর নামান্তর। 'বায়ু' শব্দে সবিশেষ দ্রষ্টব্য। অনিল অষ্ট বসুর মধ্যে পরিগণিত।—বিষ্ণুপুরাণ।

অনিল। তংসুর পুত্র। ইনি চন্দ্রবংশীয়।—বিষ্ণুপুরাণ। বায়ুপুরাণে অনিলের পরিবর্ত্তে মলিন লিখিত আছে। ভাগবতে অনিলের নাম রাভ্য, এবং ব্রহ্মপুরাণে ইহার নাম ধর্ম্মনেত্র। মহাভারতে কথিত আছে তংসুর পুত্র ইলিন, তাহার মাতার নাম কালিঙ্গী।

অনীকিনী। সৈন্যগত সংখ্যা বিশেষ। অশ্ব ৬৫-৬১, হস্তী ২১৮৭, পদাতি ১০৯৩৫, রথ ২১৮৭, সর্ব্ব সমেত ২১৮৭০। ইহা অক্ষৌহিণীর দশমাংশ।—অমরকোষ।

অনু। রাজা যযাতির চতুর্থপুত্র, ইনি শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভজাত। রাজা যযাতি শুক্রাচার্য্যের শাপে জরাগ্রস্ত হইয়া নিজ পত্নী দেবযানীর পুত্রদিগকে ঐ জরাভার গ্রহণ করিতে ও আপনাকে তাহাদিগের যৌবন ঋণ দিতে অনুরোধ করেন। তাহারা সম্মত না হওয়াতে তাহাদিগকে শাপ দিয়া অপর পত্নী শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র দ্রুহ্য এবং

ঐ অনুকে সেই জরা গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানান্, কিন্তু তাহারাও অস্বীকার করে, তাহাতে তাহাদিগকেও যযাতি শাপ প্রদান করেন; অনুকে এই বলিয়া শাপ দেন যে তুমি যাবজ্জীবন জরাগ্রস্ত হইয়াই থাক, আর তোমার পুত্রেরা যৌবন প্রাপ্ত হইলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, এবং তুমি অগ্নিকে চরণে দলন করিবে অর্থাৎ নাস্তিক হইবে। অবশেষে শর্ম্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্র পূরু পিতার জরা গ্রহণ করিলেন, পরে সহস্র বৎসর অতীত হইলে রাজা যযাতি পূরুকে যৌবন ফিরিয়া দিয়া তাঁহাকেই সাম্রাজ্য প্রদান করিলেন, এবং যদু প্রভৃতি অপরাপর পুত্রকে পূরুর অধীনে মণ্ডল-নৃপ করিয়া দিলেন। অনুকে উত্তরাংশে স্থাপিত করিয়া স্বয়ং তপোবনে গমন করিলেন।—মহাভারত, ভাগবত, তথা বিষ্ণুপুরাণ।

অনুগ্রহ। সৃষ্টি বিশেষ। সৃষ্টি ৯ প্রকার; মহৎসৃষ্টি, তন্মাত্র অর্থাৎ ভূতসৃষ্টি, বৈকারিক অর্থাৎ ঐন্দ্রীয়ক সৃষ্টি, মুখ্য সৃষ্টি, তির্য্যক্ সৃষ্টি, ঊর্দ্ধস্রোতঃ সৃষ্টি, অর্ব্বাক্স্রোতঃ সৃষ্টি, অনুগ্রহ সৃষ্টি এবং কৌমার সৃষ্টি।—বিষ্ণুপুরাণ।

পরন্তু পদ্ম, মার্কণ্ডেয়, মৎস্য ও লিঙ্গপুরাণে অনুগ্রহ পঞ্চম সৃষ্টি বলিয়া বর্ণিত। সেই অনুগ্রহ আবার বিপর্য্যয়, অশক্তি, সিদ্ধি ও তুষ্টি এই চারি প্রকারে বিভক্ত। বিপর্য্যয় অর্থাৎ স্থাবরসৃষ্টি, অশক্তি অর্থাৎ পশুপক্ষ্যাদি-সৃষ্টি, সিদ্ধি অর্থাৎ মনুষ্য-সৃষ্টি, এবং তুষ্টি অর্থাৎ দেবসৃষ্টি। মহাভারতে অনুগ্রহ সৃষ্টির কোন উল্লেখ নাই।

অনুপাতক। পাতক বিশেষ, মহাপাতকের তুল্য। অনুপাতক ৩৫ প্রকার। যথা, (১) মিথ্যা বচন, (মিথ্যা আত্মশ্লাঘা এবং মিথ্যা পরগ্লানি,) (২)রাজার প্রতি খলতা অর্থাৎ দুষ্টামি, (৩) পিতার মিথ্যা দোষ কথন, (৪) বেদ-ত্যাগ অর্থাৎ বিস্মৃত হওয়া, (৫)বেদনিন্দা, (৬) মিথ্যাসাক্ষ্য, (জানিয়া না বলা ও মিথ্যা বলা,) (৭) বন্ধুবধ, (৮) অন্ত্যজ ব্যক্তির অন্ন ভক্ষণ, (৯)অভক্ষ্য ভক্ষণ, (১০) নিক্ষেপ অর্থাৎ গচ্ছিত দ্রব্য হরণ, (১১) মনুষ্য হরণ, (১২) অশ্ব হরণ, (১৩) রজত হরণ, (১৪) ভূমি হরণ, (১৫) হীরক হরণ, (১৬) মণি হরণ ; এবং অগম্যা গমন ১৯ প্রকার।

উপরি উক্ত মিথ্যা বচন প্রভৃতি ১৬ প্রকার পাতক জ্ঞানপূর্ব্বক করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত, (১২ বৎসর করিতে হয় এমন কোন ব্রত) ; ইহা করিতে না পারিলে ১৮০ ধেনু (নবপ্রসূত গাভী) দান, তাহার অভাবে ৫৪০ কাহন কড়ি এবং দক্ষিণা ১০০ গো, তাহার অভাবে ১০০ কাহন কড়ি। অজ্ঞানপূর্ব্বক এই এই পাপ করিলে উক্ত প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধেক করিতে হয়।—স্মৃতি।

অনুপাবৃত্ত। জাতি বিশেষ।—মহাভারত।

অনুমতি। অঙ্গিরার কন্যা। স্মৃতি ইহার জননী।—এক কলা বিহীন চন্দ্রযুক্ত তিথি অর্থাৎ শুক্লচতুর্দ্দশী-যুক্ত পূর্ণিমার নাম অনুমতি।—বিষ্ণুপুরাণ তথা অমরকোষ।

অনরথ। কুরুবৎসের পুত্র। ইনি বিদর্ভদেশীয় রাজ-গণ মধ্যে পরিগণিত।—হরিবংশ তথা বিষ্ণুপুরাণ।

অনুরাধা। জারদ্‌গবী বীথির নক্ষত্র বিশেষ।—ভাগবত তথা মৎস্যপুরাণ। সবিশেষ 'অজবীথি' শব্দে দেখ।

অনুবৎসর। যুগের চতুর্থ বৎসরের নাম। সংবৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর এবং বৎসর এই পাঁচ বৎসরে এক যুগ হয়।—বিষ্ণুপুরাণ। সবিশেষ 'যুগ' শব্দে দ্রষ্টব্য।

অনুবাদ। কল্পসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ।—বিষ্ণুপুরাণের টীকা।

অনুবিন্দ। অবন্তীর রাজা জয়সেনের পুত্র। ইনি রাজাধিদেবীর গর্ব্ভজাত।—বিষ্ণুপুরাণ।

অনুশাল্য। দৈত্য বিশেষ। কৃষ্ণের উপরেই ইহার দ্বেষভাব। এই দৈত্য অসাধারণ পরাক্রমশালী ছিল; এমন কি, কৃষ্ণও ইহার সহিত যুদ্ধ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। একদা কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের বাটী মধ্যে আছেন, এমন সময়ে ঐ অনুশাল্য কৃষ্ণকে বিনষ্ট করিবার মানসে হস্তিনাপুরী অবরোধ করিল। তাহাতে ভীম অর্জ্জুনাদি সকলেই সসৈন্যে সেই অনুশাল্যের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমে পরাস্ত হইলেন। পরিশেষে কর্ণের পুত্র বৃষকেতু যুদ্ধকৌশলে অনুশাল্যকে জয় করিয়া বন্ধন পূর্ব্বক কৃষ্ণের নিকটে আনিয়া দিল। তাহাতে অনুশাল্যের বীরগর্ব্ব খর্ব্ব হওয়াতে সে অতীব লজ্জিত হইল, এবং কৃষ্ণের নানাবিধ উপদেশ বাক্যে জ্ঞানী, ও ধর্ম্মিষ্ঠ হইয়া তপস্যাতে গমন করিল।—মহাভারত ও জৈমিনী-ভারত।

অনুষ্টুভ্। অষ্টাক্ষর ছন্দ বিশেষ। এই ছন্দ ব্রহ্মার উত্তরদিকের মুখ হইতে নির্গত।—বিষ্ণুপুরাণ।

অনুষ্টুভ্ ছন্দের লক্ষণ এই, ইহার পঞ্চম বর্ণ লঘু, এবং সপ্তম, চতুর্থ ও ষষ্ঠ বর্ণ গুরু হইয়া থাকে। অন্য বর্ণের নিয়ম নাই।—ছন্দোমঞ্জরী।

অনুষ্ণা। নদী বিশেষ। ইহার অপর নাম অতি-কৃষ্ণা।—মহাভারত।

অনুহ। বিভ্রাত্রের পুত্র। ইনি ব্যাসের পুত্র যে শুক, তাঁহার কন্যা কৃতির পাণিগ্রহণ করেন। এই কৃতির গর্ভে ব্রহ্মদত্তের জন্ম হয়।—বিষ্ণুপুরাণ। পরন্তু বায়ুপুরাণে বিভ্রাত্রের নাম বিভ্রাজ বলিয়া লিখিত আছে।

অনুহ্লাদ। হিরণ্যকশিপুর চারি পুত্র, তন্মধ্যে অনু-হ্লাদ জ্যেষ্ঠ।—বিষ্ণুপুরাণ। পরন্তু ভাগবত ও মহাভারত প্রভৃতি পুরাণে অনুহ্লাদ শব্দের পরিবর্ত্তে অনুহ্রাদ লিখিত আছে।

অনূরু। অরুণের নামান্তর।—মাঘ ও অমরকোষ। 'অরুণ' শব্দে সবিশেষ দ্রষ্টব্য।

অনৃত। অধর্ম্মের ঔরসে হিংসার গর্ভে জাত। এই অনৃত নিজ ভগিনী নিকৃতির পাণিগ্রহণ করে।—বিষ্ণুপুরাণ। পরন্তু ভাগবতে লিখিত আছে, নিকৃতি লোভের স্ত্রী।

অনেনা। ককুৎস্থের পুত্র।—বিষ্ণুপুরাণ। পরন্তু মৎস্য, অগ্নি ও কূর্ম্মপুরাণে ককুৎস্থ-পুত্রের নাম সুযোধন দৃষ্ট হয়।

অনেনা। ক্ষেমারির পুত্র।—বিষ্ণু পুরাণ।

অনেনা। আয়ুসের পুত্র।—বিষ্ণু পুরাণ। পরন্তু অগ্নি ও মৎস্যপুরাণে অনেনার পরিবর্ত্তে বিপাপ্মা ও পদ্ম-পুরাণে বিদামা লিখিত আছে।

অন্তচার। জাতি বিশেষ।—মহাভারত।

অন্তর্ধান। ব্রহ্মার একটী আকৃতি। ভাগবতে নির্ণীত হইয়াছে ব্রহ্মার দশটী আকৃতি; যথা, জ্যোৎস্না, রাত্রি, অহঃ, সন্ধ্যা, তন্দ্রি, জৃম্ভিকা, নিদ্রা, উন্মাদ, অন্তর্ধান, ও প্রতিবিম্ব। পরন্তু বিষ্ণুপুরাণে ব্রহ্মার এই চারিটী মাত্র আকৃতির উল্লেখ, রাত্রি, অহঃ, সন্ধ্যা এবং জ্যোৎস্না। বায়ু, লিঙ্গ, কূর্ম্ম পুরাণেও তাহাই।

অন্তর্ধান। পৃথুরাজার জ্যেষ্ঠপুত্র। ইহার অপর নাম অন্তর্ধি। ভাগবতে লিখিত আছে বিজিতাশ্ব, হর্য্যক্ষ, ধূম্রকেশ, বৃক ও দ্রবিণ নামে পৃথুরাজার পাঁচটী সন্তান ছিল। বিজিতাশ্বের অপর নাম অন্তর্ধান। ইন্দ্র হইতে অন্তর্ধান করিবার শক্তি লাভ করাতে উহার ঐ নাম হয়। পরন্তু বিষ্ণু ও বায়ুপুরাণ তথা হরিবংশের মতে পৃথুরাজার অন্তর্ধি ও পালী নামে দুইটী মাত্র পুত্র। অন্তর্ধির অপর নাম অন্তর্ধান। অন্তর্ধানের স্ত্রীর নাম শিখণ্ডিনী।

অন্তরীক্ষ। অষ্টাবিংশ ব্যাস মধ্যে অন্তরীক্ষ ত্রয়োদশ ব্যাস। বৈবস্বত মন্বন্তরের দ্বাপরযুগে যাঁহারা বেদ বিভাগ করেন, তাঁহাদের নাম ব্যাস। উক্ত মন্বন্তরে

ইহাঁরা বেদ বিভাগ করেন যথা,—স্বয়ম্ভূ, প্রজাপতি, উশনাঃ, বৃহস্পতি, সবিতা, মৃত্যু, ইন্দ্র, বশিষ্ঠ, সারস্বত, ত্রিধামা, ত্রিবৃষা, ভরদ্বাজ, অন্তরীক্ষ, বপ্র, এয্যারুণ, ধনঞ্জয়, কৃতঞ্জয়, ঋণ, ভরদ্বাজ, গোতম, উত্তম, বেণ অথবা রাজশ্রবা, তৃণবিন্দু, ঋক্ষ অথবা বাল্মীকি, শক্তি, পরাশর, জরৎকারু এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।—বিষ্ণুপুরাণ তথা বায়ু ও কূর্ম্মপুরাণ।

অন্তরীক্ষ। ইক্ষ্বাকু বংশীয় কিন্নরের পুত্র।—বিষ্ণুপুরাণ। ভাগবতে কিন্নরের পরিবর্ত্তে পুষ্কর লিখিত আছে।

অন্তঃশিলা। নদী বিশেষ। এই নদী বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে নিঃসৃতা, ইহার অপর নাম অন্ত্রশিলা।—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ তথা মহাভারত।

অন্ধ। জাতি বিশেষ ও দেশ বিশেষ।—মহাভারত। এই শব্দ কোন কোন পুঁথিতে অধ্য, অন্ত্য এবং অন্ধ্র বলিয়াও লিখিত আছে। সবিশেষ অন্ধ্রশব্দে দ্রষ্টব্য।

অন্ধক। মুনি বিশেষ। বাল্মীকিরামায়ণে, অধ্যাত্মরামায়ণে এবং রঘুবংশে এক অন্ধমুনির বিষয় বর্ণিত আছে। রাজা দশরথ মৃগয়া করিতে গিয়া সেই অন্ধমুনির সিন্ধুক নামক শিশু সন্তানকে ভ্রমে বধ করিয়া শাপগ্রস্ত হন। লৌকিক প্রবাদ, এই অন্ধমুনিরই নাম অন্ধক। পরন্তু তাঁহার নামই যে অন্ধক, অথবা অন্ধ হওয়াতে লোকে তাঁহাকে অন্ধক কহে ঐ দুই রামায়ণে এবং রঘুবংশে তাহার কোন স্পষ্ট প্রমাণ নাই।

উক্ত মুনির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—রাজা দশরথ মৃগয়া করিতে গমন করিয়া ছিলেন, একদা রাত্রি-কালে অশ্ব আরোহণপূর্ব্বক নদীতীরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন হঠাৎ নদীর জলে একটী শব্দ হইল, রাজা, হস্তী জলপান করিতেছে ইহাকে বধ করি ইহা ভাবিয়া, শব্দভেদী বাণ তাহার প্রতি ক্ষেপ করিলেন, কিন্তু পরক্ষণে হা পিতঃ এই মনুষ্যের রব তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, তিনি তখন অত্যন্ত বিষাদিত ও উৎকণ্ঠিত চিত্তে তথায় সত্বর গিয়া দেখেন একটী মুনিবালক জলের ধারে জল কলসের উপর পতিত রহিয়াছে, জটাগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, বক্ষঃস্থলে বাণ বিদ্ধ, রক্তে শরীর ভাসিতেছে। হায় কি হইল, আমি কাহারো কোন অপরাধ করি নাই, আমার পিতা মাতা উভয়েই অন্ধ, বৃদ্ধ এবং জল-পিপাসায় কাতর, তাঁহাদের আর কেহই নাই, আমি তাঁহাদিগের নিমিত্ত জল লইতে আসিয়া ছিলাম, আমাকে নিরপরাধে কে বিনাশ করিলে! তাঁহাদিগের এখন উপায় কি হইবে, ইত্যাদি করুণ বিলাপ রাজার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। তাহাতে রাজা দশরথ, হায়! আমি কি করিলাম, কাকে বধ করিলাম, ব্রহ্মহত্যা করিলাম, বলিয়া সম্মুখে গিয়া কহিলেন, ভগবন্ ঋষিবালক, আমি দুরাত্মা অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথ, হস্তী জলপান করিতেছে এই ভ্রমে আমিই বাণক্ষেপ করিয়াছি, আমিই আপনাকে বধ করিয়াছি, আমি অজ্ঞানে এই মহাপাতক করিলাম,

এক্ষণে আপনি আমাকে রক্ষা করুন্ আমি আপনার শরণাগত, ইহা বলিয়া রাজা চরণ ধারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। মুনিবালক রাজার শাপভয়ে ও ব্রহ্মহত্যার ভয়ে কাতরতা দেখিয়া সদয় ভাবে কহিলেন মহারাজ ভয় নাই, আমি ব্রাহ্মণ নহি, শূদ্রার গর্ভে জাত, আমার বিনাশে আপনি ব্রহ্মবধ আশঙ্কা করিবেন না, আমার বড় যাতনা হইতেছে, আমার বক্ষঃস্থল হইতে বাণ উত্তোলন করুন্, আমি প্রাণত্যাগ করি। কিন্তু আপনি পলায়ন করিবেন না, এই কলসে জল লইয়া গিয়া আমার পিপাসার্ত্ত পিতা মাতাকে জল প্রদান করুন্। তাঁহারা জলপিপাসায় অতি কাতর, অগ্রে জলপান করিলে, পরে আপনার পরিচয় দিয়া সকল বৃত্তান্ত বলিবেন, এবং তাঁহাদিগের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন নতুবা নিস্তার নাই। পরে রাজা মুনিবালকের বক্ষঃস্থলহইতে সেই বাণ উত্তোলন করিলে,তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল। রাজা অতি ব্যাকুলচিত্তে জল লইয়া অল্পে অল্পে গমন করত বনমধ্যে সেই মুনির কুটীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

এ দিগে অন্ধ ও অন্ধা অত্যন্ত পিপাসার্ত্ত হইয়া পুত্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন এবং কহিতেছেন, কেন পুত্র এত বিলম্ব করিতেছে, রাত্রিকাল, জল কি পায় নাই, অথবা অন্ধকার, পথ দেখিতে বুঝি পাইতেছে না, কখন আসিবে, তৃষ্ণায় প্রাণ যায় আর থাকিতে পারি না। এই সকল কথা বলিতেছেন ও পথের প্রতি কর্ণপাত করিয়া

রহিয়াছেন, এই সময়ে রাজার পদ শব্দ শুনিতে পাইলেন। শুনিয়াই, বাছা শীঘ্র জল দেও, এত বিলম্ব তোমার কেন, আর পিপাসা সহ্য করিতে পারি না, এইরূপ বলিতে লাগিলেন, তাহা শ্রবণ করাতে বিষাদে রাজার শরীর অস্পন্দ হইল, মুখে আর বাক্য সরে না, শাপভয়ে ক্ষণে ক্ষণে হৃৎকম্প হইতে লাগিল। কি করিবেন, কোন রূপে অগ্রে গিয়া কহিলেন আমি আপনার পুত্র নহি, আমি অযোধ্যার অধিপতি রাজা দশরথ, আপনারা এই জল পান করুন্, ইহা বলিয়া জল প্রদান করিলেন। অন্ধ ও অন্ধা জল পান করিলেন না, উৎকণ্ঠিত-চিত্তে পুত্রের সমাচার বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, সুতরাং রাজাকে কহিতে হইল। তিনি অতি কাতর-স্বরে কহিতে লাগিলেন ভগবন্ আমি দুরাত্মা নরাধম ইক্ষ্বাকুবংশের কুসন্তান রাজা দশরথ, আমি মৃগয়াতে আসিয়াছিলাম, আপনাদিগের পুত্র নদী হইতে কলসীতে জল পূরিতে-ছিলেন, আমি হস্তী জল পান করিতেছে এই ভ্রমে তাঁহাকে বধ করিয়াছি, আমি নিষ্ঠুর ও মহাপাতকী, আমি অতি কুকর্ম্ম করিয়াছি কিন্তু আমি জানিতে পারি নাই আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ আপনারা মার্জ্জনা করুন্। ইত্যাদি কথা বলিতে না বলিতেই অন্ধ ও অন্ধা বজ্রাহতের ন্যায় ভূমে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠি-লেন। মহারাজ কি সর্ব্বনাশ করিলেন, আমাদিগের অন্ধযষ্টিকে আপনি বিনাশ করিয়াছেন, বলিয়া বিবিধ

প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাজা অস্পন্দপ্রায় অমনি দাঁড়াইয়া রহিলেন, বহু বিলাপের পর অন্ধ রাজাকে কহিলেন যে স্থানে আমার মৃত বালক আছে তথায় আমাদিগকে লইয়া যাও। পরে রাজা উভয়কে তথায় লইয়া গেলেন। অন্ধ অন্ধা উভয়ে সেই মৃত সন্তানের শরীর স্পর্শ করিয়া রোদন করত, বাছা গাত্রোত্থান করো,এখানে কেন শয়ন করিয়া রহিয়াছ, আমরা পিপাসার্ত্ত, কৈ আমাদিগকে জল প্রদান করিবে না, এই সকল মর্ম্মভেদি করুণ ধ্বনিতে অত্যন্ত রোদন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন এবং রাজাকে চিতা রচনা করিয়া দিতে বলিলেন। রাজা চিতা প্রস্তুত করিয়া দিলে সেই নদীজলে পুত্রের তর্পণাদি করিয়া সেই চিতাতে মৃত পুত্রের সহিত আরোহণ করিলেন। চিতারোহণ কালে রাজাকে এই বলিয়া শাপ দিয়ে গেলেন, যে আমরা যেমন বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র-শোকে প্রাণত্যাগ করিলাম, মহারাজ আপনারও এই-রূপ ঘটিবে। অন্ধমুনি এই শাপ প্রদান করিলে রাজা দুঃখিত না হইয়া বরং আহ্লাদ পূর্ব্বক কহিলেন ভগবন্, আমার এত বয়স্ হইয়াছে, অদ্যাপি আমার পুত্র হয় নাই। আপনি এই শাপ প্রদান করাতে আমার পুত্রের মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করা অবশ্যই ঘটিবে তাহার সন্দেহ নাই, অতএব এই শাপ আমি বর বোধ করিলাম। অনন্তর তিনি তাঁহাদিগের তিনেরই অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিলেন। রাজা দশরথ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করাতে তাঁহারা অভিমত লোক

প্রাপ্ত হইলেন। অধ্যাত্ম রামায়ণ বাল্মীকি রামায়ণ ও রঘুবংশে প্রায় একরূপই বর্ণিত, এমন বিশেষ কিছু নাই, তবে এই মাত্র বিশেষ যে বাল্মীকি রামায়ণের মতে ঐ অন্ধমুনি ব্রাহ্মণ, তাঁহার স্ত্রী শূদ্রজাতীয়া, পরন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণে ও রঘুবংশে অন্ধমুনি কোন্ জাতি তাহা লিখিত নাই। রঘুবংশের মতে পুত্রটী শূদ্রার গর্ভজাত এবং রাজা অন্ধ অন্ধাকে নদীতটে আনয়ন করেন নাই, সেই পুত্রটীকেই তাঁহাদিগের নিকটে লইয়া গিয়াছিলেন। পুত্রের সেই অবস্থা দেখিয়া অন্ধ অত্যন্ত রোদন করত সেই নয়নজল হস্তে গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা রাজাকে উক্ত রূপ শাপ প্রদান করেন।

অন্ধক। যদুবংশীয় সত্বতের সাতটী পুত্র, তন্মধ্যে অন্ধক চতুর্থ।—বিষ্ণুপুরাণ। পরন্তু অগ্নিপুরাণে সত্বতের চারিটী মাত্র পুত্রের উল্লেখ আছে।

অন্ধক। দানব বিশেষ।—মহাভারত। কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যে লিখিত আছে, অন্ধককে মহাদেব বিনাশ করেন, ইহাতে তাঁহার নাম অন্ধকান্তক হইয়াছে।

অন্ধকারক। দেশ বিশেষ। এই দেশ ক্রৌঞ্চদ্বীপে অবস্থিত, প্রাবরক দেশের পর ও মুনিনামক দেশের পূর্ব্ব অন্ধকারক দেশ। ইহাতে সিদ্ধ, চারণ, দেব, গন্ধর্ব্ব বাস করেন। এস্থানের সকল অধিবাসীই গৌরবর্ণ।—মহাভারত।

অন্ধতামিস্র। অবিদ্যা বিশেষ। ব্রহ্মা কল্পের আদিতে পূর্ব্বের ন্যায় সৃষ্টি চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে

তাঁহার অবুদ্ধিতে তম, মোহ, মহামোহ, তামিস্র, ও অন্ধতামিস্র, এই পাঁচ প্রকার অবিদ্যার উৎপত্তি হইয়াছিল।—বিষ্ণুপুরাণ তথা ভাগবত।

অন্ধতামিস্র। নরক বিশেষ। এই নরক নিবিড় অন্ধকারময়।—ভাগবত, মহাভারত, তথা মনু।

অন্ধ্র। জাতি বিশেষ।—মহাভারত। ইহাঁরা অন্ধ্রনামক দেশ অর্থাৎ তৈলঙ্গ দেশ বাসী। সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তা প্লিনির পুস্তকে আন্দ্রি নামে এই জাতির উল্লেখ আছে। তিনি লেখেন, আন্দ্রিদিগের দুর্গ রক্ষিত ৩০টী নগর, সৈন্যসংখ্যা ১০০০০০, হস্তী ১০০০। পরন্তু অপর গ্রন্থে কথিত আছে আন্দ্রি জাতি গঙ্গা-তটবাসী। ইহা সম্ভাবিত বটে যে তৈলঙ্গবাসী অন্ধ্রজাতি ক্রমে উত্তর দিকে রাজ্য বিস্তার করিয়া থাকিবে। নতুবা এমনও হইতে পারে যে এই নামে দুইটী রাজবংশ ছিল, যথা তৈলঙ্গ রাজারা ও মগধ রাজারা। মগধ রাজাদিগের রাজধানী পাটলীপুত্র।

অন্ধ্রভৃত্য। অন্ধ্রজাতীয় শিপ্রক নামক জনৈক ভৃত্য, সুশর্ম্মা নামক চতুর্থ কান্ব রাজাকে বধ করিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হন। ঐ বংশীয় ৩০ জন রাজাকে অন্ধ্রভৃত্য কহে। ঐ রাজারা ৪৫৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।—ভাগবত, বায়ু তথা বিষ্ণুপুরাণ। পরন্তু মৎস্যপুরাণে ২৯ জন মাত্রের নাম লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা ৫৩৫ বৎসর ৬ মাস রাজত্ব করেন।

অন্নদা। অন্নপূর্ণার নামান্তর।—কাশীখণ্ড।

অন্নপূর্ণা। ভগবতীর মূর্ত্তি বিশেষ। এই মূর্ত্তি দ্বিভুজ, বামহস্তে স্বর্ণময় অন্নপাত্র, দক্ষিণহস্তে দর্ব্বী. অর্থাৎ হাতা, মহাদেবকে অন্ন পরিবেশন করিতেছেন।—কুব্জিকাতন্ত্র, তথা মন্ত্রমহোদধি। পরন্তু দক্ষিণামূর্ত্তি সংহিতামতে অন্নপূর্ণা চতুর্ভুজা। ঐ চারি হস্তে পদ্ম, অভয়, অঙ্কুশ ও দান। কাশীতে অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের অদূরে ইহাঁর মন্দির। এক্ষণে গৃহভিত্তিতে স্থাপিত আছে। কালাপাহাড়ের ভয়ে অন্নপূর্ণা গৃহভিত্তিতে প্রবিষ্ট হন, এমত প্রসিদ্ধি। এতদ্দেশে লোকেরা অন্নপূর্ণার দ্বিভুজ মৃত্তিকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া চৈত্র মাসের শুক্ল অষ্টমীতে এবং কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমাতে পূজা করে।

অপচিতি। পৌর্ণমাসের কন্যা। বায়ু ও লিঙ্গ-পুরাণে পৌর্ণমাসের তুষ্টি, পুষ্টি, ত্বিষা ও অপচিতি নামে চারিটী কন্যা এবং দুইটী পুত্র নির্দ্দিষ্ট আছে। ভাগবতে দুইটী পুত্র এবং দেবকুল্যা নামে একটী মাত্র কন্যার উল্লেখ আছে। পরন্তু বিষ্ণুপুরাণে লিখিত হইয়াছে পৌর্ণমাসের বীরজা এবং সর্ব্বগ নামে দুইটী মাত্র পুত্র। ব্রাহ্মাণ্ডপুরাণের মতে আবার পৌর্ণমাসের কৃষ্টি ঋষ্টি ও উপচিতি এই তিনটী কন্যা ও বীরজা এবং সর্ব্বগ নামে দুইটী পুত্র।

অপবাহ। জাতি বিশেষ।—মহাভারত। ইহাদিগের নাম উপবাহ এবং প্রবাহও লিখিত হয়।

অপমূর্ত্তি। অত্রি মুনির পুত্র। বায়ুপুরাণের মতে

অত্রির পাঁচ সন্তান, যথা সত্যানেত্র, হব্য, অপমূর্ত্তি, শনি ও সোম; এবং শ্রুতি নাম্নী একটী কন্যা। পরন্তু ভাগবতে এবং বিষ্ণুপুরাণে অত্রির তিনটী মাত্র পুত্রের উল্লেখ আছে, যথা সোম, দুর্ব্বাসা এবং দত্তাত্রেয়।

অপরকাশি। জাতিবিশেষ। মহাভারতে অপরকাশি জাতির অব্যবহিত পূর্ব্বে কাশিজাতির উল্লেখ আছে, ইহাতে বোধ হয় ঐ অপরকাশি জাতি কাশিজাতিরই নিকটবর্ত্তী। কাশিজাতি কাশীপ্রদেশ-বাসী ছিল।

অপরকুন্তি। জাতিবিশেষ।—মহাভারত। এই জাতি কুন্তিজাতির নিকটবর্ত্তী, কিন্তু, কুন্তি ও অপরকুন্তিজাতি কোন্ দেশবাসী ছিল তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা সুকঠিন। উইলফোর্ড সাহেব কহেন কচ্ছ প্রদেশের নাম কুন্তি। কচ্ছ এক্ষণে কাছাড় নামে বিখ্যাত আছে।

অপরবল্লভ। জাতিবিশেষ।—মহাভারত। মহাভারতের কোন কোন পুঁথিতে অপর বল্লভ জাতির পূর্ব্বে বল্লভজাতির উল্লেখ আছে, ইহাতে অনুমান হয় অপর বল্লভজাতি ঐ বল্লভজাতির নিকটবর্ত্তী ছিল। রাজপূতনায় বল্লভী নামে এক প্রসিদ্ধ নগরী ছিল, বল্লভজাতি যে সেই নগরীতে ও তাহার ইতস্ততঃ প্রদেশে বাস করিত, ইহা অসম্ভাবিত নহে।

অপরাজিত। একাদশ রুদ্রের মধ্যে একজন।—মৎস্য তথা বিষ্ণুপুরাণ। পরন্তু ভাগবতে এবং বায়ুপুরাণে রুদ্রগণ মধ্যে অপরাজিতের নাম দৃষ্ট হয় না।

অপরাজিতা। দুর্গার নামান্তর।—মার্কণ্ডেয়পুরাণ। সবিশেষ 'দুর্গা' শব্দে দ্রষ্টব্য।

অপরান্ত। জাতি বিশেষ।—মহাভারত। ইহারা ভারতবর্ষের প্রান্তভাগ বাসী ছিল। উইলসন সাহেব পরান্তএবং অপরান্ত শব্দের অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন যে, "পরান্ত" যাহারা সীমার বহির্বাসী, "অপরান্ত" যাহারা সীমার বহির্বাসী নহে। পরন্তু, পরান্ত ও অপরান্ত এই দুই শব্দের অন্য অর্থও হইতে পারে যথা, পূর্ব্ব প্রান্তবাসী এবং পশ্চিম প্রান্তবাসী। দিঙ্নির্ণয়ে প্রাতঃকালে সূর্য্যা-ভিমুখে দণ্ডায়মান হইলে সম্মুখদিক্কে পর অথবা পূর্ব্ব এবং পৃষ্ঠ দিক্কে অপর অথবা পশ্চিম বলা যায় সুতরাং পরান্ত ও অপরান্ত শব্দে পূর্ব্বপ্রান্ত ও পশ্চিমপ্রান্ত এরূপ অর্থ না হইবেই বা কেন। বায়ুপুরাণে অপরান্ত শব্দের পরিবর্ত্তে অপরীত লিখিত আছে, কিন্তু তাহারা উত্তর দেশবাসী। প্রাচীন ইতিহাস রচয়িতা হেরোদোতসের গ্রন্থে ভারতবর্ষের প্রান্তবাসী অপরীতি নামে এক জাতির উল্লেখ আছে। বোধ হয় বায়ুপুরাণে উল্লিখিত অপরীত জাতি সেই জাতি হইবে।

অপরীত। জাতি বিশেষ।—বায়ুপুরাণ। 'অপরান্ত' শব্দে দ্রষ্টব্য।

অপস্পতি। উত্তানপাদের পুত্র, সুনীতার গর্ভে জাত। বায়ু, ব্রহ্ম ও মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, রাজা উত্তানপাদের সুনীতা নামে একটী মাত্র মহিষী ছিল,

তাঁহার গর্ব্ভে অপস্পতি, অয়ুস্মন্ত, কীর্ত্তিমান এবং ধ্রুব এই চারি সন্তান জন্মে। পরন্তু ভাগবত এবং পদ্ম, বিষ্ণু ও নারদীয় পুরাণের মতে উত্তানপাদের সুরুচি ও সুনীতি নাম্নী দুটী মহিষী, সুরুচির গর্ব্ভে উত্তম এবং সুনীতির গর্ব্ভে ধ্রুবের জন্ম হয়।

অপ্রতিরথ। পুরুবংশীয় রন্তিনারের পুত্র।—বিষ্ণুপুরাণ। পরন্তু অগ্নি ও ব্রহ্মপুরাণে ইহার নাম প্রতিরথ লিখিত আছে।

অপ্রতিষ্ঠ। অষ্টাবিংশতি নরক মধ্যে অপ্রতিষ্ঠ সপ্তবিংশতি নরক।—বিষ্ণুপুরাণ এবং ভাগবত। সবিশেষ, ‘নরক’ শব্দে দ্রষ্টব্য।

অপ্সরা। দেবযোনি বিশেষ। অপ্সরাদিগের অনেকগুলি শ্রেণী, এবং ইহাদিগের উৎপত্তিও বিভিন্নরূপে বর্ণিত। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে অপ্সরাদিগের ১৪টী গণ। যথা,—আহূতাগণ, শোভয়ন্তীগণ, যত্ন্যগণ, বেগবতীগণ, উর্জ্জাগণ, সুচরণাগণ, ক্রিয়াগণ, ভার্গবীগণ, ঋষভাগণ, অমৃতাগণ, সাম্যাগণ, ভুবনক্কতিগণ, ভীরুগণ, এবং শৌরপত্নীগণ। ইহাদিগের উৎপত্তি এইরূপ। শৌরপত্নী ব্রহ্মার মন হইতে, শোভয়ন্তী ও যত্ন্যগণ মনু হইতে, বেগবতীগণ বেদহইতে, উর্জ্জাগণ অগ্নিহইতে, আহূতাগণ সূর্য্যহইতে, ভার্গবীগণ চন্দ্রহইতে, ভুবনক্কতিগণ ও অমৃতাগণ বারিহইতে, ভীরুগণ ভূমিহইতে, সাম্যাগণ বায়ুহইতে, এবং ঋষভাগণ যজ্ঞহইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

বায়ুপুরাণের মতে অপ্সরাদিগের লৌকিক ও দৈবিক ভেদে দুই শ্রেণী; লৌকিক ৩৪ জন,—রম্ভা, তিলোত্তমা, মিশ্রকেশী প্রভৃতি; দৈবিক ১০ জন,—মেনকা, প্রম্লোচা, সহজন্যা, ঘৃতাচী প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত উর্ব্বশী নামে অপর এক অপ্সরার উল্লেখ আছে, ঐ অপ্সরা নারায়ণ ঋষির উরুহইতে উৎপন্না। অপর বিষয় তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।

বিষ্ণুপুরাণের এক স্থলে লিখিত আছে, ব্রহ্মা, দেবগণ অসুরগণ ও মনুষ্যগণ এবং পিতৃগণ সৃষ্টি করিয়া কল্পের আদিতে যক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণকে সৃষ্টি করেন। অপর স্থলে সমুদ্র মন্থনে অপ্সরাদিগের উৎপত্তিও বর্ণিত হইয়াছে। রামায়ণে, ভাগবতে, মহাভারতে এবং মৎস্য পুরাণেও সেইরূপ বর্ণন। বিষ্ণুপুরাণের আর এক স্থলে আবার অপ্সরাগণ কশ্যপের কন্যা এবং মুনির গর্ভজাত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কাদম্বরীতে লিখিত আছে, অপ্সরাদিগের চতুর্দ্দশ কুল, যথা,—এক প্রকার ব্রহ্মার মনহইতে উৎপন্ন হয়, অপর বেদহইতে, অন্য অগ্নিহইতে, অন্য পবন হইতে, অপর অমৃতহইতে, অপর জল হইতে, একরূপ সূর্য্যকিরণ হইতে, অপর চন্দ্ররশ্মি হইতে, অপর ভূমি হইতে, অপর বিদ্যুত হইতে, অপর মৃত্যু হইতে, ও অন্য কন্দর্প হইতে, উৎপন্ন হইয়াছে; এবং দক্ষপ্রজাপতির মুনি ও অরিষ্টা নামে যে কন্যাদ্বয় জন্মে, গন্ধর্ব্বদিগের ঔরসে উহাদিগের

গর্ব্ভে আরও অপ্সরাদিগের দুইটী কুল উৎপন্ন হয়, সমুদয়ে চতুর্দ্দশটী কুল।

অভয়। ধর্ম্মের পুত্র, দয়ার গর্ব্ভজাত।—ভাগবত।

অভয়া। ভগবতীর মূর্ত্তিভেদ। এই মূর্ত্তি সিংহ-বাহিনী, অষ্টভুজা। অসুর বধ করিয়া সুরগণকে অভয় প্রদান করেন বলিয়া ইহাঁর নাম অভয়া।—মার্কণ্ডেয়পুরাণ। এতদ্দেশে কোন কোন স্থানে বারএয়ারীতে এই অভয়ার পূজা হইয়া থাকে। অভয়া অম্বিকারই নামান্তর, 'অম্বিকা' শব্দে অপর বিষয় দ্রষ্টব্য।

অভিজিৎ। দিবসকে পঞ্চদশখণ্ডে বিভাগ করিলে তাহার অষ্টম ভাগ অর্থাৎ অষ্টম মুহূর্ত্তের নাম অভিজিৎ। উহার অপর নাম কুতপ। লিখিত আছে এই মুহূর্ত্তে শ্রাদ্ধাদি করিলে তাহা অক্ষয় হয়।—মৎস্যপুরাণ।

অভিজিৎ। পারিভাষিক নক্ষত্র, উহা দুইটী তারকা-ময়। উত্তরাষাঢ়ার শেষ ১৫ দণ্ড এবং শ্রবণার প্রথম ৪ দণ্ড, এই ১৯ দণ্ডকে অভিজিৎ কহে।—জ্যোতিষতত্ত্ব। কোষ্ঠীপ্রদীপ তথা শিরোমণিসিদ্ধান্তে লিখিত আছে, অভিজিৎনক্ষত্রে জন্মিলে অতি মনোহর রূপ হয়, এবং সাধুলোকের সমাদৃত ও শান্তস্বভাব হয়। বিশেষতঃ দেবদ্বিজে অনুরাগ, উত্তম কীর্ত্তি ও স্পষ্ট বক্তৃতাশক্তি এ সকলই অভিজিৎনক্ষত্রে জন্মের ফল; এবং যে, যে বংশে জন্মে, সে, সেই বংশের আধিপত্যও করিতে পারে।

অভিজিৎ। যদুবংশীয় ভবের পুত্র, ঐ ভবের অপর নাম চন্দনোদকদুন্দুভি।—বিষ্ণুপুরাণ।

অভিমন্যু। অর্জ্জুনের পুত্র,সুভদ্রার গর্ভজাত,সুতরাং কৃষ্ণের ভাগিনেয়। ইনি বিরাট রাজার কন্যা উত্তরাকে বিবাহ করেন। অভিমন্যু অল্পবয়সে অত্যন্ত বীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভারতীয় যুদ্ধে তাঁহার বিলক্ষণ বীরতা প্রকাশ। ঐ যুদ্ধের প্রথম দিনে তিনি ভীষ্মের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করত তাঁহার রথের ধ্বজা কাটিয়া দেন ও অসংখ্য কুরুসৈন্য ক্ষয় করেন। তাহাতে ভীষ্ম এই বলিয়া তাঁহাকে প্রশংসা করেন যে, ষোড়শবর্ষীয় বালকের এতাদৃশ বীরতা কখনই দেখা যায় নাই। দ্বিতীয় দিবসের যুদ্ধে অভিমন্যু দুর্য্যোধনের পুত্র লক্ষ্মণকে বধ করেন। তাহাতে পুত্রশোকে কাতর দুর্য্যোধন অনেকগুলি রাজার সহিত আসিয়া অভিমন্যুকে আক্রমণ করিয়াছিলেন; কিন্তু পিতার সাহায্যে অভিমন্যু রক্ষিত হন। পরে যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিবসে কৌরবেরা লুতাতন্তু অর্থাৎ মাকড়সার জালের রচনা সদৃশ একটী দুর্ভেদ্য সৈন্যের ব্যূহ রচনা করেন। ব্যূহ মধ্যে দুর্য্যোধন শত ভ্রাতা এবং পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণে পরিবৃত হইয়া রহিলেন। ব্যূহ রক্ষার্থ সম্মুখে জয়দ্রথ, তৎপশ্চাৎ দ্রোণ থাকিলেন, অশ্বত্থামা ও কর্ণ পার্শ্বরক্ষা করিতে লাগিলেন, কৃপ, শাল্য ও ভগদত্ত প্রভৃতি ব্যূহের পশ্চাদ্ভাগ রক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। ইহা দেখিয়া পাণ্ডবেরা চিন্তা করিতে লাগিলেন, অর্জ্জুন এক্ষণে

সুশর্ম্মা ও সুশর্ম্মার ভ্রাতৃগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন, কৌরবেরা যেরূপ দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিয়াছে, আমরা তদ্রূপ করিতে পারি না; এ ব্যূহ ভেদ করা অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যের সাধ্য নয়। এক্ষণে কি করা যায়, ইহা চিন্তা করিয়া পরিশেষে পাণ্ডবেরা সৈন্যদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ও ভীমকে সম্মুখে রাখিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠির অভিমন্যুকে কহিলেন, অভিমন্যু! তুমি অর্জ্জুনের পুত্র, পুত্রে পিতার গুণ বর্ত্তে, সিংহশাবকে সিংহের পরাক্রম অবশ্যই আছে, অতএব তুমি কৌরব-দিগকে আক্রমণপূর্ব্বক এই ব্যূহ ভেদ কর। অভিমন্যু কহিলেন আপনি আমাকে এই অভেদ্য ব্যূহে প্রবেশ করিতে আজ্ঞা করিতেছেন, এই সঙ্কটকার্য্যে আমি কি-রূপে অগ্রগামী হইতে পারি? যুধিষ্ঠির কহিলেন, তুমি আমাদিগের জন্য কেবল পথ করিয়া দাও, পথ করিয়া দিলে ভীম, আমি এবং আমাদিগের বীর পুরুষেরা সকলেই তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিব, ইত্যাদি কহিয়া তাঁহাকে বহু উৎসাহ প্রদান করিলেন। অভিমন্যু কহিলেন ভাল, যদিও আমি পতঙ্গের অনল প্রবেশের ন্যায় এই অভেদ্য ব্যূহে প্রবেশ করি, কিন্তু আমি তো সুভদ্রার পুত্র, শত্রুপক্ষ অবশ্যই ক্ষয় করিব; সমুদয় শত্রু সংহার না করিতে পারি, তবে অর্জ্জুনের পুত্র বলিয়া আর পরিচয় দিব না। ইহা কহিয়া সারথিকে ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন, এবং অত্যন্ত বীরতা

প্রকাশপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া যেই সম্মুখে আইসে, তাহাকে সংহার করিতে লাগিলেন, কিন্তু একেত বালক, সহায় আবার কেহই নাই কি করিবেন? পাণ্ডবেরা সত্বর তাঁহার সাহায্য করিতে আসিতেছিলেন, কিন্তু দুরাত্মা জয়দ্রথ তাঁহাদিগকে প্রতিরোধ করাতে আসিতে পারিলেন না; এ দিগে দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ,অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও হার্দিক্য ইহাঁরা অভিমন্যুকে বেষ্টন করিলেন, তাঁহারা সকলে ও অন্যান্য বীরগণ অভিমন্যুর উপরে যে সকল বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, অভিমন্যু সে সকল বাণ নিবারণ করিয়া এক উদ্যমে ৫০ বাণে দ্রোণকে, ২০ বাণে কোশলপতি বৃহদ্বলকে, ৮০ বাণে কৃতবর্ম্মাকে, ৬০ বাণে কৃপকে ও ১০বাণে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন, এবং আর এক বাণে কর্ণের কর্ণমূল বিন্ধিয়া ফেলিলেন। পরে কৃপের অশ্ব ও সারথি বধ পূর্ব্বক ১০ বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া দুর্য্যোধনের ভ্রাতা বৃন্দারককে সংহার করিলেন। অনন্তর অভিমন্যুর প্রতি দ্রোণ ১০০ বাণ, অশ্বত্থামা ৬০ বাণ, কর্ণ ৩২ বাণ, কৃতবর্ম্মা ১৪ বাণ, বৃহদ্বল ৫০ বাণ, ও কৃপ ১০ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অভিমন্যু পুনর্ব্বার তাঁহাদিগের প্রত্যেককে ১০। ১০ বাণে বিদ্ধ করিয়া কোশলাধিপতি বৃহদ্বলকে সংহার করিলেন। পরে বাণ প্রহারে কর্ণের শরীর ক্ষত বিক্ষত করিয়া তাঁহার ৬ জন মহাবল পরাক্রান্ত যোদ্ধার অশ্ব, সারথি, ও রথের ধ্বজা ছেদনপূর্ব্বক তাহাদিগকেও বিনাশ করিলেন, অনন্তর মাগধপুত্র শ্বেত-

কেতু, অশ্বকেতু ও কুঞ্জরকেতুকে রণশায়ী করিয়া দুঃশাসনের পুত্র উলূককে বধ ও মদ্ররাজাকে পরাস্ত করিলেন। পরে শত্রুঞ্জয়, চন্দ্রকেতু, মহামেঘ, সুবর্চ্চা ও সূর্য্যভাম এই পাঁচটী বীরকেও বিনাশ করিয়া শকুনিকে বাণ প্রহারে জর্জ্জরিত করিতে লাগিলেন, তাহাতে শকুনি ও কর্ণ রাজা দুর্য্যোধনকে কহিল, মহারাজ! এক্ষণে সকলে একত্র হইয়াই অভিমন্যুকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য, নতুবা এক এক করিয়া আমাদিগের সকলকেই ও সংহার করিবে সন্দেহ নাই। অনন্তর দুর্য্যোধনের আদেশে একেবারে সপ্তরথীতে মিলিয়া অভিমন্যুর প্রতি অস্ত্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কর্ণ তাঁহার ধনুক ছেদ করিলেন, ভোজ অশ্ব সংহার করিলেন, কৃপ সারথির মস্তক ছেদন করিলেন, চতুর্দ্দিক হইতে অভিমন্যুর উপর অস্ত্রবৃষ্টি হইতে লাগিল, সেই অস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত হইয়া তাঁহার গাত্রে রক্তধারা বহিতে লাগিল। সে অবস্থাতেও অভিমন্যু পাদচারে খড়্গ, গদা, রথচক্র, ও মুষ্টির প্রহারে অনেক সৈন্য সংহার করিলেন। পরিশেষে দুঃশাসনের পুত্রের সহিত গদাযুদ্ধ আরম্ভ হইল, গদাযুদ্ধ করিতে করিতে অভিমন্যুর পদ হঠাৎ বিচলিত হইয়া গেল। তিনি যেমন উঠিবেন, দুঃশাসনের পুত্র অমনি তাহার মস্তকে গদার আঘাত করিল সেই আঘাতেই অভিমন্যু প্রাণত্যাগ করিলেন। অভিমন্যুর বধ সংবাদ শ্রবণে পাণ্ডবদিগের পরিতাপের পরিসীমা রহিল না, যুধিষ্ঠিরাদি সকলেই

সংগ্রামহইতে বিমুখ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন বেদব্যাস আসিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করত কহিলেন, গর্গমুনির শাপে চন্দ্র অভিমন্যু হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ষোল বৎসর পর্য্যন্ত শাপ ছিল, শাপান্ত হওয়াতে তিনি স্বধামে গমন করিলেন, ইহাতে তোমাদিগের তৎপ্রতি শোক করা উচিত নহে ইত্যাদি।—মহাভারত।

অভিমন্যু। স্বায়ম্ভুব বংশীয় চাক্ষুসের পুত্র। ইনি নবলার গর্ভজাত।—বিষ্ণুপুরাণ।

অভিসার। জাতি বিশেষ।—মহাভারত। ইহারা কাশ্মীরের দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলবাসী ছিল।

অভূতরজাঃ। রৈবত মন্বন্তরে দেবতারা চারি শ্রেণী হন অর্থাৎ অমিতাভ, অভূতরজাঃ, বৈকুণ্ঠ এবং সুমেধাঃ।—বিষ্ণুপুরাণ। পরন্তু ব্রহ্মপুরাণে কেবল অভূতরজেরই উল্লেখ আছে। রজোগুণ না থাকাতে তাঁহাদিগের ঐ নাম হয়।

অভ্যুত্থিতাশ্ব। সূর্য্যবংশীয় শঙ্খনাভের পুত্র। পরন্তু ইহাঁর নাম বায়ুপুরাণে হ্যুসিতাশ্ব, ব্রহ্মপুরাণে অধ্যুসিতাশ্ব এবং ভাগবতে বিধৃতি লিখিত আছে।

অমরসিংহ। রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের তৃতীয় রত্ন। ইনি হেমসিংহের শিষ্য। অমরকোষ নামে এতদ্দেশে অতি সুপ্রসিদ্ধ যে পদ্য অভিধান গ্রন্থ প্রচলিত আছে, অমরসিংহ তাহার প্রণেতা। ঐ গ্রন্থে কবির যথোচিত গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অমরকোষ মেদিনী

প্রভৃতি অপর সমুদয় অভিধান অপেক্ষা মনোহর ও সুকোমল, সুতরাং সংস্কৃত ভাষানুরাগী অনেকেই এইগ্রন্থ মুখস্থ করিয়া রাখেন। অমরকোষের টীকাকারেরা অমরমালা নামে অমরসিংহের আরো এক খানি অভিধান গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। জৈনদিগের তীর্থঙ্করসার গ্রন্থেও লিখিত আছে, অমরসিংহ অমরমালা নামে এক অভিধান প্রস্তুত করেন*। অমরসিংহ অনেক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, শঙ্কর দিগ্বিজয়ে লিখিত আছে শঙ্করাচার্য্য সেই সকল কাব্যের পাঠ নিবারণ করেন এবং ঐ পুস্তক যতগুলি সংগ্রহ করিতে পারিলেন তত্ত্বাবৎ জলে নিক্ষেপ করিয়া নষ্ট করেন।

অমরসিংহ জৈন মতাবলম্বী ছিলেন কি না এ বিষয়ে মতামত আছে, তীর্থঙ্করসার নামক জৈনগ্রন্থে উক্ত আছে অমরসিংহ জৈনশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। পরন্তু অমরকোষের টীকাকার ভানুজীদীক্ষিত লেখেন, অমরসিংহ যে জৈনমতাবলম্বী ছিলেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু তিনি জৈনমতাবলম্বী না থাকিলে তাঁহার অমরকোষ ও অমরমালা ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্য কেন নষ্ট করিবেন? বিশেষতঃ অমরসিংহ বুদ্ধগয়াতে যে একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণে দৃষ্ট হয় বিষ্ণুশরীর হইতে মায়ামোহ অর্থাৎ বুদ্ধ নির্গত হওত যখন নর্ম্মদানদীতীরে আসিয়া

---

* উক্ত পুস্তক অদ্যাপি পাওয়া যাইতে পারে।

দৈত্যগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন, সেই সময়ে তিনি ময়ূরপুচ্ছধারী ছিলেন। এই কারণে এখনো জৈনেরা কেহ কেহ ময়ূরপুচ্ছ সঙ্গে রাখিয়া থাকে। পৃথুরাজচরিত কাব্যে লিখিত আছে, অমরসিংহও ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিতেন।

অমরাবতী। ইন্দ্রের রাজধানী।—মহাভারত, রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ, তথা পদ্মপুরাণ। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, অমরাবতী অতি মনোহর পুরী। ঐ পুরীতে নন্দন নামে এক উপবন, তাহাতে পারিজাত বৃক্ষ, সুরভী গাভী, ও চতুর্দ্দন্ত গজ আছে। মেনকা প্রভৃতি অপ্সরা ও গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধরগণ ঐ পুরীতে সর্ব্বদা নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে, ঐ স্থানে ইন্দ্রাণীসহ ইন্দ্র একত্র উপবিষ্ট। ভগবতীভাগবতে লিখিত আছে, মেরুর পূর্ব্বভাগে অমরাবতী-নগরী স্থাপিত, ভাগবতেও সেইরূপ বর্ণন, প্রত্যুত অমরাবতীতে জরা মরণ নাই বলিয়া তাহার বিশেষ প্রশংসাও উক্ত গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

অমরু। ইনি এক জন উত্তম কবি বলিয়া বিখ্যাত, পরন্তু অমরুশতক নামে একখানি ক্ষুদ্র কাব্য ব্যতীত ইহাঁর রচিত আর কোন গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

অমর্ষ। সূর্য্যবংশীয় সুসন্ধির পুত্র।—বিষ্ণুপুরাণ।

অমা। চন্দ্রমণ্ডলে ষোলটী কলা আছে, তন্মধ্যে অমা নামে একটী মহাকলা। মালার সূত্রের ন্যায় সেই কলা অপর সকল কলাতে বিদ্ধ। ঐ কলা নিত্য, উহার

ক্ষয় বা বৃদ্ধি নাই, ঐ কলাকে অপর সমুদয় কলা আশ্রয় করিয়া থাকে।—স্কন্দপুরাণ।

অমাবসু। চন্দ্রবংশীয় পুরোরবার পুত্র। পুরোরবার ছয়টীপুত্র হয় তন্মধ্যে অমাবসু তৃতীয়।—মহাভারত, তথা বিষ্ণুপুরাণ ও ব্রহ্মপুরাণ। পরন্তু মৎস্য, পদ্ম ও অগ্নিপুরাণে পুরোরবার আটটী সন্তানের উল্লেখ আছে; তাহাদিগের মধ্যে অমাবসুর নাম দৃষ্ট হয় না। মৎস্য ও অগ্নিপুরাণে অমাবসুর স্থলে বসু লিখিত হইয়াছে।

অমাবসু। চন্দ্রবংশীয় কুশের চতুর্থ পুত্র।—বিষ্ণুপুরাণ। পরন্তু রামায়ণ ও ভাগবত তথা বায়ু-পুরাণে কুশের চতুর্থ পুত্রের নাম বসু লিখিত আছে, ব্রহ্মপুরাণে ও হরিবংশে কুশিক নাম দৃষ্ট হয়।

অমাবস্যা। কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি। এই তিথিতে অদৃশ্যরূপে চন্দ্রের উদয় হয়। চন্দ্রের দুই কলাত্মক কিরণ সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া অমানাম্নী কলার সহিত বাস করে, ইহাতে ঐ তিথির নাম অমাবস্যা।—বিষ্ণুপুরাণ। অমাকলার সহিত সূর্য্য ও চন্দ্র একত্র বাস করাতে ঐ তিথির নাম অমাবস্যা।—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। ব্রহ্মপুরাণে কথিত আছে পিতৃগণ যে সময়ে পঞ্চদশ কলাত্মক চন্দ্রের সুধা পান করেন সেই অমাবস্যা। পরন্তু স্মৃতি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ঐ তিথিতে চন্দ্রের পঞ্চদশ কলা ক্ষয় হয়, কেবল অমাকলা মাত্রের উদয় থাকে। অমাবস্যার অপর নাম অমাবাস্যা, দর্শ ও কুহু।—অমরকোষ।

অমিতধ্বজ। চন্দ্রবংশীয় ধর্ম্মধ্বজের পুত্র।—বিষ্ণুপুরাণ।

অমিতাভ। সাবর্ণি মন্বন্তরে দেবগণের তিন শ্রেণী। প্রত্যেক শ্রেণীতে ২১টী করিয়া দেবতা, এই তিন শ্রেণীর নাম সুতপ, অমিতাভ, এবং মুখ্য।—বিষ্ণুপুরাণ। অপর বিষয় অভূতরজা শব্দে দ্রষ্টব্য।

অমিত্রজিৎ। ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুবর্ণের পুত্র।—বিষ্ণু-পুরাণ। মৎস্যপুরাণে ইহাঁর নাম অমন্ত্রবিৎ লিখিত আছে।

অমূর্ত্তরয়াঃ। পুরুবংশীয় কুশরাজার তৃতীয় পুত্র।—বিষ্ণুপুরাণ তথা ভাগবত। পরন্তু বায়ুপুরাণে অমূর্ত্তরয়স এবং ব্রহ্মপুরাণ ও হরিবংশে অমূর্ত্তিমান্ বলিয়া ইহাঁর নির্দ্দেশ আছে। রামায়ণে ইহাঁর নাম অমূর্ত্তরজাঃ, এবং ইহাঁর মাতার নাম বৈদর্ভী; ইনি ধর্ম্মারণ্য নগরী স্থাপন করেন।

অমৃত। দেবতার ভোগ্য বস্তুবিশেষ। ইহার অপর নাম সুধা ও পীযূষ।—অমরকোষ। সারসুন্দরী গ্রন্থে অমৃতের অপর নাম পেয়ূষও লিখিত আছে। অমৃত সমুদ্র-মন্থনে উৎপন্ন। তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত এই, শিবের অংশ দুর্ব্বাসা মহর্ষি একদা ভূমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক বিদ্যাধরীর হস্তে সন্তানক বৃক্ষের পুষ্পের এক ছড়া মালা দেখিয়া তাহা তাহার নিকটে প্রার্থনা করেন। বিদ্যাধরী প্রণতিপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই মাল্য প্রদান করিলে তিনি তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় মস্তকে স্থাপন করিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ান্। এমন সময় ঐরাবত হস্তিতে আরোহণ করিয়া দেবগণ-সমভিব্যাহারে ইন্দ্র আসিতে-

ছিলেন; উম্মত্ত-ব্রতধারী* সেই দুর্ব্বাসা ইন্দ্রের প্রতি সেই মালা ক্ষেপ করিলেন। ইন্দ্র তাহা লইয়া ঐরাবত হস্তির মস্তকে স্থাপন করিলে, মত্ত ঐরাবত মালার সুগন্ধ পাইয়া শুণ্ডদ্বারা তাহা আকর্ষণ পূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিল। তদ্দর্শনে দুর্ব্বাসা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া ইন্দ্রকে এই শাপ দিলেন যে, যেমন আমার প্রদত্ত মালা তুমি ভূতলে নিক্ষেপ করিলে, তেমনি তোমার ত্রৈলোক্য-রাজ্য শ্রীভ্রষ্ট হইবে। ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ হস্তী হইতে নামিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক বহু-বিধ বিনতি করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা পাই-লেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; দুর্ব্বাসা কোন মতেই ক্ষমা করিলেন না, ইন্দ্রকে ভর্ৎসনা করিয়া তথাহইতে প্রস্থান করিলেন; তদবধি ইন্দ্রের ত্রৈলোক্য দুর্ব্বাসার শাপে শ্রীভ্রষ্ট হইতে লাগিল। যাহার দ্বারা যজ্ঞ হইবে সেই সকল ওষধি ও লতা একেবারে পরিশুষ্ক হইয়া গেল। আর যজ্ঞ হয় না, তপস্যা হয় না, দানাদি সৎকার্য্যে কেহই মন দেয় না; লক্ষ্মী না থাকাতে সকলেই সত্ত্বগুণ শূন্য হইল। সত্ত্ব নাশে অন্যান্য গুণ অর্থাৎ শৌর্য্য বীর্য্য প্রভৃতি সকল গুণই দুরীভূত হইয়া গেল। ফলে দেবতারা একেবারেই নির্বীর্য্য হইয়া পড়িলেন; সুতরাং অসুরেরা দেবতাদিগকে আক্রমণ করিয়া রণে

* উম্মত্তব্রত নামে একটী ব্রত আছে, ভগবতীভাগবতে উহার এইরূপ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা,—অষ্টাবিংশতি সহস্র বৎসর শোক-শূন্য ও ভয়-শূন্য হইয়া জটাধারণ পূর্ব্বক পিশাচের ন্যায় অবস্থান করত সর্ব্বদা ইষ্টদেবতাকে ভাবনা করিবে।

পরাজিত করিল। দেবতারা অসুরগণের নিকটে পরাজিত হইয়া হুতাশনকে অগ্রসর করিয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হই-লেন, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর নিকটে গিয়া নানা প্রকার স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু কহিলেন আমি তোমাদিগের তেজ বৃদ্ধি করিয়া দিতেছি, তোমরা অসুরদিগের সহিত মিলিয়া ক্ষীর সমুদ্রে সর্ব্বপ্রকার ওষধি নিক্ষেপ কর, পরে মন্দর পর্ব্বতকে মন্থন-দণ্ড ও বাসুকিকে রজ্জু করিয়া সমুদ্র-মন্থন কর, অসুরদিগের সাহায্য লইবার নিমিত্ত তাহাদিগকে কহিবে যে, তোমরাও অমৃতের সমান ভাগ পাইবে এবং তাহা পান করিয়া তোমরাও অমর হইতে পারিবে। পরন্তু অসুরেরা কেবল পরিশ্রমেরই ভাগী হইবে, তাহারা যাহাতে অমৃতপান করিতে না পায় তাহার উপায় আমি করিব। বিষ্ণুর এই পরামর্শানুসারে দেবগণ দৈত্য দানব দিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া নানাবিধ ওষধি আনয়ন পূর্ব্বক ক্ষীর সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। পরে মন্দরকে দণ্ড ও বাসুকিকে রজ্জু করিয়া সমুদ্র-মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমে দেবতারা সর্পের মুখের দিক্ ধরিতে যান, তাহাতে অসুরেরা কহিল, আমরা মুখের দিক্ ধরিব, অমঙ্গল সর্পের পুচ্ছদেশ আমরা কদাচ ধরিতে পারিব না। বিষ্ণু তাহা শুনিয়া সহাস্যবদনে দেবতাদিগকে পুচ্ছ ধরিতে বলিলেন, দেবতারা পুচ্ছ ও অসুরেরা মুখের দিক্ ধরিল, মন্থন আরম্ভ হইল। বাসকির নিশ্বাস সহ

বহ্নি নির্গত হইয়া অসুরদিগকে নিস্তেজ করিতে লাগিল, পরন্তু ঐ নিশ্বাস বায়ুতে নিক্ষিপ্ত হইয়া মেঘগণ পুচ্ছদেশে গিয়া বর্ষণ করায় দেবতারা আপ্যায়িত হইতে লাগিলেন। বিষ্ণু স্বয়ং কূর্ম্মমূর্ত্তিতে পৃষ্ঠদেশে ঐ মন্দর পর্ব্বত ধারণ করিয়া রহিলেন, অপর এক মূর্ত্তিতে দেবতাদিগের মধ্যে থাকিয়া এবং বিভিন্ন মূর্ত্তিতে অসুরদিগের মধ্যে থাকিয়া বাসুকিকে টানিতে লাগিলেন। বিষ্ণু আবার অন্য একটী বৃহৎ মূর্ত্তিতে পর্ব্বত চাপিয়া রাখিলেন। এইরূপে সমুদ্র-মন্থন হইতে লাগিল, ক্রমে নানা বস্তু উৎপন্ন হইল।

উৎপন্ন দ্রব্যের সংখ্যা এবং উৎপত্তির পৌর্ব্বাপর্য্য সকল পুরাণে সমান নহে। মহাভারতের মতে অগ্রে চন্দ্র উঠেন, পরে লক্ষ্মী, ক্রমে সুরা, কৌস্তুভমণি, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, পারিজাত বৃক্ষ, সুরভী গাভী, ধন্বন্তরি, অমৃত, ও কালকূট বিষ উৎপন্ন হয়। ভাগবতে, অগ্রে কালকূট, পরে সুরভী গাভী, তৎপরে উচ্চৈঃশ্রবা, তৎপরে ঐরাবতহস্তী, তৎপরে কৌস্তুভমণি, পরে পারিজাত বৃক্ষ, তৎপরে অপ্সরা-গণ, অনন্তর লক্ষ্মী, পরে বৈজয়ন্তী, অবশেষে অমৃত।

বিষ্ণুপুরাণের মতে অগ্রে সুরভী গাভী, পরে বারুণী অর্থাৎ সুরা, তৎপরে পারিজাত, পরে অপ্সরাগণ, তাহার পর চন্দ্র, পরে কালকূট বিষ, তৎপরে ধন্বন্তরি (হস্তে অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু) সর্ব্বশেষে লক্ষ্মী।

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, অগ্রে কালকূট, পরে ক্রমে সুরা, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তুভ, চন্দ্র, ধন্বন্তরি (হস্তে অমৃত)

লক্ষ্মী,অপ্সরাগণ,সুরভী,পারিজাত, ঐরাবত,বারুণ-ছত্র, এবং কর্ণাভরণ, যাহা ইন্দ্র গ্রহণ করিয়া অদিতিকে দেন।

পদ্মপুরাণের মতে অগ্রে কালকূট পরে জ্যেষ্ঠা অর্থাৎ অলক্ষ্মী, তৎপরে ক্রমে বারুণী, নিদ্রা, অপ্সরাগণ, ঐরাবত হস্তী, লক্ষ্মী, চন্দ্র, এবং তুলসীবৃক্ষ উৎপন্ন হয়।

লক্ষ্মী সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়া বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে গিয়া অবস্থিত হইলে দেবগণ পরিতুষ্ট হইলেন, পরন্তু বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি দৈত্যগণ লক্ষ্মীকে বিমুখী দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া বলপূর্ব্বক ধন্বন্তরির হস্ত হইতে অমৃত হরণ করিতে চেষ্টা করিল। অনন্তর বিষ্ণু নিজে মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক দৈত্য দানব দিগকে মুগ্ধ করিয়া অমৃত গ্রহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রাদি দেবগণকে সমর্পণ করিলেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহা পান করিয়া ফেলিলেন। বঞ্চিত অসুর-গণ অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক দেবতাদিগকে আক্রমণ করিল, কিন্তু অমৃত পানে দেবতারা বলিষ্ঠ হওয়াতে অসুরেরা তাঁহাদিগকে পরাজিত করিতে পারিল না। অসুরেরা তাড়িত হইয়া পাতালতলে প্রবেশ ও দিগ্‌দিগন্তে পলা-য়ন করিল। তদবধি ত্রৈলোক্য পুনঃ শ্রীপ্রাপ্ত হইল, ইন্দ্রাদি দেবতারা স্ব স্ব পদ পুনঃ লাভ করিয়া সুখে অব-স্থান করিতে লাগিলেন।

মহাভারতে এবং অন্য কোন কোন পুরাণে ইহাও লিখিত আছে যে, অমৃত বণ্টনকালে রাহুনামে এক অসুর দেবতার মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক দেবতাদিগের মধ্যে উপবেশন

করাতে অমৃতের অংশ প্রাপ্ত হয়। সে তাহা পাইয়াই তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করে, অমৃত তাহার গলাধঃকরণ না হইতে হইতে, চন্দ্র ও সূর্য্য বলিয়া দেওয়ায় বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ সুদর্শন চক্রে তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলেন, কিন্তু অমৃত ভক্ষণে অমর হওয়াতে তাহার মৃত্যু হইল না, মুখমণ্ডল রাহুগ্রহ হইয়া আকাশে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তদবধি চন্দ্র সূর্য্যের প্রতি তাহার দ্বেষভাব জন্মিল, এই জন্য সে চন্দ্র সূর্য্যকে সময়ে সময়ে গ্রাস করিতে উদ্যোগ করে।

রামায়ণে সমুদ্র-মন্থনের বিষয়ে এইরূপ লেখা আছে। পুরাকালে দেব ও দৈত্যগণ অজর ও অমর হইবার নিমিত্ত ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত ভক্ষণ করিতে মন্ত্রণা করিলেন, এবং মন্দর পর্ব্বতকে মন্থান-দণ্ড ও বাসুকিকে রজ্জু করিয়া সহস্র বৎসর মন্থন করিলেন; পর্ব্বতে শরীর ঘর্ষণ হওয়াতে ক্লেশে বাসুকির মুখ হইতে কালকূট নির্গত হইল। তাহাতে জগদ্দাহ হয় দেখিয়া দেবতাদিগের অনুরোধে মহাদেব তাহা ভক্ষণ করিলেন। বিষ্ণুও কচ্ছপ মুর্ত্তি ধরিয়া পৃষ্ঠে সেই মন্দর পর্ব্বত ধারণ করিয়া রহিলেন। পুনর্ব্বার সহস্র বৎসর মন্থন করায় সমুদ্র হইতে দণ্ড-কমণ্ডলু-ধারী আয়ুর্ব্বেদময় ধন্বন্তরি উঠিলেন, পরে ষষ্টি সহস্র অপ্সরা উঠিল। তাহাদিগকে কেহই গ্রহণ না করায় তাহারা সাধারণী হইয়া রহিল। অনন্তর বরুণের কন্যা বারুণী উঠিল, সুরা তাহার অপর নাম।

দেবতারা তাহাকে গ্রহণ করাতে সুর নাম পাইলেন। দৈত্যেরা গ্রহণ করিল না বলিয়া তাহাদিগের অসুর নাম হইল। দেবতারা বারুণী প্রভাবে হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইলেন। বারুণীর উৎপত্তির পর উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তুভমণি ও সর্ব্ব শেষে অমৃত উঠিল। বায়ুপুরাণে ১২ প্রকার দ্রব্যের উৎপত্তির কথা লিখিত আছে।—মহাভারত, ভাগবত, রামায়ণ, পদ্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ, তথা অগ্নিপুরাণ।

অমৃতকল্প। মেরুপর্ব্বতের দক্ষিণদিগে জম্বুনামে অতি মনোহর এক বৃক্ষ আছে, তাহার ফলের নাম অমৃতকল্প। ঐ ফল কল্পবৃক্ষের ফলের ন্যায়।—ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, উক্ত জম্বুবৃক্ষের ছায়া লক্ষযোজন ব্যাপিয়া পড়ে, তাহার ফল হস্তিতুল্য বৃহৎ এবং কৃষ্ণবর্ণ,ঐ ফলের রস পৃথিবীতে পতিত হইলে সূর্য্যের উত্তাপে স্বর্ণ হয়। অপর বিষয় জম্বুশব্দে দ্রষ্টব্য।

অমৃতা। নদী বিশেষ। এই নদী প্লক্ষদ্বীপে আছে। তথায় সাতটী প্রধানা নদী,অমৃতানদী তন্মধ্যে ষষ্ঠী। যাহারা ঐ সকল নদীর জল পান করে তাহারা সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকে; তাহাদের হ্রাসাবস্থা ও বৃদ্ধি অবস্থা ঘটে না।—বিষ্ণুপুরাণ, তথা ভগবতীভাগবত।

অমৃতাব্দি। ক্ষীরসমুদ্রের অপর নাম।—বিষ্ণুপুরাণ।

অমৃত্তা। নদী বিশেষ। এই নদী প্লক্ষদ্বীপে আছে।—ভগবতীভাগবত। ভগবতীভাগবতে প্লক্ষদ্বীপস্থ সপ্ত নদীর

নাম শিবা, ভদ্রা, শান্তা, ক্ষেমা, অমৃতা, অমৃত্তা এবং অভয়া। পরন্তু বিষ্ণুপুরাণ মতে এই সপ্ত নদীর নাম অনু-তপ্তা, শিখী, বিপাশা, ত্রিদিবা, ক্রমু, অমৃতা ও সুকৃতা।

অমোঘা। শান্তনুঋষির পত্নী। ইনি ব্রহ্মপুত্র নদের জননী। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে, ব্রহ্মা একদা হংসারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করত শান্তনুঋষির আশ্রমে উপ-স্থিত হন, ঋষি তৎকালে বনে গিয়াছিলেন; অমোঘা একা-কিনী আশ্রমে ছিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার রূপলাবণ্য নিরীক্ষণে মুগ্ধ হইয়া অভিলাষ প্রকাশ করেন। তাহাতে অমোঘা ক্রোধান্বিতা হইয়া ব্রহ্মাকে শাপ দিতে উদ্যতা হন। ব্রহ্মা ভয়ে কম্পান্বিত হইয়া যেমন পলাইবেন, অমনি তাঁহার করহাটক তুল্য তেজ আশ্রম দ্বারে ভূতলে পতিত হইল। পরে শান্তনু আশ্রমে আসিলে অমোঘা তাঁহাকে তাবৎ বৃত্তান্ত কহিলেন। তাহাতে শান্তনু উত্তর করিলেন ব্রহ্মার অভিলাষে তোমার অনভিমতি প্রকাশ ভাল হয় নাই, ইত্যাদি। অনন্তর সেই তেজ* সম্পর্কে অমোঘার গর্ভ হয় এবং প্রসবকাল উপস্থিত হইলে জলরাশি সহ একটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়, ঐ পুত্র ব্রহ্মার সদৃশ। শান্তনু তদ্দর্শনে একটী কুণ্ড করিয়া তন্মধ্যে পুত্রসহ ঐ জল রাখেন; পরে ঐ কুণ্ডের জল প্রবৃদ্ধ হইয়া ক্রমে পাতাল পর্য্যন্ত প্রবেশ করে। ঐ কুণ্ডের নাম ব্রহ্মকুণ্ড এবং ঐ কুণ্ড হইতে যে নদ নির্গত হয় তাহার নাম ব্রহ্মপুত্র।

---

* ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তির সবিশেষ বিবরণ কালিকাপুরাণে আছে, কিন্তু তাহা প্রকাশযোগ্য নহে।

অম্বরীষ। সূর্য্যবংশীয় রাজা বিশেষ। ইনি নাভা-গের পুত্র।—মহাভারত তথা মৎস্য ও বিষ্ণুপুরাণ। ভাগবতে অম্বরীষ রাজার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—অম্বরীষ সপ্তদ্বীপ সসাগরা পৃথিবীর রাজা ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। ইনি সর্ব্বদা দান ধ্যান জপ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেন, প্রচুর দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক অনেক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, নিজ পত্নীর সহিত নিয়ত ভক্তি ও তপস্যা দ্বারা ইষ্টদেবতার উপাসনা করিতেন। কি ঐশ্বর্য্য, কি স্ত্রীপুত্রাদি পরিবার, কিছুতেই তাঁহার মন আকৃষ্ট হইত না। এমন কি, তাঁহার নিজ শরীরের প্রতিও আস্থা ছিল না। বিষ্ণু তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্ত জানিয়া নিজ সুদর্শন চক্রকে তাঁহার শরীর রক্ষার্থে নিযুক্ত করেন। কিছুদিনের পর অম্বরীষ সম্বৎসর পর্য্যন্ত দ্বাদশী ব্রত করিলেন; পরে কার্ত্তিক মাসের দ্বাদশী তাঁহার ব্রত সমাপনের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া সেই দিনের প্রাতে স্নান পূজাদির পর ৩৬টী গাভী ব্রাহ্মণগণকে দিলেন, এবং নানাবিধ মিষ্টদ্রব্যে ভক্তিভাবে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন, সর্ব্বশেষে তাঁহাদিগের অনুমতিতে আপনি পারণ করিতে উদ্‌যোগ করিতেছেন এমন সময়ে মহর্ষি দুর্ব্বাসা আসিয়া অতিথি হইলেন, রাজা তৎক্ষণাৎ পারণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে পাদ্য অর্ঘ আসন দানাদি করিয়া আতিথ্য করিলেন, এবং তাঁহাকে ভোজন করিতে

অনুরোধ জানাইলেন। দুর্ব্বাসা তাহা স্বীকার পূর্ব্বক যমুনাতে স্নান করিতে গমন করিলেন, কিন্তু আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। রাজা চিন্তা করিলেন দুর্ব্বাসাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, ভোজন না করাইয়া কি রূপে স্বয়ং পারণা করি, কিন্তু আবার দ্বাদশী অল্পক্ষণ মাত্র আছে, দ্বাদশী পরিত্যাগ করাই বা কিরূপে হইতে পারে। রাজা অম্বরীষ বহু বিবেচনার পর ব্রাহ্মণদিগের ব্যবস্থা লইয়া কিঞ্চিৎ জল মাত্র পান করিলেন, যেমন জলপান করিলেন এমন সময়েই দুর্ব্বাসা আসিয়া উপস্থিত। রাজা অগ্রে ভোজন করিয়াছেন তিনি যোগ দ্বারা ইহা জানিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন, ক্রোধে একেবারে তিনি জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন, অরে দুর্বৃত্ত! আমি ব্রাহ্মণ, অতিথি, আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন না করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিয়াছিস্, দুরাত্মা! এই তোকে প্রতিফল দি বলিয়া ক্রোধে আপনার মস্তকের একটা জটা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে একটী উগ্রদেবতা জন্মিল, সে অতি ভয়ানক, কালানল তুল্য। ঐ দেবতা খড়্গ হস্তে রাজার প্রতি ধাবমান হইলেও রাজা শরীর বিনশ্বর ভাবিয়া ভীত হইলেন না, সেই স্থানেই কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। এমন সময়ে সুদর্শন চক্র আবির্ভূত হইয়া সেই উগ্র দেবতাকে ভস্মসাৎ করত দুর্ব্বাসার প্রতি ধাবমান হইল, দেখিয়া দুর্ব্বাসা পলায়ন করিলেন, চক্রও তাঁহাকে সংহার করিতে চলিল। দুর্ব্বাসা ক্রমে সুমেরু-

কুঞ্জের চতুর্দ্দিক, আকাশ, সপ্ত পাতাল, সপ্তদ্বীপ ও সপ্ত-লোক ভ্রমণ করেন, চক্রও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। পরে দুর্ভাগা দুর্ব্বাসা স্বর্গে গিয়া দেবতাদিগের শরণাগত হইলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে রক্ষা করিতে সাহসী হইলেন না। ব্রহ্মা কহিলেন, আমার সাধ্য নহে, আমার এই ব্রহ্ম-লোক প্রভৃতি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার কটাক্ষে জন্মে ও সংহার পায়, আমরা যাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী, তুমি তাঁহার ভক্তের অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছ, তোমার নিস্তার নাই। মহাদেবও তাহাই বলিয়া তাঁহাকে বিষ্ণুর শরণাগত হইতে কহিলেন। পরে দুর্ব্বাসা আপনার প্রাণরক্ষার্থ বিষ্ণুর নিকটে গিয়া নানাবিধ স্তব করিলে তিনি কহিলেন, আমি ভক্তের অধীন ; আমার কোনই ক্ষমতা নাই, অতএব তুমি সেই নাভাগপুত্র অম্বরীষেরই শরণাগত হও, নতুবা কেহই তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। দুর্ব্বাসা অনুপায়ে তাহাই স্বীকার করিয়া অম্বরীষ রাজার নিকটে আসিলেন, আসিয়া তাঁহার চরণ গ্রহণপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগি-লেন ; অনন্তর রাজা অম্বরীষ নানাবিধ স্তব করিয়া সুদর্শন চক্রকে ক্ষান্ত করিলেন। সুদর্শন অন্তর্হিত হইলে অম্বরীষ দুর্ব্বাসাকে অনুনয় বিনয় করিয়া সন্তোষ প্রদানপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া স্বয়ং যথাবিধি পারণা করিলেন। এইরূপ নানা কার্য্যদ্বারা রাজা অম্বরীষ বিলক্ষণ যশ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

অম্বরীষ। ঋষিবিশেষ। ইনি পুলহ নামক ব্রহ্মর্ষির

পুত্র।—বায়ুপুরাণ ও লিঙ্গপুরাণ। এই পুরাণদ্বয়ে পুলহের কর্দ্দম, অম্বরীষ, সহিষ্ণু এবং বনকপিবান, এই চারিপুত্র ও পীবরী নাম্নী একটী কন্যার উল্লেখ আছে। ভাগবতে, কর্ম্মশ্রেষ্ঠ, বরীয়ান্ ও সহিষ্ণু, এই তিনটী মাত্রের নাম দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুপুরাণের মতে আবার, পুলহ ঋষির ঔরসে ক্ষমার গর্ব্ভে তিনটী পুত্র জন্মে, ইহাদিগের নাম কর্দ্দম (পাঠান্তরে কর্ম্মশ) অর্ব্বরীবান্ ও সহিষ্ণু।

অম্বরীষ। মান্ধাতার পুত্র; ইনি বিন্দুমতীর গর্ব্ভে জাত।—ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ। পরন্তু ব্রহ্ম ও অগ্নিপুরাণে অম্বরীষের নাম দৃষ্ট হয় না। মৎস্যপুরাণে অম্বরীষের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মসেন লিখিত আছে।

অম্বরীষ। প্রসুশ্রুতের পুত্র।—রামায়ণ।

অম্বষ্ঠ। দেশবিশেষ ও জাতিবিশেষ।—মহাভারত, তথা বিষ্ণুপুরাণ। অম্বষ্ঠদেশ পঞ্জাবের অন্তঃপাতি; এই দেশবাসিরা ক্ষত্রিয় ছিল। বোধ হয় গ্রীক্ গ্রন্থকর্ত্তাদিগের পুস্তকে আম্বাষ্ঠাই নামে যে জাতির উল্লেখ আছে, তাহা এই জাতি হইবে। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, কৃতমালা, তাম্রপর্ণী ত্রিসামা, কুল্যা, ও অম্বুবাহিনী, এই সকল নদীর তটে মদ্র, রাম, অম্বষ্ঠ ও পারসিক প্রভৃতি জাতি বাস করিত। বরাহসংহিতাতে লিখিত আছে অম্বষ্ঠজাতি ভারতবর্ষের মধ্যম দেশবাসী ছিল, পরন্তু মহাভারতের মতে উহারা উত্তর দেশবাসী, এবং নকুল দিগ্বিজয়কালে অপরাপর জাতি মধ্যে এই অম্বষ্ঠদিগকেও পরাজয় করেন।

অম্বষ্ঠ। মনুতে লিখিত আছে, ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ব্ভে জাত সঙ্করজাতি অম্বষ্ঠ।

অম্বা। কাশীরাজের জ্যেষ্ঠাকন্যা। কাশীরাজ আপনার অম্বা অম্বিকা ও অম্বালিকা নামে তিন কন্যার বিবাহার্থ একটী স্বয়ম্বর সভা করেন। সভাতে নানাদিগ্‌দেশীয় রাজা ও বীরপুরুষ সকল আগমন করিলেন। কন্যারা সভামধ্যে আসিয়াছে এমন সময় ভীষ্ম তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। ভীষ্ম স্বয়ং বিবাহ করিবেন না প্রতিজ্ঞা ছিল, তিনি তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দিবেন মানসে সেই তিনটী কন্যা হরণ করিয়া রথে উত্তোলন করিলেন এবং কহিলেন, আমি এই কন্যা হরণ করিয়া লইয়া যাই, যদি কেহ সমর্থ হও যুদ্ধ করিয়া প্রত্যাহরণ কর। এই কথা বলিলে সকল রাজারা তাঁহার রথ বেষ্টন করিয়া অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিল। ভীষ্ম অত্যন্ত বীর, তিনি বাহুবলে সকলকেই পরাস্ত করিয়া স্বদেশাভিমুখে চলিলেন। শাল্বরাজাও পথিমধ্যে উপস্থিত হইয়া ভীষ্মের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভীষ্ম তাঁহাকেও পরাভব করিয়া কন্যাদিগকে হস্তিনাপুর-রাজধানীতে লইয়া গেলেন। পরে বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহের উদ্যোগ হইলে অম্বা সভামধ্যে কহিলেন, আমি পূর্ব্বে শাল্বরাজাকে মনে মনে বরণ করিয়াছি, আমার পিতারও অনুমতি ছিল যে শাল্বরাজাকে আমি বরণ করিব, আপনারা ধর্ম্মজ্ঞ, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য আমাকে অনুমতি দিন,

এই কথা শুনিয়া ভীষ্ম সভাস্থ সমস্ত লোকের মন্ত্রণানুসারে ও মাতা সত্যবতীর আজ্ঞায় অম্বাকে শাম্বরাজার নিকটে যাইতে অনুমতি দিলেন। অম্বা শাল্বরাজার সমীপে গমন করিলে তিনি আর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন না। অম্বা অতি কাতরস্বরে কহিলেন, যদি আপনি আমাকে বিবাহ না করেন, তথাপি আমাকে আশ্রয় দিন, শাল্ব কিছুতেই সম্মত না হইয়া তাহাকে বলিলেন, ভীষ্ম যখন তোমাকে হরণ করিয়াছে, তখন তাহারই নিকটে যাও, আমি তোমাকে চাই না। অম্বা সকরুণ বচনে রোদন পূর্ব্বক কহিলেন, ভীষ্ম আমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিল বটে কিন্তু নিজের নিমিত্ত করে নাই, তাহার ভ্রাতার সহিত আমার বিবাহ দিবার মানসেই আমাকে হরণ করিয়াছিল। বিবাহ দিতে উদ্যত হইলে আমি তাহাতে সম্মতা না হইয়া কহিলাম, আমি শাল্বরাজাকে মনে মনে বরণ করিয়াছি। আমি এই কথা বলিবা মাত্র ভীষ্ম আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনকার নিকটে আসিতে অনুমতি করিয়াছেন। অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি এই অধীনা দাসীকে পরিত্যাগ করিবেন না। অম্বা ইত্যাদি নানা প্রকার অনুনয় করিলেও শাল্বরাজা তাঁহার চারিত্রদোষ আশঙ্কা করিয়া, সর্প যেমন শরীরের ত্বক্ একবার পরিত্যাগ করিয়া আর গ্রহণ করে না, সেইরূপ কোন প্রকারেই তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন না, অনুচর দ্বারা তাড়াইয়া দিলেন। শাল্ব গ্রহণ করিলেন না, তখন অম্বা নিরাশা হইয়া চতুর্দ্দিক্ শূন্য

দেখিলেন, এবং কুররী-পক্ষির ন্যায় করুণস্বরে রোদন করত তথা হইতে প্রতিগমন করিলেন। পথে গিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ কি? এই অবিবেচক নির্দ্দয় শাল্ব আমার মনোগত ভাব বুঝিল না, আমাকে পরিত্যাগ করিল। হায়! কি দুর্ভাগ্য, এক্ষণে আমি কি করি, কোথা যাই, সেই দুষ্টচেতা ভীষ্মই আমার এ মনস্তাপের কারণ, তাহার নিকটে আর যাইব না। পিতাও অবিবেচক, স্বয়-ম্বরের আড়ম্বর করিয়া আমার এই দুঃসহদুঃখের কারণ হইয়াছেন, তাঁহার বাটীতেও আর যাইব না। কাহাকেও মুখ দেখাইব না, তপোবনে গিয়াই দেহ ত্যাগ করিব। অম্বা ইত্যাদি চিন্তা করত মুনিদিগের আশ্রমে গমন করিলেন। সে স্থানে গিয়া তপস্বিগণে পরিবেষ্টিত শৈখাবত্য নামে একটী বৃদ্ধ তপস্বীকে দেখিতে পাইলেন। পরে তাঁহাকে আত্ম পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক নিজ দুঃখ সমস্ত বর্ণন করিয়া তপস্যা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। অন্যান্য তপস্বীরাও সকরুণ হইয়া কেহ তাঁহাকে পিতার নিকট যাইতে কহিলেন, কেহ শাল্ব নিকটে পুনর্ব্বার যাইতে, কেহ বা ভীষ্ম সমীপে গমন করিতে অনুরোধ করিলেন; এবং তাঁহারা সকলেই কহি-লেন, রাজকন্যে! তপস্যা কঠিন কর্ম্ম, তুমি অতি সুকুমারী, কখনই একার্য্যে সমর্থা হইবে না, অতএব নিবৃত্তা হও; কিন্তু অম্বা সে সকল কথা কোনমতেই স্বীকার করিলেন না, তপস্যা করিতেই স্থির করিলেন। এই সময়ে রাজর্ষি

হোত্রবাহন তথায় আগমনপূর্ব্বক পরিচয় পাইয়া অম্বাকে ক্রোড়ে করিয়া লইলেন এবং কহিলেন, বৎসে! আমি তোমার মাতামহ, কেন তুমি রোদন করিতেছ? আমার নিকটে সবিশেষ বল, আমি তোমার দুঃখ দুর করিব। পরে অম্বা, আদ্যোপান্ত সকলি বলিলে উক্ত রাজর্ষি অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে অম্বাকে নানারূপে সান্ত্বনা করত কহিলেন, বাছা! তপস্যা করা এখন কর্ত্তব্য নহে, তুমি আমার কথা শুন, পরশুরামের নিকটে এখনি গমন করিয়া তাঁহারই শরণাগত হও, তিনি তোমার এই মনো-দুঃখ দুর করিবেন। পরশুরাম কোন স্থানে আছেন, ইহা জিজ্ঞাসা করায় কহিলেন, তিনি মহেন্দ্র পর্ব্বতে থাকেন। অম্বা তৎক্ষণাৎ মহেন্দ্রাচলে গমনোদ্যতা হইলেন, এমত সময়ে পরশুরামের প্রিয় অনুচর অকৃতব্রণ হঠাৎ সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন, এবং পর দিন প্রাতে পরশুরাম তথায় আসিবেন এই কথা কহেন। সুতরাং অম্বা সেই রাত্রি সেই আশ্রমেই যাপন করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে পরশুরাম আশ্রমে আসিলেন। সকল তপস্বীরা তাঁহাকে প্রণতি পূর্ব্বক আতিথ্য প্রদান করিলে তিনি সুখাসনে উপবিষ্ট হইলেন। কিঞ্চিৎপরে রাজর্ষি হোত্রবাহন অম্বার পরিচয় দিলে অম্বা তাঁহার নিকটে রোদন করিতে লাগিলেন। পরশুরাম তাঁহার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হোত্রবাহন কহিলেন, ইনি আমার দৌহিত্রী কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা, শাল্বরাজাকে বর-

মাল্য দিতে ইহাঁর মানস ছিল, কিন্তু ইহাঁর পিতা স্বয়ম্বরের উদ্যোগ করেন। সভা হইলে দুর্বৃত্ত ভীষ্ম ইহাঁকে ও ইহাঁর দুই ভগিনীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, কিন্তু সে ইহাঁকে বিবাহ করিল না; কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত ইহাঁর দুইটী ভগিনীর বিবাহ দিয়া ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়াছে। পরে ইনি শাল্বরাজার নিকটে গেলে শাল্বও অন্যে হরণ করিয়াছে বলিয়া ইহাঁকে আর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিল না, দেশ হইতে দুরীকৃত করিয়া দিয়াছে। এক্ষণে ইনি অপমানে ও অভিমানে অতীব কাতরা হইয়াছেন, আপনার শরণাগতা হইলেন, আপনি ইহাঁর মনোদুঃখ দুর করুন্। রাজর্ষি এই কথা কহিলে অম্বা পরশুরামের চরণ ধারণ পূর্ব্বক অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অপমান ও রোদন দেখিয়া পরশুরাম ক্রোধ ও মোহের বশীভুত হইলেন এবং কহিলেন, চলো, আমার সঙ্গে চলো, আমি হস্তিনাতে গিয়া ভীষ্ম তোমাকে যাহাতে গ্রহণ করে তাহাই করিব, নতুবা আমি ক্ষত্রিয়ান্তক; এখনি ভীষ্মকে সংহার করিয়া তোমার মনোদুঃখ দুর করিব। অম্বা এই কথা শুনিয়া পরম সন্তোষে তাঁহার সহিত ভীষ্ম সমীপে চলিলেন। পরশুরাম ভীষ্মের গুরু ছিলেন, তিনি হস্তিনাপুরে গিয়া উপস্থিত হইলে ভীষ্ম অতি সমাদরে পরশুরামের চরণ-বন্দনাদি করিলেন, পরে পরশুরাম ভীষ্মের প্রতি অম্বাকে গ্রহণ করিতে আদেশ করিলে ভীষ্ম স্বীকার

করিলেন না; তাহাতে পরশুরাম ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। ভীষ্ম গুরুর সহিত যুদ্ধ করিতে একান্ত অসম্মত হইলে ও ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও, পরশুরাম কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না, সুতরাং উভয়ে যুদ্ধারম্ভ হইল। ২৩ দিন ঘোরতর যুদ্ধের পর পরশুরাম পরাজিত ও ভীষ্ম জয়ী হইলেন। পরে পরশুরাম অম্বাকে কহিলেন আমি ভীষ্মের নিকটে পরাস্ত হইলাম, উহাকে বিনাশ করিতে পারিলাম না, তুমি তপস্যা করিয়া মহাদেবের নিকটে বরপ্রাপ্ত হওত ভীষ্মকে বিনাশ করিও, ইহা কহিয়া অম্বাকে বিদায় করিলেন। অম্বা তদবধি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ভীষ্মের বধ নিমিত্ত তপস্যা করিতে গমন করিলেন, অনেকে নিবারণ করিয়াছিল, কাহারও কথা না শুনিয়া যমুনাতীরে গিয়া মহাদেবের তপস্যা আরম্ভ করিলেন। গলিত পত্র ভক্ষণ, বায়ু ভক্ষণ, ক্রমে অনাহার-ব্রত পর্য্যন্ত করিতে লাগিলেম। এক চরণে ও অঙ্গুষ্ঠ মাত্রে দণ্ডায়মানা থাকিয়া ঐ যমুনাতীরে প্রথমে দ্বাদশ বৎসর তপস্যা করেন। পরে নন্দাশ্রমে, উলূকের আশ্রমে, চ্যবনের আশ্রমে, ব্রহ্মাশ্রমে, প্রয়াগে, দেবারণ্যে, ভোগবতীতীর্থে, কৌশিকের আশ্রমে, মাণ্ডব্যের আশ্রমে, দিলীপের আশ্রমে, রামহ্রদে, এবং কৌরব্য প্রভৃতির আশ্রমে ঘোরতর কঠোর তপস্যা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেম। একদা গঙ্গা অম্বাকে কহিলেন, রাজকন্যে! কি কারণে তুমি এত ক্লেশ করিতেছ? ভীষ্ম আমার

পুত্র, তাহাকে কথনই বিনাশ করিতে পারিবে না, ক্ষত্রিয়ান্তক পরশুরাম যাহার নিকটে পরাস্ত হইয়াছেন, তুমি স্ত্রীলোক হইয়া তাহার কি করিবে ? অতএব নিবৃত্তা হও। অম্বা তাহা শুনিলেন না, তাহাতে গঙ্গা ক্রোধে কহিলেন, তুমি যদি পুনর্ব্বার এস্থানে তপস্যা কর, তবে তোমার শরীর নদী হইয়া যাইবে। এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া গঙ্গা অম্বাকে বিস্তর ভয় দেখাইলেন; কিন্তু অম্বা কিছুতেই নিবৃত্তা হইলেন না। অনন্তর তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ নদী হইয়া গেল, তথাপি অপর অর্দ্ধ শরীরে অম্বা তপস্যা করিতে লাগিলেন। বহুকালের পর মহাদেব পরিতুষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ হইলেন, এবং বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন, অম্বা ভীষ্মকে বিনাশ করিব এই বর চাহিলেন, তাহাতে মহাদেব কহিলেন, তুমি এদেহে ভীষ্মকে বিনাশ করিতে পারিবে না, জন্মান্তরে দ্রুপদরাজার কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পুরুষভাবে অবস্থিত হইয়া ভীষ্মের বধের কারণ হইবে, ইহা কহিয়া মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন। অম্বা তৎক্ষণাৎ চিতা রচনা করিয়া স্বয়ং অগ্নি প্রদানপূর্ব্বক তাহাতেই দেহ সমর্পণ করিলেন। পরে সেই অম্বা দ্রুপদরাজার মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া শিখণ্ডী-নাম ধারণপূর্ব্বক ভীষ্ম-বধের কারণ হইয়াছিলেন। গঙ্গার শাপে অম্বার যে অর্দ্ধ শরীর নদী হয় তাহা বৎসদেশে প্রবাহিত হইয়া রহিল।—মহাভারত।

অম্বালিকা। কাশীরাজের কনিষ্ঠা কন্যা। ভীষ্ম এই

অম্বালিকাকে হরণপূর্ব্বক আনিয়া নিজ বৈমাত্র ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের সহিত বিবাহ দেন, ইহাঁর গর্ব্ভে পাণ্ডুর জন্ম। অবশিষ্ট অম্বিকাশব্দে দ্রষ্টব্য।—মহাভারত।

অম্বিকা। কাশীরাজের মধ্যমা কন্যা। ভীষ্ম এই অম্বিকাকেও হরণ করিয়া সেই নিজ বৈমাত্র ভ্রাতা বিচিত্র-বীর্য্যের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। রাজা বচিত্রবীর্য্য ঐ পত্নীদ্বয়ের সহিত সাত বৎসর রাজ্যভোগ করেন, পরে অকালে যৌবন সময়েই যক্ষ্মারোগে লোকান্তর্গত হন; অম্বিকা ও অম্বালিকা বিধবা হইলেন। পুত্র-শোক-কাতরা তাঁহাদিগের শ্বাশুড়ী সত্যবতী বিবে-চনা করিলেন বংশ লোপ হইল, জ্যেষ্ঠ পুত্র চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্ব্বকর্ত্তৃক হত হইয়াছে, কনিষ্ঠ পুত্র বিচিত্রবীর্য্য দেহত্যাগ করিল, দুইটী পুত্রই গেল। সপত্নী-পুত্র ভীষ্ম যিনি আছেন তিনিও বিবাহ করিবেন না, এবং রাজ্যাধিকার লইবেন না, এক্ষণে উপায় কি? পরে ভীষ্মকে ডাকিয়া কহিলেন, বৎস! বংশ লোপ হয়। তুমি ধর্ম্মিষ্ঠ সন্তান, সকলি জান, আপৎ সময়ে যাহা কর্ত্তব্য তাহা তোমার অবিদিত নাই। বিশেষতঃ আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি রাজ্যে অভিষিক্ত হও, এবং দারপরিগ্রহ করিয়া বংশ রক্ষা কর। ভীষ্ম কহিলেন, মাতঃ! আপনি যাহা আজ্ঞা করেন করিতে পারি, কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারিব না, আমি আপনার বিবাহকালে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, বিবাহ ও রাজ্য কখনই করিতে

পারিব না। সত্যবতী কহিলেন, তবে তোমার এই দুইটী ভ্রাতৃভার্য্যা কাশীরাজ কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকা, তুমি এই দুই ভ্রাতৃপত্নীতে পুত্র উৎপন্ন কর। ভীষ্ম তাহাতেও সম্মত না হইয়া অনেক বিবেচনাপূর্ব্বক কহিলেন, পিতার বংশরক্ষার্থে এক যুক্তি আছে, আপনি কোন ব্রাহ্মণকে ধন প্রদান করিয়া তাঁহার দ্বারা আমার ঐ বিধবা ভ্রাতৃভার্য্যাদ্বয়ে সন্তান উৎপাদন করিতে পারেন, ইহা ক্ষত্রিয়জাতির অধর্ম্ম কার্য্য নহে, পরশুরাম এক বিংশতি বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহা-দিগের বিধবা স্ত্রীতে ব্রাহ্মণেরা সন্তান উৎপন্ন করিয়া ক্ষত্রিয় বংশ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন,অতএব তাহাই করুন্; ইহা কহিয়া ভীষ্ম অনেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। সত্যবতী কহিলেন, ভাল তবে আর এক কথা বলি। আমার যখন বিবাহ হয় নাই তখন মহর্ষি পরাশরের ঔরসে ব্যাস নামে এক পুত্র জন্মে, পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াই তপস্যা করিতে গমন করিল; গমন কালে আমাকে কহিয়া গিয়াছিল, মা! যখন কোন প্রয়োজন হইবে, তখন আমাকে স্মরণ করিও। অতএব যদি তুমি অনুমতি কর ঐ পুত্র ব্যাসকে আহ্বান করিয়া পুত্রোৎপত্তি নিমিত্ত দুই বধূকে নিয়োগ করি। ভীষ্ম সন্তোষ পূর্ব্বক তাহাতে সম্মত হইলে সত্যবতী ব্যাসকে স্মরণ করিলেন, স্মরণ মাত্রে ব্যাস আসিয়া উপ-স্থিত হইলেন। সত্যবতী, এই দুই ভ্রাতৃভার্য্যাতে পুত্রোৎ-পত্তি কর বলিয়া তাঁহার প্রতি আদেশ দিলেন। ব্যাস

মাতৃবাক্যে স্বীকৃত হইলেন। অনন্তর অম্বিকা ব্যাসের বিকটাকার, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘ জটা ও শ্মশ্রু দেখিয়া ভয়ে দুটী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিল; অম্বালিকাও ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া পড়িল। তাহাতে ব্যাস মাতা সত্যবতীকে কহিলেন আপনকার জ্যেষ্ঠাবধূর একটী মহাবল পুত্র জন্মিবে বটে কিন্তু ইনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন অতএব ইহাঁর পুত্র জন্মান্ধ হইবে; এবং কনিষ্ঠাবধূও ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিলেন সুতরাং ইহাঁর পুত্রও পাণ্ডুবর্ণ হইবে। তদনন্তর সত্যবতী ঐ জ্যেষ্ঠা বধূ অম্বিকাতে আরো একটী পুত্র প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু অম্বিকা আপনার বস্ত্রালঙ্কারে একটী দাসীকে সুসজ্জিত করিয়া পাঠাইয়া দিল। ব্যাস সেই দাসীতে এক সর্ব্বগুণান্বিত পুত্র উৎপন্ন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। পরে অম্বিকার একটী জন্মান্ধ পুত্র হইল, উহার নাম ধৃতরাষ্ট্র। অম্বালিকার পুত্রে পাণ্ডুবর্ণ হইল বলিয়া তাহার নাম পাণ্ডু হইল। আর দাসীগর্ভে যে সর্ব্বগুণযুক্ত পুত্র জন্মে তিনি বিদুর নামে খ্যাত হইলেন।—মহাভারত।

অম্বিকা। দুর্গার নামান্তর। শুম্ভ নিশুম্ভ বল-দর্পিত হইয়া দেবতাদিগকে পরাস্ত করিয়া আপনারা দেবত্ব করে, তাহাতে দেবতারা অনুপায়ে হিমাচলের নিকটে গিয়া দুর্গাদেবীকে বিস্তর স্তব করিলেন, দুর্গা পরিতুষ্টা হইয়া আবির্ভূতা হইলেন এবং স্নান করিবার ছলে তথায় গিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা

এখানে কাহার স্তব করিতেছ। অনন্তর সেই দুর্গার শরীর-কোশ হইতে একটী দেবী নির্গতা হইয়া কহিলেন, ইহাঁরা শুম্ভ নিশুম্ভের নিকটে পরাস্ত এবং নিজ নিজ অধিকার-চ্যুত হইয়া আমারই স্তব করিতেছেন। ঐ দেবী, দুর্গার শরীর-কোশ হইতে আবির্ভূত হওয়াতে কৌশিকী নামে খ্যাত হইলেন। তাঁহারই অন্য নাম অম্বিকা। দুর্গার শরীর হইতে অম্বিকা নির্গতা হইলে দুর্গা কৃষ্ণাবর্ণা হইয়া কালীনামে বিখ্যাতা হইলেন ও হিমালয়ে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর অম্বিকা অতি মনোহর মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক হিমালয়ের একদেশে অবস্থিতা থাকিলেন। পরে শুম্ভ নিশুম্ভের ভৃত্য চণ্ডমুণ্ড পর্ব্বত পর্য্যটন করত ঐ রূপযৌবন-সম্পন্না মোহিনীকে দেখিয়া আসিয়া শুম্ভকে কহিল মহারাজ! এক সুরূপা কামিনী হিমালয়ে দেখিয়া আসিলাম, এমন রূপ ত্রিলোকে দেখি নাই। শুম্ভ শুনিয়া সুগ্রীব নামে এক দুতকে ঐ দেবীর নিকটে প্রেরণ করিলেন। দুত গিয়া নানা প্রলোভন বাক্যে শুম্ভ অথবা নিশুম্ভের রাজমহিষী হইতে তাঁহাকে উপদেশ দিলে তিনি কহিলেন, আমার এক প্রতিজ্ঞা আছে, যে আমাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আমার গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে পারিবে আমি তাহার স্ত্রী হইব, নতুবা নহে। পরে দুত আসিয়া শুম্ভকে সেই কথা বলিলে শুম্ভ ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ দেবীকে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক আনিতে নিজ সেনাপতি ধূম্রলোচনের প্রতি আদেশ দিল। ধূম্র-

লোচন সসৈন্য তথায় গত মাত্রেই অম্বিকার হুঙ্কার ধ্বনিতে ভস্মাবশেষিত হইল। শুম্ভ চণ্ডমুণ্ডকে সসৈন্যে প্রেরণ করিল, সেও অম্বিকার সহিত কিঞ্চিৎ যুদ্ধ করিয়া রণশায়ী হইল। পরে শুম্ভ নিশুম্ভ তচ্ছবণে সাতিশয় প্রকুপিত হইয়া সকল সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক রণস্থলে গমন করিল, কিন্তু কেহই সেই দেবীর রণে তিষ্ঠিতে পারিল না। সেই অম্বিকা বিভিন্নরূপে প্রথমে রক্তবীজ, পরে নিশুম্ভ ও অবশেষে শুম্ভ সকলকেই ক্রমে সংহার করিয়া দেবগণকে অভয় প্রদান করিলেন।—মার্কণ্ডেয় পুরাণ, তথা ভগবতী ভাগবত। অপর বিষয় কালীশব্দে দ্রষ্টব্য।

ভাগবতে লিখিত আছে অম্বিকা উগ্ররেতা নামক রুদ্রের পত্নী।

অম্বুবাচী। যোগ বিশেষ।—মহাভারত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ দিবসে সূর্য্য যে বারে ও যে কালে মিথুন রাশিতে গমন করেন তাহার পরের সেই বারে ও সেই সময়ে, পৃথিবী স্ত্রীধর্ম্মিণী হন, ইহারি নাম অম্বুবাচী। অম্বুবাচীর তিন দিন বেদাধ্যয়ন ও বীজবপন নিষিদ্ধ; যতি, বিধবা, ব্রহ্মচারী ও ব্রাহ্মণদিগের স্বপাক ও পরপাক চণ্ডালের অন্ন তুল্য। এই সময়ে দুগ্ধপান করিলে সর্প ভয় থাকে না।—স্মৃতি।

অম্বুবাহিনী। নদীবিশেষ।—মহাভারত, তথা ভগবতী ভাগবত। মহাভারতের পাঠান্তরে এই নদীর নাম মধুবাহিনীও লিখিত আছে।

অন্তঃ। (বহুবচনে অন্তাংসি।) দেবতা, অসুর, পিতৃ, মানুষ এই চতুষ্টয় সৃষ্ট বস্তুর নাম অন্তঃ।—ব্রহ্মাণ্ড, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য ও বিষ্ণুপুরাণ। বায়ুপুরাণে লিখিত আছে যেহেতু প্রকাশ পান এই হেতু ইহাঁদিগের নাম অন্তঃ।

অয়ন। সূর্য্যের দুইটী পথ আছে, উহাকে অয়ন কহে; যথা দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ। দক্ষিণায়ন দেবতাদিগের রাত্রি ও উত্তরায়ণ দেবতাদিগের দিবা। মনুষ্য লোকের এক বৎসরে দেবতাদিগের এক দিবারাত্র হয়।—বিষ্ণুপুরাণ, মনু, তথা অমরকোষ।

অযাতযাম। যজুর্বেদের যে অংশ সূর্য্য যাজ্ঞবল্ক্যকে শিখান তাহার নাম অযাতযাম অর্থাৎ অনভ্যস্ত। এক সময়ে মুনিগণ মিলিত হইয়া সুমেরু পর্ব্বতে এক সভাধিবেশন স্থির করেন, এবং এমত শপথ করেন যে ঐ সভাতে আমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকিবেন সপ্তরাত্রি মধ্যে তাঁহার ব্রহ্মহত্যা ঘটিবে, পরে নিরূপিত সময়ে মুনি সকলেই সভাতে উপস্থিত হইলেন, কেবল বৈশম্পায়ন যান নাই, ইহাতে উক্ত শাপগ্রস্ত হইয়া বৈশম্পায়ন দৈবাধীন পদাঘাতে স্বীয় ভাগিনেয়কে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যা দোষে দোষী হন। অনন্তর তিনি ঐ ব্রহ্মহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত নিজ শিষ্যগণকে যাগাদি অনুষ্ঠানের আদেশ করিলেন। শিষ্যমধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর আজ্ঞাধীন থাকিয়াও এই বিষয়ে অসম্মত হইলেন, তাহাতে

বৈশম্পায়ন ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, তুমি যে কিছু আমার কাছে শিখিয়াছ তত্তাবৎ পরিত্যাগ কর। যাজ্ঞবল্ক্য উপেক্ষা করিয়া কহিলেন, তোমার নিকটে কি শিক্ষা করিয়াছি? তাহা তো এই, ইহা বলিয়া তৎক্ষণাৎ বমনের ভাব দেখাইলে অমনি তাঁহার উদর হইতে যজুর্ব্বেদের শিক্ষিত বচন গুলি রক্ত মিশ্রিত রূপে বাহির হইয়া পড়িল। অপর শিষ্যেরা তৎক্ষণাৎ তিত্তিরপক্ষী হইয়া সেই বমিত বচন গুলি খুটিয়া খাইয়া ফেলিল। ইহাতে সেই বচন গুলির নাম তৈত্তরীয় হইল। এবং গুরুর যাগ বিষয়ে আজ্ঞার অনুরূপ আচরণ করাতে ঐ শিষ্যদিগের নাম চরক হইল।

যাজ্ঞবল্ক্য পুনর্ব্বার যজুর্ব্বেদ লাভার্থ অশেষ তপস্যা করিয়া সূর্য্যকে নানাপ্রকার স্তবাদি করেন। সূর্য্য তাহাতে প্রসন্ন হইয়া অশ্বরূপ ধারণপূর্ব্বক সাক্ষাৎকারে তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহেন। যাজ্ঞবল্ক্য দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন যে যজুর্ব্বেদের যে যে বচন আমার গুরুও জ্ঞাত নহেন তাহা পর্য্যন্তও আমাকে শিক্ষা দিন্। সূর্য্য তাহাই করিলেন। সূর্য্য বাজি অর্থাৎ ঘোটক রূপ ধারণ করিয়া এই অযাতযাম বচন প্রকাশ করাতে এই বেদশাখা যাঁহারা অধ্যয়ন করেন তাঁহাদের নাম বাজি হইল, আর যজুর্ব্বেদের এই অংশের নাম বাজসনেয়ী যজুঃ হইল।—বিষ্ণুপুরাণ, তথা বায়ুপুরাণ।

অযুতজিৎ। যদুবংশীয় ভজমানের কনিষ্ঠ পুত্র।

ভজমানের দুইটী স্ত্রী, এক স্ত্রীর গর্ব্ভে নিমি, ক্রুকণ, বৃষ্ণি; এই তিন পুত্র হয়, অপর স্ত্রীর গর্ব্ভে শতজিৎ, সহস্রজিৎ ও অযুতজিৎ নামে তিন পুত্র জন্মে।—বিষ্ণুপুরাণ, তথা ভবিষ্য পুরাণ। পরন্তু ব্রহ্মপুরাণে ও হরিবংশে লিখিত আছে ভজমানের প্রধানা স্ত্রীর গর্ব্ভে শূর এবং পুরঞ্জয় নামে আরো দুইটী পুত্র এবং কনিষ্ঠা স্ত্রীর দাসক নামে আরো একটী পুত্র জন্মিয়াছিল।

অযুতায়ুঃ। কুরুবংশীয় জয়সেনের পুত্র, ইনি অক্রোধনের পিতা।—বিষ্ণুপুরাণ।

অযুতায়ুঃ। মগধ রাজবংশীয় শ্রুতবানের পুত্র।—বিষ্ণুপুরাণ। বায়ুপুরাণে লিখিত আছে এই অযুতায়ুঃ ৩৬ বৎসর পর্য্যন্ত মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরন্তু মৎস্য পুরাণে অযুতায়ুর পরিবর্ত্তে অপ্রতীপ লিখিত আছে, এবং তাঁহার রাজত্বকাল ২৬ বৎসর মাত্র।

অযুতাশ্ব। সূর্য্যবংশীয় সিন্ধুদ্বীপের পুত্র এবং অম্বরীষের পৌত্র।—বিষ্ণুপুরাণ। পরন্তু বায়ু, লিঙ্গ, এবং কূর্ম্মপুরাণে ইহাঁর নাম অযুতায়ুঃ, ব্রহ্মপুরাণে অযুতজিৎ, এবং অগ্নিপুরাণে শ্রুতায়ুঃ, লিখিত আছে।

অযোধ্যা।* কোশল রাজ্যের রাজধানী। সূর্য্য-

---

* অযোধ্যা এক্ষণে ঔধ্ বলিয়া খ্যাত। এই পুরী দিল্লীনগরী হইতে প্রায় ১৮০ ক্রোশ অন্তর পূর্ব্ব দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। সে অযোধ্যা এক্ষণে আর নাই, উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার চিহ্ন অদ্যাপি লক্ষিত হয়। সরযূ নদীতীরে অযোধ্যা যে খানে ছিল সেস্থান এখন জঙ্গলাবস্থায় রহিয়াছে, তথায় জীর্ণগৃহের ভগ্ন ইষ্টক প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। পুরাতন অযোধ্যার অনতিদূরে পশ্চিমদিগে এক্ষণে হনুমানগড় নামে এক গ্রাম আছে, তন্মধ্যে হনুমানের এক মন্দির, ঐ মন্দিরের চতুর্দ্দিগে অনেক বৈরাগীর বাস। তথায় বৈরাগীদিগের আরো ৩টী আশ্রম আছে।

বংশীয় রাজাদিগের নিবাস স্থান। ইহার অপর নাম সাকেত। এই প্রসিদ্ধ রাজধানী সরযূনদীতীরে* অবস্থিত ছিল। অযোধ্যা বৈবস্বত মনুকর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

রামায়ণে অযোধ্যার এই রূপ বর্ণন;—অযোধ্যা দ্বাদশ যোজন অর্থাৎ ৪৮ ক্রোশ বিস্তৃত। ঐ নগরী মনু নির্ম্মাণ করেন, উহা ধন-ধান্য-যুক্ত ঐশ্বর্য্যশালী, এবং সুবিখ্যাত ছিল; সুপ্রশস্ত রাজপথ সকল জল-সিক্ত থাকিত, নানাবিধ দ্রব্যের ব্যবসায় এবং নানা শিল্প-কার্য্য হইত। নগরে অনেকগুলি দুর্গ ছিল, তাহা কেহই ভেদ করিতে পারিত না, চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত ছিল, ধনুর্দ্ধারী সৈন্যগণ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র রক্ষা করিত, নগরী শতঘ্নী অস্ত্রে পরিবৃতা ছিল। স্থানে স্থানে ধ্বজপতাকা, দেবতার মন্দির, পুষ্পোদ্যান, ফলভরে বৃক্ষ সকল অবনত। কোথায় ব্রাহ্মণদিগের বেদধ্বনি, কোথায় আনন্দোৎসব, কোথায় নৃত্যগীত ও বাদ্য, কোথায় বা ধূপ মাল্য ও হোমের গন্ধ। এমন কি, অমরাবতীর ন্যায় অযোধ্যা অদ্বিতীয়রূপে প্রকাশ পাইত। ভোগবতী গঙ্গা যেমন নাগগণে রক্ষিত আছেন, এই নগরী তেমনি সৈন্যগণে সুরক্ষিত ছিল।

মৎস্যপুরাণমতে অযোধ্যা মোক্ষদায়ি সপ্ত-পুরীর মধ্যে পরিগণিত এবং বিশ্বকর্ম্মা এই পুরী নির্ম্মাণ করেন।

---

* সরযূনদীর অপর দুই নাম দেবিকা ও ঘর্ঘরা। ভাষাতে ইহাকে সরযূ, দেবা, দেহা ও ঘাঘরা এবং ইংরাজিতে গোগরা কহে। সবিশেষ সরযূশব্দে দ্রষ্টব্য।

বিশ্বকর্ম্মা যে নির্ম্মাণ করেন ভট্টিকাব্যেও তাহা বর্ণিত আছে।

কল্কিপুরাণে উক্ত হইয়াছে অযোধ্যার রাজা মরু কিছুদিন তপস্যার্থ কলাপগ্রামে গমন করিলে ঐ পুরীর গৌরব হ্রাস হইয়াছিল, পরে কল্কি অবতীর্ণ হইয়া ঐ মরুকে পুনর্ব্বার অযোধ্যাতে অভিষেক করিলে অযোধ্যা-পুরী পূর্ব্ব মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে কথিত হইয়াছে, গ্রীষ্মকালে অযোধ্যাতে গমন করিলে ত্রিতাপ নাশ হয়। অপিচ, যে সকল জীব অযোধ্যাতে মৃত হয় তাহারা হরিরূপ ধারণ করে।

ভাগবতে লিখিত আছে অযোধ্যা নগরী অমরাবতী তুল্য সুশোভিত ছিল। রামের রাজ্যাভিষেক অবধি ঐ পুরীর পথ সকল সুগন্ধি সলিলে ও গজমদ জলে দিবারাত্র সিক্ত হইত। উক্ত পুরী অট্টালিকা, পুরদ্বার, সভা, দেবমন্দির প্রভৃতিতে এবং জলপূর্ণ স্বর্ণকুম্ভ ও ধ্বজ পতাকাদিতে নিরন্তর শোভা পাইত। বহির্দ্বারে ফলভরে নত কদলী ও গুবাক বৃক্ষ এবং পট্টবস্ত্র ও মাল্য দ্বারা মঙ্গল তোরণ নির্ম্মিত ছিল। রাজভবনের বিষয়ে লিখিত আছে তথাকার দ্বারের দেহলী সকল প্রবাল-ময়, স্তম্ভ বৈদূর্য্যময় ও গৃহতল মরকতময়, অতি নির্ম্মল, আর ভিত্তি-সকল স্ফটিকময় উজ্জ্বল ছিল। অপর সেই সকল ভবন নানাবিধ পুষ্পমালা ও বসন ভূষণের কিরণে উজ্জ্বল, নানা ভোগ্যবস্তু সুগন্ধি ধূপ

দীপে সুবাসিত, পুষ্প ভূষিত ও অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, সুতরাং সর্ব্বতোভাবে মনোহর ছিল। ভগবতী ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, অযোধ্যাতে তস্কর, খল, ও ধূর্ত্ত ছিল না।

রঘুবংশে লিখিত আছে, মহারাজ রাম আপনার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে স্থানে স্থানে রাজ্য প্রদান করিয়া স্বয়ং কিছুদিন অযোধ্যাতে থাকেন, পরে ভ্রাতৃবর্গ, আমাত্য, বন্ধু, বান্ধব এবং অযোধ্যাবাসী যাবতীয় প্রজাদিগকে সঙ্গে লইয়া স্বর্গ গমনের নিমিত্ত সরযূজলে প্রবেশ করেন; তাহাতে অযোধ্যাপুরী লোক-শূন্য হয়। বহুদিন মনুষ্য মাত্র না থাকাতে ক্রমে অরণ্যময় হইয়া উঠে, অট্টালিকা স্থানে স্থানে পতিত হয়, ও নিবিড় বন হওয়াতে হিংস্র জন্তু সকল তাহা আশ্রয় করে। এই সময় রামের জ্যেষ্ঠপুত্র কুশ, কুশাবতী নগরীতে রাজ্য করিতেছিলেন। একদা রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় কুশ শয়নগৃহে একাকী শয়ান আছেন, সে গৃহে আর কেহই নাই, দ্বার রুদ্ধ আছে; এমত সময়ে এই অযোধ্যাপুরী স্ত্রীবেশে হঠাৎ কুশের নিকটে আবির্ভূত হইলে কুশ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে? স্ত্রী কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, আমি অযোধ্যাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মহারাজ রামচন্দ্র স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি অনাথা হইয়াছি, এক্ষণে আপনি আমার নাথ। কিন্তু আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এস্থানে আসিয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন, আমার দুরবস্থার কথা অধিক কি বলিব, অট্টালিকা সকল পতিত

হইতেছে, মনুষ্য সমাগম নাই, অরণ্য হওয়াতে এক্ষণে সিংহ ব্যাঘ্রাদি জন্তু তথায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। ইত্যাদি দুঃখের কথা কহিতে কহিতে ঐ স্ত্রী রোদন করিয়া উঠিল, এবং কাতরভাবে বিনতিপূর্ব্বক কুশকে কুশাবতী পরিত্যাগ করিয়া তথায় যাইতে অনুরোধ করিল। কুশ স্ত্রীবেশ ধারিণী সেই অযোধ্যার অধিষ্ঠাত্রীর নিকটে তাহা স্বীকার করিলে ঐ অধিষ্ঠাত্রী অন্তর্হিত হইল। পরদিন প্রাতে কুশ সেই সকল কথা আমাত্যগণকে কহিলেন, তাহারা আহ্লাদিত হইয়া সকলেই কুশকে পূর্ব্বপুরুষের সেই রাজধানী অযোধ্যাতে যাইতে কহিল। রাজা কুশ কুশাবতী নগরী ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিয়া অযোধ্যাতে যাত্রা করিলেন। তথায় পৌঁছিয়া উক্ত পুরী উত্তমরূপে সংস্কার করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে তথায় কালযাপন করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মীবল্লভ-প্রণীত কল্পদ্রুম-কলিকা গ্রন্থে লিখিত আছে, মনুরচিত অযোধ্যা ভ্রষ্ট হইলে ইন্দ্র তাহা পুনর্নির্ম্মাণ করিতে কুবেরকে কহেন। কুবের পঞ্চাশৎ যোজন দীর্ঘ দ্বাদশ যোজন প্রস্থ এক পুরী নির্ম্মাণ করিলেন। পুরী এক শত ধনু অর্থাৎ চারিশত হস্ত উচ্চ স্বর্ণ-প্রাচীরে পরিবেষ্টিত হইল। পরে কুবের নগরী মধ্যে ঋষভদেবের নিবাসার্থ ত্রৈলোক্যবিভ্রম নামে এক রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন, ঐ প্রাসাদের একবিংশতি তল ও ১০৮টী গবাক্ষদ্বার। অনন্তর ইন্দ্র ঋষভদেবকে অযোধ্যায় রাজ্যা-

ভিষিক্ত করেন, এবং প্রজাদিগের বিনীতভাব দেখিয়া ঐ নগরীর নাম বিনীতা রাখেন।

অয়োমুখ। দানববিশেষ। কশ্যপের তৃতীয় পুত্র, দনুর গর্ভজাত।—ভাগবত, বিষ্ণু, পদ্ম তথা বায়ুপুরাণ।

অরিপু। নলের পুত্র, যদুর পৌত্র এবং যযাতি রাজার প্রপৌত্র।—ভাগবত। পরন্তু বিষ্ণু, বায়ু এবং ব্রহ্মপুরাণে অরিপুর নাম দৃষ্ট হয় না।

অরিমর্দ্দন। অর্জ্জুনের নামান্তর।—মহাভারত।

অরিমর্দ্দন। সফল্কের ঔরসে গান্ধিনীর গর্ভে জাত। ইনি অক্রূরের সহোদর।—বিষ্ণুপুরাণ, তথা ভাগবত।

অরিমর্দ্দন। কৃষ্ণের নামান্তর।—ব্রহ্মপুরাণ।

অরিষ্ট। বৈবস্বত মনুর পুত্র। ইহাঁর অপর নাম নাভাগ।—কূর্ম্মপুরাণ, তথা ভগবতীভাগবত।

অরিষ্ট। দানব বিশেষ। বলি নামক দানবের পুত্র।—ভগবতীভাগবত। কংশ অরিষ্টকে কৃষ্ণের বধার্থ গোকুলে প্রেরণ করে, পরন্তু ঐ অরিষ্টই কৃষ্ণকর্ত্তৃক হত হয়। তাহার বিশেষ এই, একদা সন্ধ্যাকালে গোকুলে কৃষ্ণ গোপ-গোপীগণ সমভিব্যাহারে ক্রীড়া করিতেছেন এমত সময়ে এই অরিষ্ট দানব ভয়ঙ্কর বৃষভাকার ধারণ করিয়া গোকুল কম্পমান করত ক্ষুরাগ্রে ভূমি আঁচ্‌ড়াইতে আঁচ্‌ড়াইতে হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইল। তাহার বর্ণ সজল জলধরের ন্যায়, শৃঙ্গ বৃহৎ ও সুতীক্ষ্ণ, দুই চক্ষু সূর্য্যতুল্য জাজ্বল্যমান, পুচ্ছ ঊর্দ্ধে উত্তোলিত ও গলকম্বল

অতীব লম্বমান, তাহার গর্জন-ধ্বনিতে সকলের হৃৎকম্প হয়। গোপ গোপীরা তদ্দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়া কৃষ্ণের শরণাগত হইল। কৃষ্ণ তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিয়া বাহ্বাস্ফোটন পূর্ব্বক ঐ বৃষভাসুরের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন, দেখিয়া বৃষভাসুর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইল। ক্রোধে চক্ষুর্দ্বয় হইতে রক্তধারা পড়িতে লাগিল। সে একেবারে শৃঙ্গ উত্তোলন করিয়া যেমন কৃষ্ণকে বিঁধিবে অমনি কৃষ্ণ তাহার শৃঙ্গ ধরিয়া গজ যেমন গজকে ঠেলে তেমনি তাহাকে ১৮ পা ভূমি ঠেলিয়া ফেলিলেন। সে আবার সত্বর উঠিয়া ঘর্ম্মাক্ত শরীরে পুনঃ পুনঃ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণকে আক্রমণ করিল। কৃষ্ণ পুনর্ব্বার তাহার শৃঙ্গ ধরিয়া তাহাকে পদাঘাতে নিপাতিত করিলেন এবং তাহার কণ্ঠ ধরিয়া লোক যেমন আর্দ্রবস্ত্র নিষ্পীড়ন করে অর্থাৎ নিঙড়ে সেইরূপ তাহার কণ্ঠ নিষ্পীড়ন করিয়া একটা শৃঙ্গ উৎ-পাটনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রহার করত তাহাকে বিনাশ করিলেন।—ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ তথা হরিবংশ।

অরিষ্টকর্ম্মা। অন্ধ্রভৃত্য বংশীয় পটুমানের পুত্র। বিষ্ণুপুরাণ। পরন্তু বায়ুপুরাণে ইহাঁর নাম নেমিকৃষ্ণ এবং মৎস্যপুরাণে অরিষ্টকর্ণি লিখিত আছে।

অরিষ্টনেমি। যক্ষবিশেষ। বৎসরের প্রতিমাসে সূর্য্যের রথে এক এক জন আদিত্য, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষস অধিষ্ঠিত থাকে। পৌষমাসে সূর্য্যরথে অধিষ্ঠিত আদিত্যের নাম ভগ, ঋষির নাম ক্রতু,

গন্ধর্ব্বের নাম ঊর্ণায়ু, অপ্সরার নাম পূর্ব্বচিত্তী, যক্ষের নাম অরিষ্টনেমি, সর্পের নাম কর্কোটক, এবং রাক্ষসের নাম স্ফূর্জ্জ। ঋষি স্তব করেন, গন্ধর্ব্ব গান করে, অপ্সরা নৃত্য করে, রাক্ষস পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে থাকে, সর্প অশ্ব সজ্জিত করে, যক্ষ প্রগ্রহ অর্থাৎ লাগাম সংযোজন করিয়া দেয়। এই সাতজন সূর্য্যরথে অধিষ্ঠিত থাকিয়া জগৎকে আলোক প্রদান পূর্ব্বক যথাকালে হেমন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুর আবির্ভাবের হেতু হন।—বিষ্ণু, তথা বায়ু-পুরাণ। পরন্তু কূর্ম্মপুরাণ মতে ভগ ভাদ্র মাসের আদিত্য, এবং ভবিষ্যপুরাণ মধ্যে ভগ মাঘ মাসের আদিত্য।

অরিষ্টনেমি। প্রজাপতি বিশেষ। ইনি দক্ষের চারিটী কন্যা বিবাহ করেন। তাহাদিগের গর্ভে ইহাঁর ষোলটী পুত্র হয়।—বায়ুপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণ। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, কশ্যপেরই অপর নাম অরিষ্টনেমি। ভাগ-বতে অরিষ্টনেমির পরিবর্ত্তে তার্ক্ষ লিখিত আছে। ভাগ-বতের টীকাকার 'তার্ক্ষ' ইহা কশ্যপের অপর নাম বলেন।

অরিষ্টনেমি। চন্দ্রবংশীয় ঋতুজিতের পুত্র।—বিষ্ণু-পুরাণ।

অরিষ্টসূদন। বিষ্ণুর নামান্তর।—ত্রিকাণ্ডশেষ।

অরিষ্টা। দক্ষের কন্যা, ইনি কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর মধ্যে চতুর্থ পত্নী।—বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, তথা ভাগবত। বায়ুপুরাণে অরিষ্টার পরিবর্ত্তে প্রবা, ও পদ্মপুরাণে কালা

লিখিত আছে, কিন্তু শেষোক্ত পুরাণের উত্তরখণ্ডে কশ্যপের চারিটী মাত্র পত্নীর নাম দৃষ্ট হয়, অদিতি, দিতি, কদ্রু ও বিনতা।

অরিহ। যযাতির বংশ্য অর্ব্বাচীনের পুত্র। অরিহের মাতার নাম বৈদর্ভী।—মহাভারত।

অরুণ। কৃষ্ণের পুত্র। কৃষ্ণের ১৬১০০ টী মহিষী, প্রত্যেকের গর্ব্ভে দশ দশটী পুত্র জন্মে, ঐ সকল পুত্রদিগের মধ্যে যে ১৮ জন মহারথ বলিয়া পরিগণিত, অরুণ তন্মধ্যে এক জন।—ভাগবত।

অরুণ। সূর্য্যবংশীয় রাজা। ইনি ত্রিধন্বার পুত্র।—ভগবতীভাগবত।

অরুণ। সূর্য্যের সারথি। বিনতার গর্ব্ভে কশ্যপ মহর্ষির ঔরসে ইহার জন্ম।—বিষ্ণুপুরাণ তথা ভবিষ্য পুরাণ। মহাভারতে লিখিত আছে কশ্যপের কদ্রু নাম্নী পত্নী সহস্র সংখ্যক ডিম্ব এবং বিনতা নাম্নী পত্নী দুইটী মাত্র ডিম্ব প্রসব করে। পঞ্চশত বর্ষ পরে কদ্রুর ঐ সহস্র ডিম্ব হইতে সহস্র সন্তান উৎপন্ন হইল, কিন্তু বিনতার ডিম্ব তদবস্থই থাকিল। পরে বিনতা সন্তান দেখিবার অভিলাষে একটী ডিম্ব ভাঙ্গিয়া ফেলিলে সেই ডিম্ব হইতে একটী সন্তান বহির্গত হইল, তাহার ঊর্দ্ধ অর্দ্ধ অঙ্গ হইয়াছে অধো অর্দ্ধ অঙ্গ হয় নাই। সেই পুত্র ক্রোধান্বিত হইয়া মাতা বিনতাকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিল যে, যেমন সপত্নীর প্রতি ঈর্ষ্যাতে তুমি এই অকার্য্য করিলে, ডিম্ব

ভাঙ্গিলে, তেমনি তোমাকে ৫০০ বৎসর ঐ সপত্নীর দাসী হইয়া থাকিতে হইবে। পরে বিনতাকে বিমনা দেখিয়া কহিল মা, যাহা হইয়াছে তাহার আর উপায় নাই, কিন্তু অপর ডিম্বটী এক্ষণে সাবধানে রক্ষা কর। এই ডিম্ব হইতে সময়ে একটী মহাবল পুত্র জন্মিবেন, তিনিই তোমার দাসীত্ব মোচন করিবেন। মাতাকে এইরূপ শাপ দিয়া সেই শীতার্ত্ত অরুণ, পিতা কশ্যপের আদেশে সূর্য্যের সারথি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রহিল।—মহাভারত।

অরুণ। চন্দ্রবংশীয় উরুক্ষ নামক রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র।—মৎস্যপুরাণ।

অরুণ। জম্বুদ্বীপে যাহাদিগকে ক্ষত্রিয় কহে শাল্মলীদ্বীপে তাহারা অরুণনামে পরিচিত।—বিষ্ণুপুরাণ।

অরুণা। অপ্সরা বিশেষ। কশ্যপের ঔরসে প্রধা নাম্নী স্ত্রীর গর্ভে ইহার জন্ম। প্রত্যূষকালে উৎপন্ন হওয়াতে ইহার নাম অরুণা হয়। এই অপ্সরা অতীব রূপবতী ছিল।—মহাভারত।

অরুণা। নদীবিশেষ। প্লক্ষ দ্বীপস্থ সাতটী প্রসিদ্ধ নদীর মধ্যে অরুণা নদী সর্ব্বপ্রধানা।—ভাগবত। পরন্তু বিষ্ণুপুরাণে প্লক্ষদ্বীপস্থ প্রধানা সপ্ত নদীর মধ্যে অরুণার নাম দৃষ্ট হয় না। ভগবতীভাগবতে এই নদীর অপর নাম অরুণোদা লিখিত আছে এবং ঐ নদী অরুণোদ কুণ্ড হইতে নিঃসৃতা।

অরুণাত্মজ। জটায়ু পক্ষীর অপর নাম।—ত্রিকাণ্ড শেষ।

অরুণানুজ। গরুড়ের নামান্তর।—হেমচন্দ্র।

অরুণোদ। সরোবর বিশেষ। অরুণোদ, মহাভদ্র, শীতোদ ও মানস নামে প্রধান চারিটী সরোবর জম্বুদ্বীপ মধ্যে আছে, এই সকল সরোবরের জল দেবগণ পান করিয়া থাকেন।—বিষ্ণুপুরাণ। ভাগবতে লিখিত আছে এই চারিটী দুগ্ধ, মধু, ইক্ষু ও মিষ্টজলের সরোবর।

অরুণোদয়। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দুই মুহূর্ত্ত অর্থাৎ ৪ দণ্ড কালকে অরুণোদয় কহে। যতিদিগের স্নানের ঐ সময়, ঐ সময়ে সকল জল গঙ্গাজল তুল্য হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুবাণ।

অরুন্ধতী। কর্দ্দম মুনির কন্যা, বশিষ্ঠের পত্নী। দেবহূতির গর্ভে ইহাঁর জন্ম।—ভাগবত। অরুন্ধতী প্রধান পতিব্রতাদিগের মধ্যে পরিগণিতা ছিলেন। বশিষ্ঠের প্রতি ইহাঁর অসাধারণ ভক্তি, ইহাঁর মন ও নয়ন তাঁহার চরণ ব্যতীত কখন অন্যত্র গমন করে নাই। ইনি পতিব্রতার ধর্ম্ম ফলে জগতে যশোভাজন হন, বহুকাল স্বামিসহ ইহলোকে অবস্থান করেন, পরে সেই স্বামী বশিষ্ঠের সহিত নক্ষত্র লোকে গমন করিয়াছেন।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, মহাভারত, ও রামায়ণ।

নিমিত্ত নিদান নামক গ্রন্থে কথিত আছে, নক্ষত্র লোকে সপ্তর্ষি মণ্ডল মধ্যে অরুন্ধতীর উদয় হয়, এবং যাহার পরমায়ু শেষ হইয়াছে, সে ঐ নক্ষত্র দেখিতে পায় না।

এতদ্দেশীয়েরা বিবাহ করিয়া কুশণ্ডিকার সময় মন্ত্র

উচ্চারণ পূর্ব্বক সেই নিজ নববধূকে ঐ অরুন্ধতী-তারা দর্শন করায়। তাহার বিধি ভবদেব নামক গ্রন্থে আছে। অরুন্ধতী প্রদর্শনের তাৎপর্য্য, অরুন্ধতী যেমন পতিব্রতা-দিগের অগ্রগণ্যা রূপে যশোভাজন হইয়া ছিলেন, ঐ নব-বধূও যেন সেইরূপ পতিব্রতা হইয়া পাতিব্রত্য ফল ভোগ করে।

অরুন্ধতীর অপর নাম অক্ষমালা।—মহাভারত।

অরুন্ধতী। দক্ষ প্রজাপতির কন্যা। ধর্ম্ম, দক্ষের ১০টী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে অরুন্ধতী জ্যেষ্ঠা। হরিবংশ তথা বিষ্ণুপুরাণ। পরন্তু ভাগবতে অরুন্ধতীর পরি-বর্ত্তে ককুদ্ নাম লেখা আছে।

অর্ক। সূর্য্যের নামান্তর।—অমরকোষ।

অর্ঘনাথ। শিবের নামান্তর। শিবশব্দে সবিশেষ দ্রষ্টব্য।

অর্ঘ্য। পূজোপহার। দূর্ব্বা, আতপতণ্ডুল, চন্দন, পুষ্প ও জল এই পাঁচ সামগ্রী একত্র করিলে অর্ঘ্য হয়।—অমরকোষ। পরন্তু সম্মোহিনীতন্ত্রে গোপাল পদ্ধ-তিতে উক্ত আছে দূর্ব্বা, আতপতণ্ডুল, চন্দন, পুষ্প, জল, লবঙ্গ, জায়ফল ও কুশ এই অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য।

পূর্ব্বে রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে অর্ঘ্য প্রদানের নিয়ম ছিল। রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় সভা অভ্যাগত নিমন্ত্রিত লোকে পরিপূর্ণ হইলে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন সভা হইয়াছে এক্ষণে অর্ঘ্য প্রদান কর। যুধি-

ষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন অগ্রে কাহাকে অর্ঘ্য দেওয়া যায়, ভীষ্ম কহিলেন আচার্য্য, পুরোহিত, বর, ব্রহ্মচারী, আত্মীয় এবং রাজা এই ছয় জন অর্ঘ্য পাইতে পারেন, ইহার মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তিনিই অগ্রে অর্ঘ্য পাইবার যোগ্য, অতএব কৃষ্ণকেই অগ্রে অর্ঘ্য দেও, আমার মতে কৃষ্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশে সহদেব অর্ঘ্য আনিয়া অগ্রে কৃষ্ণকেই দিলেন, তাহাতে শিশুপালের ঈর্ষ্যা জন্মিল, সে ক্রোধে যুধিষ্ঠিরকে, ভীষ্মকে ও পরিশেষে কৃষ্ণকে অনেক কটু কথা কহিয়া সভা হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল, এবং যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিল। কৃষ্ণ দেখিলেন রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের ব্যাঘাত হয়, অতএব চক্রদ্বারা শিশুপালের মস্তক ছেদন করিলেন।—মহাভারত।

অর্চ্চিস্। কৃশাশ্বের পত্নী। ভাগবত-মতে কৃশাশ্বের অর্চ্চিস্ ও ধিষণা নামে দুই পত্নী। অর্চ্চিসের গর্ভে ধূমকেতু, এবং ধিষণার গর্ভে দেবল, বেদশিরা বায়ুন ও মনু চারিটী পুত্র জন্মে। পরন্তু রামায়ণে লিখিত আছে কৃশাশ্বের দুই পত্নী, তাহাদিগের নাম জয়া ও বিজয়া, ইহারা দক্ষ প্রজাপতির কন্যা এবং দেবপ্রহণ অর্থাৎ দেবশাস্ত্র-দেবতাদিগের মাতা। সবিশেষ কৃশাশ্ব শব্দে দ্রষ্টব্য।

অর্জ্জুন। কৃতবীর্য্যের পুত্র, ইহাঁর অপর নাম কার্ত্তবীর্য্য। ইনি দত্তাত্রেয়ের প্রসাদে সপ্তদ্বীপেশ্বর হন, এবং সহস্র বাহু প্রাপ্ত হন। অর্জ্জুন অসাধারণ বীর্য্যশালী

ছিলেন। রাবণ দিগ্বিজয়ে ভ্রমণ করত ইহাঁর রাজধানী মাহেষ্মতীপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলে অর্জ্জুন তাহাকে অনায়াসে ধৃত করিয়া পশুবৎ বদ্ধ করিয়া রাখেন। পরে রাবণ অনেক তোষামদ করাতে অর্জ্জুন তৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেন। এই কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন পঁচাশী হাজার বৎসর রাজ্য করিয়া পরিশেষে পরশুরামের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন।— বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত, ভগবতীভাগবত, হরিবংশ তথা রঘুবংশ। অপর বিষয় কার্ত্তবীর্য্য শব্দে দ্রষ্টব্য।

অর্জ্জুন। তৃতীয় পাণ্ডব। পাণ্ডুরাজার মহিষী কুন্তীর গর্ভে জাত। ইন্দ্র ইহাঁর জন্মদাতা। ইনি বাল্যাবস্থাতে দ্রোণাচার্য্যের নিকটে ধনুর্ব্বেদ (অস্ত্রবিদ্যা) শিক্ষা করেন, কৃপাচার্য্যও অর্জ্জুনের উপাচার্য্য ছিলেন। অর্জ্জুনের বুদ্ধি ও যুদ্ধ-শিক্ষা-নৈপুণ্য দর্শনে দ্রোণাচার্য্য তৎপ্রতি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, উহাই অর্জ্জুনের প্রতি দুর্য্যোধনের ঈর্ষ্যা সঞ্চারের প্রথম কারণ। পরে অর্জ্জুন দুর্য্যোধনাদি কুরুবালকদিগের অস্ত্রশিক্ষা সমাপন হইলে দ্রোণাচার্য্যের যত্নে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে হস্তিনাপুরে ঐ বালকদিগের পরীক্ষা গ্রহণার্থ একটী রঙ্গস্থল নির্ম্মিত হয়। ঐ রঙ্গভূমিতে উক্ত সমস্ত কুরুবালকেরা যুদ্ধশিক্ষার পরীক্ষা দিয়াছিল। অর্জ্জুন সেই পরীক্ষাতে সর্ব্বপ্রধান হন। তিনি অস্ত্র প্রয়োগে আপনার অত্যন্ত লঘুহস্ততা গুরু-দ্রোণাচার্য্যকে প্রদর্শন করেন। অর্জ্জুনের শিক্ষা-কৌশলে আগ্নেয় অস্ত্রে অগ্নিসৃষ্টি, বারুণ অস্ত্রে

জলবৃষ্টি, বায়ব্য অস্ত্রে প্রবল বায়ুর উৎপত্তি, পার্জ্জন্য অস্ত্রে মেঘোদয়, এবং পর্ব্বতাস্ত্রে পর্ব্বতের আবির্ভাব হইয়াছিল। অর্জ্জুন অস্ত্র প্রয়োগ করিতে করিতে কখন অন্তর্হিত, কখন পুরোবর্ত্তী, কখন দীর্ঘ, কখন হ্রস্ব, কখন লঘু কখন গুরু, ক্ষণে রথমধ্যস্থ, ক্ষণে ভূতলে অবতীর্ণ এবং ক্ষণে ক্ষণে রথের মধ্যে অদৃশ্য হইতে লাগিলেন। তাঁহার এতাদৃশ আশ্চর্য্য শিক্ষা ও যুদ্ধ-কৌশল সন্দর্শনে দর্শক মাত্রেই সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। অর্জ্জুন একটী স্তম্ভের উপরি স্থাপিত ঘূর্ণায়মান লৌহ-নির্ম্মিত-বরাহের মুখ মধ্যে ধনুকের এক-আকর্ষণেই যেন, ৫টী বাণ প্রয়োগ করিলেন। তৎপরে একটী রজ্জুবদ্ধ চঞ্চল গোশৃঙ্গের কোষ অর্থাৎ ছিদ্র মধ্যে ক্রমিক ২১টী বাণ প্রবেশ করাইলেন। এইরূপ খড়্গ প্রভৃতি অন্যান্য অস্ত্র চালনে ও গদা-ভ্রামণে বিলক্ষণ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিলেন। পরীক্ষা দেখিতে কুরুকুল-বধূরাও আসিয়াছিল, সকলেই অর্জ্জুনের ক্ষমতা দেখিয়া চমৎকৃত হইল। পুত্রের অসাধারণ রণ-নৈপুণ্য-শিক্ষা সন্দর্শনে কুন্তী অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইলেন। পরীক্ষায় অর্জ্জুনের সর্ব্বপ্রাধান্য দেখিয়া দুর্য্যোধন আরো ঈর্ষ্যান্বিত হইল।

বারণাবতে জতুগৃহ দাহের পর, পঞ্চপাণ্ডব অপ্রকাশে থাকিবার জন্য ব্রাহ্মণ-বেশে কিছু দিন একচক্রা-নগরীতে অবস্থান করেন। এই সময়ে পাঞ্চালদেশের রাজা দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদীর বিবাহের আয়োজন হয়। উক্ত দেশাধি-

পতি দ্রুপদরাজা অতি উচ্চ শূন্যমার্গে একটী কৃত্রিম শফরী মৎস্য কৌশলে স্থাপন করিয়া পণ করেন যে ব্যক্তি অধোমুখে জলে প্রতিবিম্ব দেখিয়া একবাণে এই শফরী মৎস্যের নয়ন বিদ্ধ করিতে পারিবে তাহাকেই দ্রৌপদী প্রদান করিব। দ্রৌপদী অতি রূপবতী ও গুণবতী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার লাভ-লোভে অনেক রাজলোক ও বীর-পুরুষ সেই দ্রুপদের রাজধানী কাম্পিল্যে আসিয়া ছিলেন, পঞ্চপাণ্ডবও ব্রাহ্মণবেশে তথায় উপস্থিত হন। সভা-গত বীরপুরুষেরা ঐ দুর্লক্ষ্য লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে চেষ্টা পান কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরি-শেষে অর্জ্জুন অগ্রসর হইয়া অনায়াসেই সেই লক্ষ্য ভেদ করিলেন। তাহাতে দ্রুপদরাজা অর্জ্জুনকে কন্যাদান করিতে উদ্যত হইলে মহীপালগণ আপনাদিগের অব-মাননা বোধে ক্রুদ্ধ হইলেন। ব্রাহ্মণকে কন্যাপ্রদান করা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচার ইহা বলিয়া সকলে সমবেত ভাবে সপুত্র দ্রুপদরাজাকে বধ করিতে এবং দ্রৌপদীকেও অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। পরে দ্রুপদ-রাজা ভীমার্জ্জুনের সহায়তায় রাজাদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করেন। অবশেষে কৃষ্ণ মিষ্টবাক্যে সকলকে ক্ষান্ত করিলেন। অনন্তর পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে লইয়া কুলাল-গৃহে অবস্থিত মাতা কুন্তীর নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন মা অদ্য এই ভিক্ষা পাইয়াছি। কুন্তী না দেখি-য়াই কহিলেন যাহা পাইয়াছ পাঁচ ভাইতেই ভোগ কর।

পরে মাতৃ বাক্য পালনার্থ তাঁহারা পঞ্চ ভ্রাতাই দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন এবং নারদের পরামর্শে এই নিয়ম করিলেন এক ভ্রাতা দ্রৌপদীসহ নির্জ্জনে অবস্থিত থাকিলে অন্য কোন ভ্রাতা তথায় গমন করিবেন না, করিলে তাঁহাকে দ্বাদশ বর্ষ বন-ভ্রমণ করিতে হইবে। এরূপ নিয়ম করাতে তাঁহাদিগের কোনরূপে ভ্রাতৃভেদ হয় নাই।

কিয়ৎকালের পর ইন্দ্রপ্রস্থে যখন রাজাযুধিষ্ঠির রাজ্য করেন তখন এক দিন এক ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া রোদন করত অর্জ্জুনকে কহিল, চোরে আমার গোসকল লইয়া পলায়ন করিতেছে, আপনি শীঘ্র আসিয়া রক্ষা করুন্। অর্জ্জুন ভাবিলেন, যদি আমি উপেক্ষা করি তাহা হইলে ব্রাহ্মণের অত্যন্ত ক্ষতি হয়, কিন্তু অস্ত্র-গৃহে রাজা দ্রৌপদী সহ একত্র আছেন, অস্ত্র আনিতে সে স্থানে গমন করিলে নিয়মানুসারে আমাকে দ্বাদশ বর্ষ বনভ্রমণ করিতে হইবে। উপায় কি? ভাল, আমার অদৃষ্টে যাহাই হোক, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চক্ষুর জল নিবারণ করা অত্যাবশ্যক। ইহা স্থির করিয়া যুধিষ্ঠিরের গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন, তথা হইতে অস্ত্র গ্রহণ করিয়া গিয়া ব্রাহ্মণের গাভী সকল প্রত্যাহরণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দিয়া আসিলেন। পরে রাজাকে বলিলেন মহারাজ! আমি নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছি, আজ্ঞা করুন্ দ্বাদশ বর্ষ বনে যাই। যুধিষ্ঠির প্রথমে সম্মত হন নাই, কিন্তু অর্জ্জুনের আগ্রহে অনুমতি দিলে অর্জ্জুন বন ভ্রমণে

গমন করিলেন। ঐ ভ্রমণকালে তিনি অনেক তীর্থ সন্দর্শন করেন। একদা গঙ্গাতে স্নান করিতেছেন, এমত সময় ঐরাবত বংশীয় কৌরব নামক নাগের কন্যা উলূপী তাঁহাকে আপনার পাণিগ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। অর্জ্জুন নাগ-কন্যার সেই অনুরোধ রক্ষাপূর্ব্বক সেই রাত্রি তথায় যাপন করিয়া পর প্রত্যুষে তীর্থে পুনর্যাত্রা করেন। ভ্রমণ করত একদিন মণিপুর দেশে উপস্থিত হন। তথাকার রাজা চিত্রবাহনের কন্যা চিত্রাঙ্গদার রূপলাবণ্য দর্শনে অর্জ্জুন মুগ্ধ হইয়া আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক ঐ কন্যা রাজার নিকটে প্রার্থনা করেন। রাজা কহিলেন, মহাদেবের বাক্যে আমার বংশে এক একটী সন্তান বৈ আর হয় না, আমাদিগের পুরুষানুক্রমে এইরূপ চলিয়া আসিতেছে, আমার এই একটী মাত্র কন্যা, ইহার গর্ভে যে পুত্র হইবে সেটী যদি আমাকে দেন তবে ঐ কন্যাকে বিবাহ করুন্। অর্জ্জুন তাহা স্বীকার করিলে চিত্রাঙ্গদার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। ঐ চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বভ্রুবাহন নামে তাঁহার একটী পুত্রও জন্মিল।

অর্জ্জুন মণিপুরে ৩ বৎসর অবস্থান করিয়া পুনর্ব্বার তীর্থযাত্রা করেন। ভ্রমণকালে সৌভদ্র, আগস্ত্য, পৌলম, করিন্ধম ও ভারদ্বাজ এই পঞ্চ মহাতীর্থে উপস্থিত হন। ঐ ঐ তীর্থে বর্গা, সৌরভেয়ী, সমীচি, বুদ্বুদা ও লতা নামে পাঁচটী অপ্সরা বিপ্রশাপে শতবৎসর পর্য্যন্ত কুম্ভীর হইয়া

রহিয়াছিল অর্জ্জুন তাহাদিগকে শাপ মুক্ত করেন।* পরে প্রভাস তীর্থে গিয়া কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে অতি আদরে দ্বারকাতে লইয়া যান, তথায় অর্জ্জুন সারণের সহোদরা কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাকে কৃষ্ণের মন্ত্রণানুসারেই বিবাহ করেন, বলদেব প্রভৃতি আর আর যদুবংশীয় বীর-পুরুষেরা ইহাতে অর্জ্জুনের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ সান্ত্বনা-বাক্যে সকলকে ক্ষান্ত করিলেন। পরে একদা অর্জ্জুন কৃষ্ণের সহিত যমুনাতীরে পর্য্যটন করিয়া খাণ্ডব প্রস্থের সমীপে এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে অগ্নি ব্রাহ্মণবেশে আসিয়া ভোজন ভিক্ষা করিলেন। অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ ভোজন প্রদানে স্বীকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কি সামগ্রী ভক্ষণ করিলে তোমার তৃপ্তি হয়। ব্রাহ্মণবেশী অগ্নি আত্মপরিচয় দিয়া কহিলেন খাণ্ডব বন সমুদয় ভোজন করিবার আমার মানস, ইন্দ্র সর্ব্বদা এই খাণ্ডব রক্ষা করিয়া থাকেন, এজন্য আমি ইহা দগ্ধ করিতে পারি না, যখনি দগ্ধ করিতে চেষ্টা করি ইন্দ্র বৃষ্টি করিয়া আমাকে নির্ব্বাণ করিয়া দেন। যদি আপনারা আমার সহায়তা করেন আমি খাণ্ডব বন ভক্ষণ করিয়া

---

* অর্জ্জুন সৌভদ্রতীর্থে স্নানার্থ নামিলে একটা কুম্ভীর তাঁহাকে ধরিল। তিনি বলপূর্ব্বক সেই কুম্ভীরকে তটে তুলিয়া বিনাশ করিলে কুম্ভীররূপিণী সৌরভেয়ী অপ্সরা শাপমুক্ত হইয়া স্বমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইল, অপর চারি তীর্থেও ঐরূপে অর্জ্জুন অপ্সরাদিগকে শাপমুক্ত করেন।

তৃপ্ত হই। অর্জ্জুন কহিলেন যদি আমাকে অস্ত্র প্রদান কর তাহা হইলে আমি ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি। তাহাতে অগ্নি অর্জ্জুনকে গাণ্ডীবধনু ও অক্ষয়তূণীরাদি প্রদান করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ উভয়ে ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। কৃষ্ণ সুদর্শন চক্রে মেঘ ছেদ করিয়া বৃষ্টি নিবারণ করিলেন, অর্জ্জুনও প্রাপ্ত এই সকল অস্ত্রদ্বারা অগ্নির খাণ্ডব বন দাহে সাহায্য করিলেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় কালে অর্জ্জুন দিগ্বিজয়ে বহির্ভূত হইয়া কালকুট ও কুলিন্দ নামক দেশ, এবং আনর্ত্ত দেশের মহীপতি মণ্ডলকে, শাকদ্বীপের অধিপতি প্রতিবিন্ধ্যকে, ও তত্রত্য অন্যান্য ভূপালগণকে জয় করিয়া আয়ত্ত করেন। প্রাগ্জ্যোতিষ দেশাধিপতি ভগদত্তকেও যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বশীভূত করেন। পরে উত্তরে গিয়া অন্তর্গিরি, বহির্গিরি ও উপগিরি সমস্তই জয়পূর্ব্বক উলূকদেশের রাজা বৃহন্তকে পরাস্ত করেন, এবং সেনাবিন্দুকে স্বায়ত্ত করেন। মোদাপুর, বামদেব, সুদামা, সুকুল ও উত্তর উলূক দেশ এবং তত্রত্য রাজগণকে স্ববশে আনয়ন করেন। পার্ব্বতীয় মহারথ-শূরবীরদিগকে পরাজয়পূর্ব্বক তথাকার রাজা বিশ্বগশ্বকে সংগ্রামে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করেন। উৎসব সঙ্কেত নামক সপ্তবিধ ম্লেচ্ছদিগকে, কাশ্মীর জাতীয় ক্ষত্রিয়দিগকে, পাঁচ জন ক্ষুদ্র রাজার সহিত লোহিত নরপতিকে, ও উরগাবাসী রোচমান নামক রাজাকে বশীভূত করেন। সিংহপুর,

বাহ্লীক, কাম্বোজ জয়পূর্ব্বক ঋষিকদিগকে স্বায়ত্ত করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে উত্তম উত্তম অশ্ব করস্বরূপে গ্রহণ করেন। অনন্তর পূর্ব্বোত্তর দেশবাসী সকল বীর-কেও পরাজয় করিয়া হিমালয়ের নিস্কুট গিরি অধিকার করিয়া লন।

যুধিষ্ঠির প্রভৃতির সহিত দ্বাদশবর্ষ বনবাস কালে অর্জ্জুন সংগ্রামে গন্ধর্ব্ব-সৈন্য জয় করিয়া পরিবার সহ রাজা দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অনন্তর বেদব্যাসের আদেশে তিনি মহেন্দ্রাচলে গিয়া বিজয় প্রার্থনায় প্রথমতঃ ইন্দ্রের তপস্যা করেন। পরে তাঁহার নিকটে বর লাভ ও অস্ত্র লাভ করিয়া তাঁহার উপদেশক্রমে মহাদেবেরও আরাধনা করেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের বলবীর্য্য পরীক্ষার্থ কিরাত সেনাপতি-রূপ ধারণ করিয়া সসৈন্যে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার সহিত মৃগয়া-বিবাদ-ছলে ঘোরতর যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে অর্জ্জুনের অসাধারণ বলবীর্য্য দেখিয়া মহাদেব সন্তুষ্ট-চিত্তে সাক্ষাৎ হইয়া বর প্রদান পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে পাশুপত অস্ত্র দিয়া যান। পরে অর্জ্জুন স্বর্গ-লোকে গিয়া নিজ পিতা ইন্দ্রের নিকটে অস্ত্র শিক্ষা করেন, করিয়া পিতৃ-শত্রু নিবাতকবচ ও কালকেয় এই অসুরদ্বয়কে বধ করেন, এবং যম, বরুণ, ও কুবেরের নিকটেও অনেক প্রকার অস্ত্র শস্ত্র প্রাপ্ত হন।

অজ্ঞাত-বাস বৎসরে অর্জ্জুন বৃহন্নলা নাম গ্রহণপূর্ব্বক ক্লীববেশে বিরাট রাজার ভবনে থাকেন, সেই সময়ে

কুরুসেনাপতি সুধন্বা বিরাট রাজার দক্ষিণ গোগৃহ আক্রমণ করেন, তাহাতে উক্ত রাজা সমুদয় সৈন্য এবং ছদ্মবেশী যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব সকলকে লইয়া তথায় যুদ্ধার্থ গিয়াছিলেন। ইত্যবসরে দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ, কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি সকল কুরু-বীরগণ বিরাট রাজার উত্তর গোগৃহ আক্রমণ করিলেন। বিরাটের রাজধানীতে সম্বাদ আসিল, কিন্তু তথায় একটীও সৈন্য ছিল না, কেবল বিরাট রাজার পুত্র উত্তর এবং সেই ক্লীববেশী অর্জ্জুন ছিলেন। উত্তর স্ত্রীলোকদিগের নিকটে আস্ফালন করিয়া কহিলেন কি করি, যদি একজন সারথি মাত্র পাই একা গিয়া সকল কুরু-বীরগণকে পরাস্ত করিয়া আসিতে পারি। অর্জ্জুন ইহা শুনিয়া উত্তরের সারথ্য স্বীকার করিয়া সেই যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। গিয়া যখন দেখিলেন বিপক্ষ সৈন্যের সিংহনাদে উত্তর রথে ভয়ে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন, তখন অর্জ্জুন আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক উত্তরকে সারথি করিয়া স্বয়ং যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন অবিলম্বে একা অসহায়ে সেই সমুদয় বীরকে পরাজয় করিয়া তাঁহাদিগের অবমানার্থ তাঁহাদিগের পরিধেয় বস্ত্র সকল গ্রহণপূর্ব্বক সকলকে নগ্ন করিয়া বিরাট রাজধানীতে প্রত্যাগত হন।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অর্জ্জুনের বীরতা অতি আশ্চর্য্যরূপ বর্ণিত আছে। সেই যুদ্ধে মহাবীর অর্জ্জুন, অসঙ্খ্য কুরু-সৈন্য সংহারপূর্ব্বক ভীষ্ম, জয়দ্রথ, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ,

কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা প্রভৃতি প্রধান প্রধান বীরগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন।

ভারত-যুদ্ধের পর রাজা যুধিষ্ঠির জ্ঞাতি-বধ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত যে একটী অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন ঐ অশ্বমেধের অশ্ব রক্ষার্থ অর্জ্জুন নিযুক্ত হন। তিনি সেই অশ্বের সহিত নানা প্রদেশ পর্য্যটন করত অনেকগুলি রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া অশ্ব প্রত্যাহরণ করেন। পরে মণিপুরেশ্বরের রাজ্যে গমন করিলে বভ্রুবাহন বিনয়পূর্ব্বক পিতা অর্জ্জুনের অভ্যর্থনা করিলেন, তাহাতে বভ্রুবাহনের মাতামহ মণিপুরেশ্বর অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, অর্জ্জুন বীরতা-গর্ব্বে অশ্ব লইয়া যাইবে ইহা ক্ষত্রিয় হইয়া সহ্য করা যায় না, তুমি অশ্ব হরণ কর, ইত্যাদি বাক্যে বভ্রুবাহনকে যুদ্ধ করিতে উৎসাহ প্রদান করিলেন। সেই সময় নাগ-কন্যা উলূপীও পাতাল ভেদপূর্ব্বক সেই স্থানে আবির্ভূতা হইয়া সপত্নীপুত্র বভ্রুবাহনের প্রতি যুদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। সুতরাং বভ্রুবাহনকে অগত্যা যুদ্ধ করিতে হইল। পিতাপুত্রে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। বভ্রুবাহনের বীরতা দর্শনে অর্জ্জুন চমৎকৃত হইয়া বহু প্রশংসা করিলেন। পরিশেষে অর্জ্জুন বভ্রুবাহনের বাণে বিদ্ধ হইয়া মূর্চ্ছিত ও পতিত হন। তাহা দেখিয়া বভ্রুবাহন সাতিশয় বিষাদে হায় কি করিলাম, পিতৃহত্যা করিলাম, বলিয়া রোদন করত ভূতলে পড়িলেন। তাঁহার মাতা চিত্রাঙ্গদা স্বামির বধ-বৃত্তান্ত শুনিয়া রণস্থলে উন্মত্তার ন্যায়

আসিয়া বহু বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। উলূপী তাঁহাদিগকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া সত্বর পাতালে গিয়া কৌরব্য নাগের নিকট হইতে সঞ্জীবনী মণি আনয়ন পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে জীবন প্রদান করেন। তদনন্তর অর্জ্জুন অশ্বমেধের অশ্ব লইয়া বভ্রুবাহনের সহিত মহা সমারোহে হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হন। পরে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন হইল।

কিছু দিন পরে যদুবংশ ধ্বংস হইলে কৃষ্ণ লীলা সম্বরণ করেন, তাহাতে অর্জ্জুন দ্বারকাতে গিয়া সকলের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক কৃষ্ণের পত্নীগণকে ও কৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রকে লইয়া মথুরাতে যান। পথিমধ্যে দস্যুরা অর্জ্জুনের প্রতি আক্রমণ করিয়া সমুদয় ধন ও কৃষ্ণের পত্নীদিগকে হরণ করে। অর্জ্জুন যুদ্ধ করিয়া রক্ষা করিতে পারিলেন না, গাণ্ডীব ধনুতে বাণ যোগ করিতে আর তাঁহার শক্তি হইল না। পরে তিনি মথুরাতে গিয়া বজ্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। তথায় ব্যাসের সহিত সাক্ষাৎ হইলে ব্যাস তাঁহাকে দুঃখিতভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন অর্জ্জুন, এক্ষণে তোমাকে বিমনা দেখিতেছি কেন? অর্জ্জুন দস্যুর আক্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন প্রভো, আমি সেই অর্জ্জুন, আমার সেই হস্ত, সেই গাণ্ডীব, সেই বাণ, সেই সকলই আছে, কিন্তু আমার সে ক্ষমতা কোথা গেল? লগুড় লইয়া দস্যুরা আমাকে অনায়াসেই পরাস্ত করিয়া গিয়াছে, একি আশ্চর্য্য ব্যাপার। ব্যাস

কহিলেন আশ্চর্য্য কিছুই নয়, কালে সকলই হয় আবার সকলই যায়, চিরকাল একরূপ কিছুই থাকে না। কৃষ্ণের তেজেই তুমি তেজস্বী ছিলে, তিনি স্বধামে গমন করিয়াছেন, তোমার তেজ তোমার বীর্য্য সকলি তাঁহার সহিত গিয়াছে। তাঁহার যেমন ভূলোকে থাকিবার আর প্রয়োজন নাই বলিয়া তিনি ভূলোক ত্যাগ করিয়াছেন, তোমারও সেইরূপ,ভূলোক পরিত্যাগের সময় উপস্থিত, তুমি এক্ষণে সাংসারিক বিষয়ে বিমুখ হও, আত্মতত্ত্বে মনোযোগ কর, রাজা যুধিষ্ঠিরকেও এই সকল কথা গিয়া বল, ইহা কহিয়া ব্যাস স্থানান্তরে গমন করিলেন। অর্জ্জুন হস্তিনাপুরে আসিয়া ব্যাসের কথা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, তাহাতে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা দ্রৌপদীসহ বিষয়বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক তপস্বি-বেশে মহাপ্রস্থানে হিমালয়ে যাত্রা করিলেন। তথায় তাঁহারা একে একে ক্রমে লোকান্তর প্রাপ্ত হন।—মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ তথা কিরাতার্জ্জুনীয়।

অর্জ্জুন। অর্জ্জুন নামে দুইটী বৃক্ষ বৃন্দাবনে ছিল। উহারা কুবেরের পুত্র গুহ্যক, উহাদিগের নাম নলকূবর ও মণিগ্রীব, নারদের শাপে বৃক্ষ হয়। একদা হিমালয়ের উপবনে ঐ নলকুবর ও মণিগ্রীব মদিরাপানে মত্ত হইয়া নগ্ন অবস্থায় স্ত্রীগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে এমত সময়ে নারদ ঋষি হঠাৎ সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, হইলে যুবতীরা সকলেই লজ্জিতভাবে বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পলায়ন করিল। কিন্তু ঐশ্বর্য্য ও মদিরাতে মত্ত ও

উন্মত্তপ্রায় সেই কুবের-পুত্রদ্বয় তদবস্থই থাকিল, তাহাতে নারদ তাহাদিগকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে তোমরা বহুদিবস গোকুলে বৃক্ষ হইয়া অবস্থান কর, তাহা হইলেই তোমাদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে। হরির সান্নিধ্যে অবস্থান করাতে ভক্তিলাভ করিয়া রজ ও তমোগুণ হইতে পরিত্রাণ পাইবে, কৃষ্ণই তোমাদিগের শাপ মোচন করিবেন। ইহা কহিয়া নারদ নারায়ণ-ঋষির আশ্রমে গমন করিলেন। সেই অবধি উক্ত কুবেরের দুই পুত্র অর্জ্জুন বৃক্ষ হইয়া গোকুলে অবস্থিত থাকিল। পরে তাহাদিগের উদ্ধার এইরূপে হয়, কৃষ্ণ শিশুকালে দধিভাণ্ড ভঙ্গ ও নবনীত চুরি প্রভৃতি নানা অবাধ্যতার কার্য্য করিতেন। একদা যশোদা কৃষ্ণের উক্তরূপ দৌরাত্ম্য দৃষ্টে বিরক্তা হইয়া প্রথমে যষ্টি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হন, কিন্তু কৃষ্ণের ভীত-ভাব দর্শনে পুত্র-স্নেহে কাতরা হইয়া মারিতে পারিলেন না, উদূখলে বন্ধন করিয়া রাখিতে উদ্যোগ করিলেন। যশোদা যত রজ্জু আনিয়া কৃষ্ণকে বন্ধন করেন, ততই রজ্জু দুই আঙ্গুল অপ্রতুল হয়, কিছুতেই কুলায় না। গৃহে যত দড়ি ছিল ক্রমে সকলি আনিলেন, তথাপি দুই আঙ্গুল অনটন হইল, ইহাতে যশোদা ও গোপিকারা সকলেই বিস্ময়ান্বিত হইলেন। পরিশেষে কৃষ্ণ যশোদার পরিশ্রমে কাতরতা দেখিয়া স্বয়ং বন্ধন লইলেন। যশোদা পুত্র বদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া ওরে দুরন্ত সন্তান এখন কি করিতে পারিস্ কর, বলিয়া

কর্ম্মান্তরে চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণের হস্ত ও উদর উদুখলে বদ্ধ* রহিল, কৃষ্ণ বদ্ধদশায় তথায় একাকী থাকিলেন, এই সময় সেই শাপভ্রষ্ট দুইটী অর্জ্জুন বৃক্ষ তাঁহার নয়নগোচর হওয়াতে তিনি নারদের বাক্য সত্য করিতে সেই বদ্ধ অবস্থাতে উদুখল টানিতে টানিতে ক্রমে সেই বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে গেলেন। উদুখল বৃক্ষে ঠেকিলে কৃষ্ণ পুনর্ব্বার তাহা যেমন টানিলেন, অমনি ঐ দুইটী বৃক্ষ পতিত হইল, তাহাতে নলকুবর ও মণিগ্রীবের শাপ মোচন হয়।—ভাগবত তথা ভবিষ্যপুরাণ।

বিষ্ণুপুরাণে নারদ মুনির শাপের কোনই উল্লেখ নাই। বৃক্ষ উৎপাটনের বিষয় এই মাত্র লিখিত আছে যে, কৃষ্ণ বন্ধন মোচন নিমিত্ত উদুখল টানিতে টানিতে ঐ অর্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে গমন করিলে উদুখল বৃক্ষে আটক হইল, পরে কৃষ্ণ যেমন তাহা টানিলেন অমনি ঐ বৃক্ষদ্বয় উৎপাটিত হইয়া পতিত হইল।

অর্জ্জুনায়ন। দেশবিশেষ।—বরাহসংহিতা।

অর্জ্জুনী। করতোয়া নদীর নামান্তর।—মেদিনী। ত্রিকাণ্ডকোষে শৈত্যবাহিনী নদীর উল্লেখ আছে, সেই নদী এক্ষণে ধবলা ও ধবলী নামে বিখ্যাত। বোধ হয় উহারই অপর নাম অর্জ্জুনী।

অর্থ। ধর্ম্মের পুত্র, দক্ষের কন্যা ক্রিয়ার গর্ভজাত।—

---

* এই নিমিত্ত কৃষ্ণের নাম দামোদর হয়।

ভাগবত। পরন্তু বিষ্ণুপুরাণ ও অন্যান্য পুরাণের মতে ধর্ম্মের স্ত্রী-ক্রিয়ার গর্ভে দণ্ড, নয় ও বিনয় নামে তিনটী পুত্র জন্মে। অর্থের কোন উল্লেখ নাই।

অর্থশাস্ত্র। রাজনীতি শাস্ত্র। এই শাস্ত্র বৃহস্পতি-প্রণীত।—বিষ্ণুপুরাণ, তথা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ। ইহার অপর নাম দণ্ডনীতি।

অর্দ্ধকেতু। রুদ্রবিশেষ, কশ্যপের ঔরসে সুরভীর গর্ভে জাত।—বায়ু, তথা লিঙ্গপুরাণ। পরন্তু ভাগবত, হরিবংশ, তথা বিষ্ণু ও মৎস্যপুরাণে একাদশ রুদ্রের মধ্যে অর্দ্ধকেতুর নাম দৃষ্ট হয় না।

অর্দ্ধগঙ্গা। কাবেরী নদী।—ত্রিকাণ্ড শেষ। মহাভারতে তথা নারায়ণসংহিতাতে লিখিত আছে, গঙ্গা জহ্নুমুনিকে বিবাহ করিতে অভিলাষ করিয়া তাঁহার নিকটে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তিনি সম্মত হইলেন না। তাহাতে গঙ্গা তাঁহার যজ্ঞবাট প্লাবিত করিলে জহ্নু ক্রোধ করিয়া গঙ্গাকে পান করিয়া ফেলিলেন। পরে ভগীরথের আকিঞ্চনে নিজ জঙ্ঘাদেশ বিদীর্ণ করিয়া গঙ্গাকে প্রসব করিয়া দিলেন, এই হেতু গঙ্গার নাম জাহ্নবী ও জহ্নুসুতা হয়। পরে গঙ্গা যুবনাশ্বের তপোভঙ্গ করাতে যুবনাশ্ব গঙ্গাকে মানুষী হও বলিয়া শাপ দেন, তাহাতে গঙ্গা অর্দ্ধ শরীরে ঐ যুবনাশ্বেরই কাবেরী নামে কন্যা হন। এই নিমিত্ত কাবেরীর নাম অর্দ্ধ-গঙ্গা হয়।

অর্দ্ধনারীশ। শিবের মূর্ত্তি বিশেষ। এই মূর্ত্তি নীল-

মণির ন্যায় চিক্কণ, ত্রিনেত্র, চতুর্ভুজ। হস্তে পাশ, রক্ত-পদ্ম, নর-কপাল (মড়ার মাথা) ও শূল। নানাবিধ ভূষণে ভূষিত এবং ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র।—তন্ত্রসার।

অর্দ্ধনারীশ্বর। শিবের নামান্তর।—লিঙ্গপুরাণ।

অর্ব্ববসু। বায়ু, লিঙ্গ, তথা মৎস্যপুরাণের মতে সূর্য্য হইতে বহুসহস্র কিরণ নির্গত হয়, তন্মধ্যে সুষুম্না, হরিকেশ, বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বকার্য্য, সম্পদ্বসু, অর্ব্ববসু এবং স্বরাজ এই সাতটী কিরণ প্রধান। ইহাদিগের দ্বারাই চন্দ্র ও গ্রহ নক্ষত্র তেজঃ প্রাপ্ত হয়।

অর্ব্বরীবান্। ঋষিবিশেষ, পুলহের ঔরসে দক্ষের কন্যা ক্ষমার গর্ভে জাত।—বিষ্ণুপুরাণ। ভাগবতে ইহাঁর নাম বরীয়ান্। বায়ু ও লিঙ্গপুরাণে অর্ব্বরীবানের স্থলে অম্বরীষ লিখিত আছে। স্বারোচিষ মন্বন্তরে যে সাত জন ঋষি প্রধান তন্মধ্যে পুলস্ত্যের পুত্র অর্ব্বরীবান্ সপ্তম। বিষ্ণুপুরাণ মতে এই মন্বন্তরে ঋষিগণের নাম ঊর্জ্জ, স্তম্ভ, প্রাণ, দত্তোলি, ঋষভ, নিশ্চর ও অর্ব্বরীবান্। পরন্তু ব্রহ্মপুরাণ তথা হরিবংশে ইহাঁদিগের নাম ঔর্ব্ব, স্তম্ভ, কশ্যপ, প্রাণ, বৃহস্পতি, চ্যবন, এবং দত্তোলি।

অর্ব্বাক্স্রোত। অষ্টবিধ সৃষ্টিমধ্যে অর্ব্বাক্স্রোত অর্থাৎ মনুষ্য-সৃষ্টি সপ্তম।—বিষ্ণুপুরাণ। অপর বিষয় অনু-গ্রহ শব্দে দ্রষ্টব্য।

অর্বুদ। পর্ব্বত বিশেষ।—ভাগবত, পদ্ম, তথা মার্কণ্ডেয়-পুরাণ। এই পর্ব্বত রাজপুতনা অন্তঃপাতি আরাবলী নামক

পর্ব্বত-শ্রেণীভুক্ত, ৫০০০ পাদ উচ্চ, এবং শিরোহী হইতে ৯ক্রোশ অন্তর। অর্ব্বুদ এক্ষণে আবু নামে খ্যাত। বিষ্ণুপুরাণ মতে অর্ব্বুদ পর্ব্বত প্রয়াগ, পুষ্কর ও কুরুক্ষেত্রের সমতুল্য পুণ্য তীর্থ। বিষ্ণুপুরাণ পাঠ করিলে কিম্বা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে ফল, তাহা অর্ব্বুদ পর্ব্বতে উপবাস করিলে লব্ধ হয়। মহাভারতে লিখিত আছে এই পর্ব্বতের উপরি বশিষ্ঠের আশ্রম ছিল। অদ্যাপি তথাকার এক সুপ্রসিদ্ধ সরোবরের নিকটে বশিষ্ঠের একটী মন্দির দৃষ্ট হয়। ঐ পর্ব্বতে অনেক শিব-মন্দির এবং জৈন মন্দিরও আছে। অচলেশ্বর নামক শিবের যে এক প্রসিদ্ধ মন্দির আছে, তাহাতে ৮০৮ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। অচলেশ্বর মন্দির সম্মুখে নন্দির এক মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। আরো চতুর্ম্মুখ নামক ব্রহ্মার একটী মন্দির আছে, এতদ্ভিন্ন কণখলেশ্বর, নেমিনাথ, আদিনাথ, ভৈরব প্রভৃতির মন্দিরও দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তথায় অর্ব্বুদাভবানীর এক কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

অর্ব্বুদ। জাতি বিশেষ।—বিষ্ণুপুরাণ। বোধ হয়, ইহারা মেওয়ারদেশে আবু পর্ব্বত নিকটবাসী ছিল।

অর্হৎ। (অর্হন্) জৈনদিগের অপর নাম।—বিষ্ণুপুরাণ।

অর্হৎ। রাজা বিশেষ। ইনি কোঙ্ক, বেঙ্কট, এবং কূটকের অধিপতি ছিলেন।—ভাগবত।

অলকনন্দা। গঙ্গা বিষ্ণুর চরণ হইতে নিঃসৃত হইয়া চন্দ্রমণ্ডল প্লাবিত করত ব্রহ্মলোকে পতিত হন। পরে

ব্রহ্মপুরী পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার চারিটী ধারা হয়, ঐ চারিটী ধারা চারিটী নদী, সেই সেই নদীর নাম সীতা; অলকনন্দা, চক্ষু এবং ভদ্রা। অলকনন্দা ভারতবর্ষ অভিমুখে দক্ষিণদিগ্ ব্যাপিয়া সাত ভাগে বিভক্ত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছেন। মহাদেব এই অলকনন্দাকে শত শত বর্ষ মস্তকে ধারণ করিয়া রাখেন। ইনি তথা হইতে ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া সগর সন্তানদিগের নিস্তারের কারণ হন।—বিষ্ণু ও ভবিষ্যপুরাণ। পদ্মপুরাণ মতে অলকনন্দা দেবলোকের নদী। গঙ্গা ব্রহ্মলোক হইতে মেরু পর্ব্বতের নিম্নে গঙ্গোত্তরীতে নামিয়া অধোগঙ্গা, জাহ্নবী এবং অলকনন্দা নামে ত্রিধারা হন। অধোগঙ্গা পাতালের নদী, জাহ্নবী পৃথিবীর ও অলকনন্দা স্বর্গের নদী।

অলকা। কুবেরের নগরী।—অমরকোষ।

অলকাধিপ। কুবেরের নামান্তর।—কিরাতার্জ্জুনীয়, তথা ত্রিকাণ্ডশেষ।

অলম্বুষ। রাক্ষস বিশেষ। এই রাক্ষস কুরুক্ষেত্রে অভিমন্যুর সহিত অনেক প্রকার মায়াযুদ্ধ করিয়াছিল, পরিশেষে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে।—মহাভারত।

অলম্বুষা। অপ্সরা বিশেষ। ইনি কশ্যপের প্রধা নাম্নী স্ত্রীর গর্ভে জাত।—মহাভারত। অলম্বুষা সূর্য্যবংশীয় তৃণবিন্দু রাজাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার ঔরসে ইহাঁর গর্ভে বিশাল নামক রাজার জন্ম হয়। ঐ বিশাল বৈশালীনগরী স্থাপন করেন।—বিষ্ণুপুরাণ। মহাভারতের

মতে অলম্বুষার তিনটী পুত্র, তাহাদিগের নাম বিশাল, শূন্যবন্ধু এবং ধূম্রকেতু।

অলর্ক। চন্দ্রবংশীয় প্রতর্দ্দনের পুত্র। ইহাঁর বিষয় কথিত আছে ষাট হাজার ও ষাট শত বৎসর অলর্ক ব্যতীত অন্য কোন যুবা রাজা পৃথিবী ভোগ করেন নাই।—বিষ্ণুপুরাণ। বায়ু ও ব্রহ্মপুরাণে এবং হরিবংশেও ঐরূপ বর্ণন, প্রত্যুত ইহাও লিখিত আছে, যে লোপামুদ্রার প্রসাদে অলর্ক এমত দীর্ঘজীবী হন। গণেশ কাশীর প্রতি শাপ দিলে দিবোদাস কাশী পরিত্যাগ করেন, সেই সময়ে ক্ষেমক রাক্ষস তথায় গিয়া বাস করে। শাপ অবসানে এই অলর্ক ক্ষেমক রাক্ষসকে সংহার করিয়া ঐ নগরী পুনর্ব্বার বাসযোগ্য করেন।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে অলর্কের মাতা মদালসা স্বীয় পুত্রকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা প্রদানপূর্ব্বক চিরজীবী হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন, ইহাতে তিনি অতি দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন।

মহাভারতে অলর্কের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, অলর্ক রাজা অতি তেজস্বী ও পরম তপস্বী ছিলেন, তাঁহার বলবীর্য্য অসাধারণ, তিনি ধনু মাত্র সহায়ে সসাগরা পৃথিবী জয় করেন। অলর্ক একদা এক বৃক্ষ-মূলে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিলেন অন্যান্য শত্রু জয় করিলে কি হইবে। মন, ঘ্রাণ, জিহ্বা, ত্বক্, শ্রোত্র, চক্ষু ও বুদ্ধি এই সাতটী আন্তরিক শত্রু জয় করি;

ইহা ভাবিয়া ধনুকে বাণ যোগ করিলেন। ইত্যবসরে ঐ মন প্রভৃতি সকল ক্রমে মূর্ত্তিমান হইয়া অলর্ককে কহিল, অলর্ক এ বাণ আমাদের প্রতি প্রয়োগ করিলে আমাদের কিছুই হইবে না, বরং তোমার শরীরই নষ্ট হইবে, অতএব যে বাণে আমরা পরাজিত হইব তাহাই আমাদের প্রতি ক্ষেপ কর। বুদ্ধিমান অলর্ক তাহা শ্রবণে বিবেচনা করিয়া যোগ অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাহা অভ্যস্ত হইলে সেই যোগরূপ বাণ দ্বারা সকল ইন্দ্রিয় শত্রু পরাজয় করিলেন।

অলর্ক। দংশ নামক অসুর ভৃগুর শাপে আট পা বিশিষ্ট,অতি তীক্ষ্ণ দন্ত, গাত্রের লোম সুচের ন্যায়, এইরূপ আকৃতি ধারণ করিয়া অলর্ক নামে খ্যাত হইয়াছিল। পরে সেই অলর্করূপী দংশ কর্ণের উরুদেশ বিদীর্ণ করিয়া পরশুরামের নয়নগোচর হওয়াতে শাপ-মুক্ত হইয়া পূর্ব্ব-শরীর প্রাপ্ত হয়।—মহাভারত। অপর বিষয় কর্ণশব্দে দ্রষ্টব্য।

অলক্ষ্মী। লক্ষ্মীর জ্যেষ্ঠা। সমুদ্র মন্থনে অগ্রে ইহাঁর উৎপত্তি পরে লক্ষ্মীর উৎপত্তি হয়। অলক্ষ্মী উৎপন্না হইলে তাঁহাকে সুরাসুর কেহই গ্রহণ করে নাই। পরে দুঃসহ নামে এক মহাতপা ব্রাহ্মণ বিবাহ করিয়া লইয়া যান্। অলক্ষ্মী দুঃসহের প্রতি অনুরক্তা হইলেন, কিন্তু দুঃসহ যখন দেবালয় প্রভৃতিতে যাইতেন তখন সঙ্গে যাইতেন না, ইহাতে দুঃসহ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া একদা

মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে অনেক স্তুতি বিনতি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন প্রভো ! আমার স্ত্রী সর্ব্বত্র আমার সঙ্গে যায় না কেন। মার্কণ্ডেয় হাস্য করিয়া কহিলেন আপনি ইহাঁকে না জানিয়াই বিবাহ করিয়াছেন, ইনি অলক্ষ্মী, ইনি লক্ষ্মীর অগ্রজা, ইহাঁর নাম জ্যেষ্ঠা। ইনি সর্ব্বত্র গমন করেন না,তাহা ইহাঁর স্বভাব। যে স্থানে বিষ্ণুভক্ত বা রুদ্র-ভক্ত ব্যক্তি অবস্থান করেন, যথায় শক্তির নাম উচ্চারিত হয়, বেদগান, জপ যজ্ঞ, হোম পূজা প্রভৃতি হয় এবং যে গৃহে গো ব্রাহ্মণ ও অতিথির সমাগম, তথায় ইনি কদাচ যাইবেন না। যে গৃহ হইতে অতিথি বিমুখ, যে গৃহে নিয়ত স্ত্রী পুরুষে কলহ, বিবর্ণা কন্যা, দেব দ্বিজের নিন্দা, সৎকার্য্যে ঘৃণা, যে গৃহ গোশূন্য ও ভগ্ন-দশাপন্ন, যাহাতে কণ্টকবৃক্ষ, নিষ্পত্র লতা, ব্রহ্মবৃক্ষ, অর্ক, বন্ধুজীব, করবীর, মল্লিকা, বকুল, কদলী, পনস, তাল, তমাল, তেতুল, কদম্ব ও খদির বৃক্ষ, যে বাটীতে একটী দাসী, তিনটী গো, পাঁচটী মহিষ, ছয়টী অশ্ব ও সাতটী হস্তী, সেই সেই স্থানে তুমি এই স্ত্রীকে লইয়া বাস করিতে পারিবে। যে গৃহে প্রেতাসনে বিকটাকার উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা এবং বিকটাকার ক্ষেত্রপাল,নগ্ন সন্ন্যাসী, খদ্যোত-প্রচার অর্থাৎ জোনাক পোকার সঞ্চার, শয্যাতে ভোজন, দিবসে, পর্ব্বে এবং সন্ধ্যাকালে বিহার ও দিবসে শয়ন, গমন করিতে করিতে ভক্ষণ, মলিনবেশ ধারণ, দেহের সংস্কার নাই, অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ না রাখিয়া সকলই ভক্ষণ, অধৌত

চরণে শয়ন, সন্ধ্যাকালে শয়ন এবং নিরন্তর দ্যূতক্রীড়া, সেই গৃহে তুমি সস্ত্রীক হইয়া প্রবেশ কর। অধিক কথা কি, যে স্থানে সৎকার্য্যমাত্র নাই কেবল অসৎকার্য্য, সেই তোমাদিগের বাসস্থান। ইহা বলিয়া মার্কণ্ডেয় অন্তর্হিত হইলেন। দুঃসহ অলক্ষ্মীকে পৃথিবীমধ্যে বাসস্থান অন্বেষণ করিতে কহিয়া আপনি পাতালে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন, অলক্ষ্মী কহিলেন, তুমি যদি আমাকে পরিত্যাগ করিলে, তবে আমাকে কে আশ্রয় দিবে, আমাকে কে পূজা করিবে। দুঃসহ কহিলেন স্ত্রীলোকেই প্রায় তোমাকে পূজা করিতে পারে, যে পূজা করিবে তাহাকেই তুমি আশ্রয় করিয়া থাক, ইহা বলিয়া পাতালে গমন করিলেন। পরে অলক্ষ্মী পৃথিবীতে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। একদা লক্ষ্মীসমভিব্যাহারে নারায়ণকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসিলেন প্রভো, আমার স্বামী আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন এক্ষণে আমি কোথা যাই। নারায়ণ কহিলেন যে স্থানে বিষ্ণুপূজা ব্যতিরেকে শিবপূজা ও শিবপূজা বিনির্ম্মুখে বিষ্ণুপূজা তথায় তুমি গিয়া বাস কর।—লিঙ্গপুরাণ।

পদ্ম পুরাণে কথিত আছে অলক্ষ্মীর স্বামী কলি। সমুদ্র মন্থনে রক্তমাল্য ও রক্তবস্ত্র পরীধানা অলক্ষ্মী উৎপন্না হইয়া দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমাকে কি করিতে হইবে বল। দেবতারা কহিলেন যে গৃহে নিত্য কলহ, শবমুণ্ড, অস্থি, কেশ ও চিতাভস্ম সেই গৃহে তুমি বাস কর। যে

ব্যক্তি নিষ্ঠুর বাক্য ও মিথ্যা বাক্য ব্যবহার করে, সন্ধ্যাকালে নিদ্রা যায়, চরণ ধৌত না করিয়া শয়ন করে, অথবা তৃণ, অঙ্গার, বালুকা, অস্থি, প্রস্তর, লৌহ ও চর্ম্মদ্বারা দন্ত ধাবন করে, কিম্বা যে ব্যক্তি রাত্রিকালে তিলপিষ্ট (তিলকুটো) গাঁজা, শ্রীফল, লাউ, ছাতিম প্রভৃতি ভক্ষণ করে, সেই পুরুষকে তুমি আশ্রয় করিয়া থাক।

স্মৃতি-সংগ্রহকর্ত্তা আচার্য্যচূড়ামণি অলক্ষ্মী পূজার এইরূপ বিধি দিয়াছেন। কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যার রাত্রে গোময়ের পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাম হস্তে নির্ম্মাল্য পুষ্প ও কৃষ্ণবর্ণ পুষ্পদ্বারা অলক্ষ্মীকে পূজা করিবে। তাহার মূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণ, দ্বিভুজ, কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান, লৌহের অলঙ্কারে ভূষিত, কাঁকরের চন্দন সর্ব্বাঙ্গে লিপ্ত, হস্তে ঝাঁটা, গর্দ্দভে আরূঢ় এই অলক্ষ্মী, ইনি সর্ব্বদাই কলহ-প্রিয়। ইহাকে পূজা করিয়া এইরূপ স্তব করিবে, দেবি, আমার এই পূজা গ্রহণ করিয়া তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান করত আমার শত্রুর গৃহে গিয়া অবস্থান কর, যদি আমাকে প্রসন্না হইয়া থাক তোমার কাছে এই প্রার্থনা আমার পুত্র মিত্র কলত্রাদিকে তুমি কদাচ আশ্রয় করিও না। এইরূপ স্তব করিয়া শূর্প অর্থাৎ কুলার বাদ্যে ভদ্রাসনের সীমান্তে বিসর্জ্জন করিবে।

ব্রহ্মপুরাণে কথিত আছে নিশীথ অর্থাৎ অর্দ্ধ রাত্রিকালে অলক্ষ্মীকে পূজা করিয়া অমন্ত্র বিসর্জ্জন করিতে হয়।

ভবিষ্যৎ পুরাণের মতে অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইলে নিদ্রা

নিমীলিত লোচনে সূর্প ও ডিণ্ডিম অর্থাৎ ঢোল বাদ্য দ্বারা হৃষ্টান্তঃকরণে স্বগৃহ হইতে অলক্ষ্মীকে বহিষ্কৃত করিবে।

অলক্ষ্মীর অপর নাম, কালকর্ণী, নরকদেবতা ও জ্যেষ্ঠা-দেবী।—পদ্মপুরাণ, শব্দরত্নাবলী ও জটাধর।

অলিন্দ। জাতিবিশেষ।—মহাভারত। এই জাতির নাম অনিন্দও লিখিত আছে।

অবতার। বিষ্ণুর দশ অবতার সচরাচর কথিত। পরন্তু ভাগবতে বিষ্ণুর চতুর্বিংশতি অবতার বর্ণিত হইয়াছে, এবং লিঙ্গপুরাণে শিবের অষ্টাবিংশতি অবতারের উল্লেখ আছে। সেই সেই অবতারের সবিশেষ শিব ও বিষ্ণু শব্দে দ্রষ্টব্য।

অবর্ত্তন। উপদ্বীপ বিশেষ।—ভাগবত, ভগবতীভাগবত তথা পদ্মপুরাণ।

অবন্তি। মালবদেশ।—হেমচন্দ্র তথা মৎস্যপুরাণ।

অবন্তি। জাতি বিশেষ।—মহাভারত। ইহারা মাল-ওয়া দেশ বাসী ছিল।

অবন্তী। বিক্রমাদিত্যের রাজধানী। ইহার অপর নাম অবন্তিকা, বিশালা, উজ্জয়িনী, বিষ্ণুপাদ ও মহাকাল-পুরী। অবন্তী শিপ্রা নদীর তীরে অবস্থিত। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে ইহার নাম অবন্তিকা লিখিত আছে, এই পুরী মোক্ষ-দায়িকা সপ্ত পুরীর মধ্যে পরিগণিত। মহাকাল সর্ব্বদাই এই পুরীতে অধিষ্ঠান করেন, তথায় মৃত্যু হইলে মোক্ষ হয়; এই পুরী পাপীদিগের দর্শন স্পর্শনাদিতে

অতি দুর্লভ। স্কন্দপুরাণ মতেও ইহার নাম অবন্তিকা এবং মোক্ষদায়িনী সপ্ত পুরীর মধ্যে গণ্য।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে অবন্তী তিন যোজন বিস্তীর্ণ, উহার উত্তরদিগে শিপ্রা নদী। মহাপাতকী সে স্থানে বাস করিলে নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। দেবতা, সাধ্য, সিদ্ধ, অপ্সর ও কিন্নরগণ তত্রত্য মহাকালেশ্বরকে সর্ব্বদা সেবা করে। ঐ শিবপূজার ফলে মহোবল নামে রাজা স্বর্গ লাভ করিয়াছিলেন। শিবপুরাণে মহোবল রাজার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—তিনি অগ্রে শিবপূজা করিতেন না, পরে এক দিন এক বৃদ্ধাকে শিবপূজা করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন শিবপূজাতে কি হয়? বৃদ্ধা উত্তর করিল সকল অভিলাষই পূর্ণ হয়। আমি পূর্ব্বে অতি দরিদ্রা ছিলাম, শিবের আরাধনায় আমার সে অবস্থা আর নাই, আমার সকল দুঃখ দুর হইয়াছে। তাহাতে রাজা ভাবিলেন আমি অপুত্র, যদি শিবের আরাধনায় আমার পুত্র হয়, তাহা হইলে আমারও অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে, ইহা ভাবিয়া শিবের পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে তাঁহার পুত্র হইল ও রাজা চরমে স্বর্গলাভ করিলেন।

লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে, ৭টী মোক্ষদায়িকা পুরী মধ্যে ৩॥০টী শিবের পুরী, অপর ৩॥০টী বিষ্ণুর পুরী। অবন্তিকা, মায়া, কাশী ও কাঞ্চীর অর্দ্ধ ইহা শিবের, অযোধ্যা, মথুরা, দ্বারাবতী এবং অপর অর্দ্ধ কাঞ্চী বিষ্ণুর

পুরী। প্রসিদ্ধ দ্বাদশ শিবলিঙ্গ* মধ্যে উজ্জয়িনীতে যে লিঙ্গ আছে তাহার নাম মহাকাল।

শিবপুরাণের মতে উজ্জয়িনী পুরীতে মহাকাল শিবের অবস্থিতি প্রযুক্ত ঐ পুরীর নাম মহাকাল পুরী হইয়াছে।

ভবিষ্যোত্তরে লিখিত আছে, বিষ্ণুর মস্তক অযোধ্যা, নাসা বারণসী, জিহ্বামুল মথুরা, হৃদয় মায়াপুরী, নাভি দ্বারাবতী, কটিদেশ কাঞ্চীপুরী, এবং পাদ অবন্তী। এই হেতু অবন্তীর নামান্তর বিষ্ণুপাদ। বিষ্ণুপাদপুরী বিশ্বকর্ম্মার রচিত। ইহা দীর্ঘে ৩ যোজন, প্রস্থে ১॥ যোজন। পূর্ব্বদিগে গোমতী কুণ্ড, তাহার তটে কৃষ্ণের মন্দির, মহাকালের দ্বারদেশে জ্ঞানকুণ্ড, তাহার উত্তরে শিপ্রা নদী। পুরীতে সিদ্ধেশ্বর নামে এক বট বৃক্ষ আছে, সেই স্থানেই মঙ্গলেশ্বর প্রতিষ্ঠিত। একদা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র ইতস্তত ভ্রমণ করত নগরীর বিশাল শোভা সন্দর্শন করিয়া ঐ নগরীর নাম বিশালা রাখিলেন।

স্কন্দপুরাণে অবন্তীর এইরূপ মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এই পুরী বিষ্ণুপদে স্থাপিত বলিয়া ইহার নাম পাদবতী

* লিঙ্গপুরাণ মতে এই দ্বাদশ লিঙ্গ এই এই স্থানে স্থাপিত আছে। যথা— সৌরাষ্ট্রে সোমনাথ, শ্রীশৈলে মল্লকার্জ্জুন, উজ্জয়িনীতে মহাকাল, নর্ম্মদা-তটে ওঁকার, কাশ্মীরে অমরেশ্বর; হিমালয়পৃষ্ঠে কেদার, ডাকিনীতে ভীমশঙ্কর, বারাণসীতে বিশ্বেশ্বর, গৌতমী নদীর তটে ত্র্যম্বক, চিতাভূমিতে বৈদ্যনাথ, দারুকাবনে নাগেশ, এবং সেতুবন্ধে রামেশ্বর।

ও অবন্তী হয়। যুগে যুগে ইহার বিভিন্ন নাম হইয়া থাকে; কলিযুগে ইহার নাম উজ্জয়িনী। অবন্তী পুরীতে কলি-কালের প্রাদুর্ভাব নাই। যমদুত কদাচ ইহাতে প্রবেশ করিতে পারে না, তথায় মরিলে শবদেহ দুর্গন্ধ ও স্ফীত হয় না। পুরীতে এক সিদ্ধ বটবৃক্ষ আছে, সেই বৃক্ষ যে দর্শন ও স্পর্শ করে সে সর্ব্ব পাপহইতে মুক্ত হয় এবং যম-দুতের দর্শন পায় না। পুরীমধ্যে স্থানে স্থানে এক কোটি শিবলিঙ্গ আছে, তদ্ব্যতীত অপর একটী যে শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে তাহা তিন ভাগ হইয়া হাটকেশ্বর, মহা-কালেশ্বর ও তারকেশ্বর নামে ত্রিলোক ব্যাপ্ত আছে।

শক্তি-সঙ্গমতন্ত্রে লিখিত আছে, অবন্তী তাম্রপর্ণী নদীতটে স্থাপিত। ঐ স্থানে এক কালিকা মুর্ত্তি আছে। মৎস্যপুরাণে কথিত হইয়াছে অবন্তীতে মঙ্গলগ্রহের উৎপত্তি হয়।

অবন্তীর আধুনিক যে অবস্থা তাহা উজ্জয়িনী শব্দে বর্ণিত হইবে।

অবন্তী। নদী বিশেষ।—ভবিষ্যপুরাণ। এই নদী পারিপাত্র পর্ব্বত হইতে নিঃসৃতা এবং উজ্জয়িনী নিকটে প্রবাহিতা। উইলফোর্ড সাহেব কহেন অবন্তী শিপ্রানদীর অপর নাম, পরন্তু ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও ভগবতীভাগবতের মতে শিপ্রা ও অবন্তী, দুই ভিন্ন ভিন্ন নদী; এবং উইলসন সাহেবও অবন্তী ও শিপ্রা এই দুই বিভিন্ন নদী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অবস্থা। দশা। বৈদ্যক শাস্ত্রমতে চারি অবস্থা। বাল্য, ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত; কৌমার, ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত; যৌবন, ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত; তৎপরে বার্দ্ধক্য। পরন্তু স্মৃতিমতে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত কৌমার, ১০ বৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোর, ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বাল্য, ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত যৌবন, তাহার পর বার্দ্ধক্য এবং ৯০ বৎসরের পর বর্ষীয়ান্ অবস্থা।

অবস্থান। সূর্য্যের পথ উত্তর, মধ্যম এবং দক্ষিণ এই তিন অবস্থান অর্থাৎ এই তিন ভাগে বিভক্ত। উত্তর অবস্থানের নাম ঐরাবত, মধ্যমের নাম জারদ্গাব এবং দক্ষিণ অবস্থানের নাম বৈশ্বানর।—ভাগবতের টীকা। অপর বিষয় অজবীথি শব্দে দ্রষ্টব্য।

অবিদ্যা। তম, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধ-তামিস্র এই পাঁচ প্রকার অবিদ্যা।—বিষ্ণুপুরাণ। অপর বিষয় অন্ধতামিস্র শব্দে দ্রষ্টব্য।

অবিক্ষি। (পাঠান্তরে অবিক্ষিৎ) ইনি সূর্য্যবংশীয় করন্ধমের পুত্র।—বিষ্ণুপুরাণ। মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে বৈদিশার অধিপতি বিশাল স্বীয় কন্যা ভামিনীর স্বয়ম্বরের উদ্যোগ করিলে অবিক্ষি বলপূর্ব্বক সেই কন্যাকে হরণ করেন। তাহাতে বিশাল রাজা ও স্বয়ম্বরে সমাগত রাজারা সকলেই অবিক্ষির সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই, অব-শেষে সকলেই মিলিয়া একেবারে তাঁহাকে আক্রমণপূর্ব্বক

বন্ধন করিয়া লইয়া যান্। অবিক্ষি অধর্ম্মযুদ্ধে শত্রুহস্তে পতিত হইয়া কারাবাসে আবদ্ধ থাকিলেন। পরে রাজা-করন্ধম সম্বাদ প্রাপ্তে যুদ্ধসজ্জাপূর্ব্বক বিশাল রাজার রাজধানীতে গমন করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। তখন বিশাল রাজা অবিক্ষিকে কারামুক্ত করিয়া কর-ন্ধমের নিকটে আনিলেন এবং স্বীয় কন্যা ভামিনীকেও আনিয়া অবিক্ষির সহিত বিবাহ দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু অবিক্ষি অধর্ম্ম যুদ্ধে পরাভব ও কারাবন্ধন অপমানে অভিমানী হইয়া কোনমতেই তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না, কহিলেন আমি আর বিবাহও করিব না, রাজ্যও করিব না। রাজা করন্ধম অনেক প্রবোধ প্রদান করিলেও অবিক্ষির সেই প্রতিজ্ঞা দৃঢ় রহিল এবং তিনি তপস্যার্থ তপোবনে গমন করিলেন। রাজকন্যাও অন্যবরে বিমুখী হইয়া, যদি অবিক্ষি বিবাহ করেন ভাল, নতুবা তপস্যাতে জীবন পরিশেষ করিব এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তপোবনে গমন করিল। পরে দৈবযোগে তপোবনেই উভয়ের পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়াতে তাহাদিগের বিবাহ হয়। অবিক্ষি বিবাহ করিলেন সত্য, কিন্তু রাজ্য গ্রহণ করিলেন না। কালক্রমে অবিক্ষির ঔরসে ভামিনী-গর্ব্ভে মরুত্ত নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। ঐ পুত্রকে অবিক্ষি রাজ্য প্রদান করিলেন, পরিণামে সেই মরুত্ত রাজচক্রবর্ত্তী হন।

অবীচি। নরক বিশেষ।—বিষ্ণু, স্কন্দ ও পদ্মপুরাণ। অপর বিষয় নরক শব্দে দ্রষ্টব্য।

অব্যয়। ব্রহ্মের নামান্তর।—বিষ্ণুপুরাণ।

অশনি। বজ্রের নামান্তর।—অমরকোষ। সবিশেষ বজ্রশব্দে দ্রষ্টব্য।

অশোকবর্দ্ধন। বিন্দুসারের পুত্র, এবং চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র।—বিষ্ণুপুরাণ, তথা ভাগবত। বায়ুপুরাণে ইহাঁর নাম অশোক এবং ইহাঁর রাজত্ব কাল৩৬ বৎসর লিখিত হইয়াছে। মৎস্যপুরাণ মতে ইহাঁর নাম শুক, এবং ইহাঁর রাজ্যকাল ২৬ বৎসর।

অশোক মগধের প্রসিদ্ধ অধিপতি ছিলেন, রাজ্যাভিষেকের কিছু দিন পর বৌদ্ধ মত অবলম্বন করেন। কথিত আছে,তাঁহার রাজবাটীতে ৬৪০০০বৌদ্ধগুরু প্রতিপালিত হইতেন। উক্ত রাজা ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে ৮৪০০০টী স্তম্ভ স্থাপিত করেন। ঐ স্তম্ভ এখনো কোন কোন স্থানে দৃষ্ট হয়। রাজত্বের অষ্টাদশ বৎসরে রাজা অশোক বৌদ্ধদিগের এক মহা সভা করিয়া লঙ্কা প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধমত প্রচারার্থ বহু উপদেশক প্রেরণ করেন। বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে লিখিত আছে, বিন্দুসারের ১৬টী পত্নীর গর্ভে ১০১টী পুত্র জন্মে; অশোক তাহাদিগের এক শত জনকে সংহার করেন। এই নিষ্ঠুর অধর্ম্ম কার্য্যহেতু তিনি অশোক নামে খ্যাত হন। পরে তিনি অতি ধর্ম্মনিষ্ঠ হওয়াতে তাঁহার নাম (ধর্ম্মাশোক) ধর্ম্মাশোক হয়। বুদ্ধের মৃত্যুর ২১৮ বৎসর পরে অশোক রাজ্যাভিষিক্ত হন।

অশ্মক। (পাঠান্তরে অশ্মল এবং অশ্বক) জাতি বিশেষ। মহাভারত, রামায়ণ তথা বায়ু, মৎস্য ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ মতে অশ্মক জাতি দক্ষিণ-দেশবাসী ছিল।

অশ্মক। সূর্য্যবংশীয় রাজাবিশেষ, ইনি সৌদাসের পুত্র, মদয়ন্তীর গর্ভজাত। মদয়ন্তী ঐ পুত্রকে সাত বৎসর গর্ভে ধারণ করেন, পরে ব্যস্ত হইয়া এক তীক্ষ্ণ অশ্ম অর্থাৎ প্রস্তর দ্বারা স্বীয় উদর ছেদন করাতে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। ইহাতে তাহার নাম অশ্মক হইল।—বিষ্ণুপুরাণ। পরন্তু মহাভারত তথা ভাগবতের মতে অশ্মক দ্বাদশবর্ষ গর্ভস্থ থাকেন। অপর বিষয় সৌদাস অথবা কল্মাষপাদ শব্দে দ্রষ্টব্য।

অশ্রুত। (পাঠান্তরে অশ্রুতব্রণ) দ্যুতিমানের পুত্র। —লিঙ্গ, বায়ু তথা মার্কণ্ডেয় পুরাণ। এই এই পুরাণ মতে, দ্যুতিমানের দুই পুত্র, শ্রীষাবন এবং অশ্রুত। পরন্তু বিষ্ণুপুরাণে দ্যুতিমানের একই পুত্রের উল্লেখ আছে, তাঁহার নাম রাজবান।

অশ্লেষা। অশ্বিনী প্রভৃতি সাতাশটী নক্ষত্রের মধ্যে অশ্লেষা নবম। উহার আকার চক্রের ন্যায়।—দীপিকা। এই নক্ষত্রে জন্মের ফল বৃথা ভ্রমণ, দুষ্টচিত্ততা এবং সর্ব্বদা ক্রোধে ও অসন্তোষে লোককে বৃথা কষ্ট প্রদান, ইত্যাদি।—কোষ্ঠীপ্রদীপ।

অশ্বতর। নাগ বিশেষ। কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভে সহস্র সংখ্যক নাগের জন্ম হয়, উহারা বহুশিরা, ও

মহাবল পরাক্রান্ত। ইহাদিগের মধ্যে অশ্বতর একজন প্রধান। ফাল্গুন মাসে সূর্য্যরথে যে নাগ যোজিত থাকে, সে এই অশ্বতর নাগ। বাসকি বিষ্ণুপুরাণ প্রাপ্ত হইয়া বৎস্যকে শিখান, বৎস্য আবার অশ্বতরকে ঐ পুরাণ শিক্ষা দেন।—বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত, বায়ু, ব্রহ্ম ও লিঙ্গপুরাণ।

অশ্বতীর্থ। তীর্থ বিশেষ। কান্যকুব্জ প্রদেশে যে স্থানে কালীনদী গঙ্গাতে মিলিত হয়, সেই স্থান অশ্বতীর্থ।

ভৃগুবংশীয় ঋচীক নামক জনৈক ব্রাহ্মণ গাধি রাজার সত্যবতী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিতে প্রার্থনা করেন। রাজা তাঁহাকে কন্যা প্রদানে অসম্মত ছিলেন, কিন্তু অসম্মতিপ্রকাশ না করিয়া, আমি যে পণ চাহিব ইনি তাহা কদাচ দিতে পারিবেন না ভাবিয়া, তাঁহার নিকটে সর্ব্বাঙ্গ শ্বেতবর্ণ ও এক এক কর্ণ কৃষ্ণবর্ণ এমন এক সহস্র অশ্ব পণ স্বরূপ চাহিলেন। পরন্তু রাজার সেই মন্ত্রণা সিদ্ধ হইল না, ঋচীক বরুণের প্রসাদে ঐ অশ্ব-তীর্থ হইতে উক্তরূপ সহস্র অশ্ব প্রাপ্ত হইয়া তাহা প্রদানপূর্ব্বক রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন।—বিষ্ণুপুরাণ।

অশ্বত্থ। বৃক্ষ বিশেষ। পদ্মপুরাণে অশ্বত্থবৃক্ষের উৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে,—জলন্ধর নামে এক রাক্ষস ইন্দ্রপদ প্রাপ্তি বাসনায় ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করে। সেই যুদ্ধে ইন্দ্র পরাস্ত হইয়া শিবের শরণাগত হন, তাহাতে শিব স্বয়ং জলন্ধরের সহিত তুমুল রণে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ রাক্ষসের বিন্দা নাম্নী এক পতিব্রতা পত্নী

ছিল, শিবের সহিত জলন্ধরের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে বিন্দা পতির প্রাণরক্ষার্থ বিষ্ণুর তপস্যা করিতে লাগিল, তাহাতে জলন্ধরের বধ কোনরূপেই হয় না। ইহা দেখিয়া দেবতারাও ভয়ে বিষ্ণুর শরণাগত হইলেন। বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধারণ করিয়া বিন্দার তপোভঙ্গ করিবার নিমিত্ত তাহার করগ্রহণ করিলেন। যেমনই তাহার তপোভঙ্গ হইল অমনি জলন্ধর যুদ্ধে শিবকর্ত্তৃক নিহত হইল। তাহাতে বিন্দা বিষ্ণুর প্রতি শাপ প্রদানে উদ্যত হইলে বিষ্ণু ভীত হইয়া বিন্দাকে সান্ত্বনা করত কহিলেন, তুমি জলন্ধরের সহমৃতা হও, তোমার ভস্মে যে বৃক্ষ জন্মিবে তাহা আমার স্বরূপ হইবে, ঐ বৃক্ষকে পূজা করিলে আমার তুষ্টি জন্মিবে। তোমার ভস্মে তুলসী, ধাত্রী, পলাশ ও অশ্বত্থ, এই চারি বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে। জলাশয়ের নিকটে অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণ করিলে যে ফল হয় তাহা আমি শত মুখেও ব্যাখ্যা করিতে পারি না। পর্ব্ব দিনে ঐ অশ্বত্থের যত পত্র জলে পতিত হইবে তাহা রোপণকর্ত্তার পিতৃলোকের অক্ষয় পিণ্ড স্বরূপ হইবে। অশ্বত্থের ফল পন্নগ অর্থাৎ সর্পে ভক্ষণ করিলে বৃক্ষ-রোপণকর্ত্তার অক্ষয় ফল লাভ হইবে। অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞে যে ফল হয়, অশ্বত্থবৃক্ষ রোপণে তাহা লব্ধ হইবে। ঐ বৃক্ষের ছায়া গো ব্রাহ্মণ এবং দেবতা আশ্রয় করিলে বৃক্ষ-রোপণকর্ত্তার পূর্ব্ব-পুরুষদিগের অক্ষয় স্বর্গ হইবে। প্রদক্ষিণ ও পূজাদি করিলে, পুত্র বৃদ্ধি ও আয়ুর্বৃদ্ধি হইবে। অশ্বত্থবৃক্ষের মূলে বিষ্ণু, মধ্যে মহাদেব,

ও অগ্রভাগে ব্রহ্মার অবস্থান, অতএব সেই বৃক্ষ জগতের পূজ্য। শনিবার অমাবস্যাতে মৌনী হইয়া স্নান পূর্ব্বক অশ্বত্থের বন্দন করিলে সহস্র গাভী-দানের ফল হইবে।

অশ্বত্থামা। দ্রোণাচার্য্যের পুত্র, ইহাঁর গর্ভধারিণীর নাম কৃপী। দ্রোণপুত্র জন্মিবামাত্র উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের ন্যায় শব্দ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার অশ্বত্থামা এই নাম হয়। অশ্বত্থামার অপর নাম দ্রৌণি। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয়-বৃত্তি যুদ্ধ শিক্ষা করিয়া শস্ত্রবিদ্যাতে বিলক্ষণ নৈপুণ্য লাভ করেন। বাল্যকালে অর্জ্জুন দুর্য্যোধনাদি কুরু-বালকগণের সহিত ইহাঁর অস্ত্রশিক্ষা হয়। সহাধ্যায়ী বলিয়া অর্জ্জুন ও দুর্য্যোধন ইহাঁকে সখা সম্বোধন করিতেন। পরন্তু পরিশেষে চিত্তচরিত্রের সাম্য প্রযুক্ত দুর্য্যোধনেরই সহিত ইহাঁর অত্যন্ত প্রণয় হইয়াছিল। ভারত যুদ্ধে মহাবল অশ্বত্থামা অসাধারণ পরাক্রম প্রকাশ করিয়া পাঁণ্ডব-পক্ষীয় বিস্তর সৈন্য সংহার এবং অনেক মহাবীরকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ঘটোৎকচের পুত্র অঞ্জনপর্ব্বাকে শমন সদনে প্রেরণ করেন, পরে ঘটোৎকচের সঙ্গেও ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আরো ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, এবং অর্জ্জুন, নকুল প্রভৃতির সহিতও সংগ্রাম করেন। একদা মহাবীর অশ্বত্থামা ভয়ানক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ঘটোৎকচ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম, নকুল, সহদেব, যুধিষ্ঠির এবং সাত্যকির সম্মুখে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব,

সারথি ও রথ সমেত এক অক্ষৌহিণী রাক্ষসী-সেনা সংহার করেন।

যুদ্ধের অষ্টাবিংশ দিবসে কুরু-কুল বিনাশ হইলে যুদ্ধ পরিশেষ হয়। কুরু-পক্ষীয় বীরপুরুষ মধ্যে কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা এই তিনজন মাত্র অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করেন। দুর্য্যোধন ভীমের সহিত গদাযুদ্ধে উরু ভঙ্গ হওয়াতে রণশায়ী আছেন, রজনী সমাগত, এমত সময় অশ্বত্থামা কৃপ ও কৃতবর্ম্মা সমভিব্যাহারে দুর্য্যোধনের নিকটে আসিয়া বিস্তর শোক করিলেন। পরে অশ্বত্থামা পাণ্ডব-শিবির আক্রমণ পূর্ব্বক পঞ্চ পাণ্ডবকে সসৈন্যে সংহার করিতে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। দুর্য্যোধন অনুমতি দিলে তাঁহারা তিন জনে পাণ্ডব-শিবির অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাত্রি অন্ধকারাবৃত, পথাপথ কিছুই লক্ষ্য হয় না, উহাঁরা আসিতে আসিতে পরিশ্রান্ত হইয়া এক বৃক্ষতলে কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন। পরক্ষণেই কৃপ ও কৃতবর্ম্মা সেই বৃক্ষতলেই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। অশ্বত্থামার নয়নে নিদ্রা নাই, কিরূপে পাণ্ডব ও পাঞ্চালকুল নির্ম্মূল করি ইহা ভাবিতেছেন, এমত সময় দেখিলেন ঐ বৃক্ষে আশ্রয় করিয়া অনেক গুলি কাক নিদ্রা যাইতেছে। ইতিমধ্যে একটা পেচক হঠাৎ আসিয়া নিঃশব্দে এক এক করিয়া ঐ নিদ্রিত কাক সকলকেই বধ করিল। তদ্দর্শনে অশ্বত্থামা মনে মনে স্থির করিলেন,

এই পেচক আমাকে উত্তম উপদেশ দিয়াছে, এইরূপেই আমি এই নিশীথ সময়ে গিয়া নিদ্রিত শত্রুদিগকে বিনা কলহে বিনাশ করিব। পরে কৃপ ও কৃতবর্ম্মাকে জাগাইয়া সেই মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিলে কৃপ ও কৃতবর্ম্মা উভয়েই তাঁহাকে দৃঢ় প্রতিষেধ করিয়া কহিলেন, এমত কদাচ করিবে না, নিদ্রাভিভূত ও নিরস্ত্র শত্রুকে আক্রমণ করা অতি অসৎকার্য্য। কিন্তু অশ্বত্থামা তাঁহাদিগের নিষেধ না শুনিয়া কহিলেন, অদ্যরাত্রে যদি পিতৃহন্তা শত্রুদিগকে প্রতিফল না দিই তবে বৈরনির্যাতনের আর উপায় থাকিবে না। ইহা কহিয়া পাণ্ডব-শিবিরের দিগে গমন করিলেন। কৃপ এবং কৃতবর্ম্মাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

এদিগে, যুদ্ধ পরিশেষে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবেরা কুরুশিবির হস্তগত করিয়া তথায় রাত্রি যাপন করিতেছেন। পরন্তু পাণ্ডব-পক্ষীয় ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং অপরাপর বীরপুরুষ পাণ্ডব-শিবিরে অবস্থিত আছেন; দ্রৌপদীও পঞ্চপাণ্ডবের পাঁচটী সন্তানের সহিত সেই শিবিরে রহিয়াছেন। সৈন্য সামন্ত সকলেই রণ-পরিশ্রম জনিত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে। এমত সময়ে অশ্বত্থামা শিবির দ্বারে পঁহুছিলেন, পঁহুছিয়া দেখেন, এক অসম্ভব বিকটাকার তেজঃপুঞ্জ দিব্য পুরুষ দ্বাররক্ষা করিতেছেন। অশ্বত্থামা তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহার প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু অস্ত্র তাঁহার শরীর প্রাপ্তমাত্র ভস্ম হইল। তিনি পুনর্ব্বার অস্ত্রক্ষেপ করিলে তাহাও ভস্ম হইয়া গেল।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমস্ত অস্ত্র নিঃশেষিত হইল। অশ্বখামা তখন জানিতে পারিলেন কালান্তক মহাদেবই স্বয়ং পাণ্ডব-শিবির রক্ষা করিতেছেন, অতএব বৈরনির্যাতন আর তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিবে না ভাবিয়া নিজপ্রাণ আহুতি প্রদান করিতে একান্ত মানস করিলেন, ও মহাদেবের প্রতি অনেক স্তুতি বিনতি করিতে লাগিলেন। মহাদেব তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া তাঁহার ভক্তি পরীক্ষা করিতে সম্মুখে একটী অগ্নিকুণ্ডের আবির্ভাব করিয়া দিলেন। অশ্বথামা আত্মজীবন তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া সেই অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাদেব তখন সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া আপনার তেজ ও খড়্গ তাঁহাকে প্রদান পূর্ব্বক তথা হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। অশ্বথামা মহাদেবের তেজে সাতিশয় তেজস্বী হইয়া কৃপ ও কৃতবর্ম্মাকে দ্বার রক্ষা করিতে বলিয়া স্বয়ং শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ভারতযুদ্ধের পঞ্চম দিবসে অশ্বথামার পিতা দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন তাহাতে অশ্বথামা এই প্রতিজ্ঞা করেন,আমি যদি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ না করি আমি দ্রোণের পুত্র নহি, জীবন থাকিতে পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে কদাচ ক্ষান্ত হইব না। এই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ অশ্বথামা পাণ্ডব-শিবিরে প্রবেশ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন যে গৃহে শয়ন করিয়া আছেন তথায় প্রথমে সত্বর গমনপূর্ব্বক নিদ্রিত ধৃষ্টদ্যুম্নের মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাহার নিদ্রা ভঙ্গ করিলেন। পরে তাহারকেশ ও গলদেশ গ্রহণ-

পূর্ব্বক ভূতলে নিষ্পেষিত করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন অস্ফুট বচনে কহিলেন, আচার্য্যপুত্র! অস্ত্রে মারিলে আমার স্বর্গ হইবে, অতএব অস্ত্র প্রহারেই আমাকে সংহার কর; পরন্তু অশ্বত্থামা তাহা না করিয়া তাঁহাকে পশুর ন্যায় বধ করিলেন।

এই দুর্ঘটনাতে ধৃষ্টদ্যুম্নের শয়নগৃহে অবস্থিত স্ত্রীগণ চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহাদিগের রোদন-ধ্বনিতে ধৃষ্ট-দ্যুম্নের সৈন্যগণ গাত্রোত্থান করিয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ঝটিতি বহির্ভূত হইল, এবং অস্ত্রধারী এক পুরুষ ধৃষ্ট-দ্যুম্নের শয়নাগার হইতে বাহিরে যাইতেছে দেখিয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। অশ্বত্থামা তাহাদিগের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া অনেককেই রণশয্যায় শায়িত করিলেন। পরে যুধামন্যু ও উত্তমোজাকে বিনাশ করিয়া অবশিষ্ট মহারথ-গণকে সংহার করিলেন। ইহাতে শিবিরমধ্যে চতুর্দ্দিগে মহা আর্ত্তনাদ ও হাহাকার ধ্বনি উঠিল, এই গোলযোগে প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শতানীক, শ্রুতকর্ম্মা,ও শ্রুতকীর্ত্তি নামে দ্রৌপদীর পাঁচটী পুত্র জাগৃত হয়। মাতুল শত্রু-কর্ত্তৃক হত হইয়াছে ইহা শুনিয়া তাহারাও অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক অশ্বত্থামার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করে, কিন্তু অশ্বত্থামা কিয়ৎকাল মধ্যেই খড়্গদ্বারা তাহাদিগের পঞ্চ জনেরই মস্তক ছেদন করিলেন। পরে শিখণ্ডিকে এবং অবশিষ্ট পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে সংহার করিয়া পিতৃবধের শোক শান্তি করিলেন। অনন্তর অশ্বত্থামা পাণ্ডব-তনয়-

দিগের পাঁচটী মুণ্ড লইয়া শিবিরের বহির্গত হইলে, তৎপরে কৃপ ও কৃতবর্ম্মার সহিত মিলিয়া দুর্য্যোধনের নিকটে চলিলেন। রাজা দুর্য্যোধনের তখন মুমূর্ষু অবস্থা, অশ্বত্থামা তাঁহার নিকটে গিয়া রাত্রির সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে দুর্য্যোধন সেই মুমূর্ষু দশাতেও অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, আচার্য্যপুত্র! যে কার্য্য ভীষ্ম ও কর্ণ করিতে পারেন নাই, তোমার পিতাও করিতে পারেন নাই, একা তোমাহইতে সেই চিরকালের অভিলষিত কার্য্য নির্ব্বাহ হইল, ইহা বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, পরক্ষণেই রাজা দুর্য্যোধনের মৃত্যু হয়।

পরদিবস প্রাতঃকালে পাণ্ডবেরা অশ্বত্থামার সেই নিষ্ঠুর কার্য্য শ্রবণ করিয়া পুত্র-শোকে সাতিশয় কাতর হইলেন। দ্রৌপদী অশেষ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া অবশেষে ভীমকে কহিলেন, পুত্রহন্তা অশ্বত্থামার মস্তকচ্ছেদন করিয়া তাহার মস্তকে যে সহজ মণি* আছে তাহা আমাকে আনিয়া দেও। ভীম তৎক্ষণাৎ সশস্ত্র হইয়া অশ্বত্থামার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। পরে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে ভীমের সাহায্যে চলিলেন। ভীম ভাগীরথীতীরে অশ্বত্থামাকে দেখিতে পাইয়া যেমন তাঁহার বিনাশার্থ অস্ত্রক্ষেপ করিবেন অমনি অশ্বত্থামা তাঁহার প্রতি ব্রহ্মশির অস্ত্র ক্ষেপণ করিলেন। ইত্যবসরে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ তথায়

* রুদ্রযামলে লিখিত আছে যাহারা সহজমণি প্রাপ্ত হয়, তাহাদের অস্ত্রভয় থাকে না এবং ক্ষুধাতৃষ্ণা ও হয় না। অপর বিষয় সহজমণি শব্দে দ্রষ্টব্য।

আসিয়া পঁহুছিলেন, অশ্বত্থামা ব্রহ্মশির বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন, কৃষ্ণ ইহা দেখিয়া তাহা প্রতিকারার্থ অর্জ্জুনকে তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিতে মন্ত্রণা দিলেন। অর্জ্জুন তাহাই করিলেন। উভয় অস্ত্রের তেজে জগতের দাহ সম্ভাবনায় বেদব্যাস সত্বর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং অর্জ্জুন ও অশ্বত্থামা উভয়কেই অস্ত্র সংহার করিতে আদেশ করিলেন। ব্যাস-বাক্যে অর্জ্জুন অস্ত্র সম্বরণ করিলেন ; অশ্বত্থামা কহিলেন অস্ত্র সংহার করিতে আমি জানি না, অতএব এই অস্ত্র অভিমন্যুর পত্নী উত্তরার গর্ভে পতিত হউক। অশ্বত্থামা এই কথা কহিলে অস্ত্র সেই দিকে চলিল, তাহাতে কৃষ্ণ অশ্বত্থামাকে বিস্তর তিরস্কার করিয়া স্বয়ং উত্তরার গর্ভ রক্ষা করিলেন। ভীম ও অর্জ্জুন ব্যাসের কথায় অশ্বত্থামাকে বধ না করিয়া তাঁহার মস্তকমণি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন, দিলে অশ্বত্থামা তপোবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর ভীম ঐ মণি আনিয়া দ্রৌপদীকে প্রদান করেন।—মহাভারত।

ভাগবতের মতে অশ্বত্থামা রাত্রিকালে একাকী পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক দ্রৌপদীর নিদ্রিত পাঁচটী শিশুসন্তানের মস্তক ছেদন করিয়া পলায়ন করেন। পরে অর্জ্জুন পুত্রশোকে কাতরা দ্রৌপদীকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক অশ্বত্থামার পশ্চাৎ ধাবিত হন, ও তাঁহাকে বন্ধনপূর্ব্বক দ্রৌপদীর নিকটে উপস্থিত করেন। দ্রৌপদী দ্রোণপুত্রকে পশুর ন্যায় পাশবদ্ধ এবং লজ্জায় অধোমুখ দেখিয়া

দয়াপূর্ব্বক কহিলেন, আমি যেমন পুত্রশোকে কাঁদিতেছি ইহাকে বধ করিলে ইহার জননীকেও সেইরূপ কাঁদিতে হইবে, অতএব বধ না করিয়া ইহাকে ছাড়িয়া দিন। পরে অর্জ্জুন খড়্গাদ্বারা অশ্বত্থামার মস্তকমণি কেশের সহিত ছেদন করিয়া লইয়া তাঁহাকে বিমোচনপূর্ব্বক তাড়াইয়া দিলেন।

পুস্তক বিশেষে দৃষ্ট হয়, অশ্বত্থামা মস্তকমণি প্রদান করিলে তাঁহার মস্তকে ক্ষত হয়। বেদব্যাস কহিলেন যেমন তুমি কুকার্য্য করিয়াছ তেমনি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তোমার এই মস্তকের ক্ষত থাকিবে। পরে বেদব্যাস অশ্বত্থামার মস্তক জ্বলনির দুঃখ দেখিয়া এই বর দেন, লোকেরা তৈল মাখিবার অগ্রে অঙ্গুলিতে করিয়া তোমাকে তিন বার তৈল-বিন্দু প্রদান করিবে, তাহাতেই তোমার মস্তকের জ্বালা শান্তি হইবে; যে ব্যক্তি তোমার নামে অগ্রে তৈল প্রক্ষেপ না করিয়া স্বয়ং তৈল মাখিবে, তাহার ব্রহ্ম-হত্যার পাপ হইবে। সেই ব্যাস-বাক্যে লোকেরা অদ্যাপি তৈল মাখিবার সময় অগ্রে অশ্বত্থামাকে তিনবার তৈল দিয়া থাকে।

অশ্বত্থামা শিবের বরে চিরজীবী হন। চিরজীবী বলিয়া লোকের জন্ম-তিথিতে অশ্বত্থামার পূজা করিবার বিধি আছে।—স্মৃতি।

অশ্বত্থামা। সাবর্ণি মনুর পুত্র।—ব্রহ্মপুরাণ।

অশ্বপতি। মদ্রদেশের রাজা। ইনি অশ্বপুত্র নামক

রাজার পুত্র। ইহাঁর পুত্রের নাম সত্যবান্ ও পুত্রবধূর নাম সাবিত্রী। অশ্বপতি অন্ধ হওয়াতে জ্ঞাতিগোত্র সকলে একত্রিত হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করে। তিনি কিছু দিন বনে পর্ণকুটীর করিয়া অতি দুঃখে স্ত্রীপুত্র সহ বাস করিয়াছিলেন। পরে ইহাঁর পুত্রের বিবাহ হয়, সেই পুত্রবধূ সাবিত্রী যমের নিকটে বর প্রাপ্ত হন, ঐ বরে অশ্বপতি পুনর্ব্বার দিব্য চক্ষু লাভ করেন এবং স্বরাজ্যও প্রাপ্ত হন।—মহাভারত, তথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। অপর বিষয় সাবিত্রীশব্দে দ্রষ্টব্য।

অশ্বমেধ। যজ্ঞবিশেষ। মহাভারত মতে এই যজ্ঞের অশ্ব দুই প্রকার হইতে পারে। এক প্রকার, সর্ব্ব শরীর শ্যামবর্ণ, ও চিক্কণ, মনোহর স্বর্ণবর্ণ মুখ, ও শ্বেতবর্ণ কর্ণ। অন্য প্রকার, সর্ব্বাঙ্গ দুগ্ধফেনের ন্যায় শ্বেত ও শ্যামবর্ণ কর্ণ।

যোগবাশিষ্ঠ মতে অশ্বের এই এই লক্ষণ, অশ্ব বায়ুতুল্য বেগবান, উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় উন্নত, নবজলধরের ন্যায় শ্যামবর্ণ ও বলবান্, মুখ স্বর্ণবর্ণ, পার্শ্বদ্বয় মনোহর অর্দ্ধ-চন্দ্রাকার, পুচ্ছ বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল, উদর কুন্দপুষ্পের ন্যায় শ্বেত, চরণ হরিদ্বর্ণ, কর্ণ সিন্দূরের ন্যায় রক্তবর্ণ, জিহ্বা জ্বলিত অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান, চক্ষুর্দ্বয় সূর্য্যতুল্য উজ্জ্বল, শরীর অনুলোম এবং বিলোম ভাবে লোমরাজিতে বিরাজিত, গাত্রে বিচিত্রবর্ণ রজত-বিন্দু। এবং তাহার এতাদৃশ গাত্রগন্ধ যাহাতে গন্ধর্ব্বও মুগ্ধ হয়।

অশ্বমেধের বিধি।—চৈত্র মাসের পূর্ণিমাতে অশ্ব-

মেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিবে। যে পর্য্যন্ত যজ্ঞ সমাপন না হয় যজ্ঞকর্ত্তাকে কুতপ কাল অর্থাৎ বেলা দুই প্রহর একদণ্ড অতীত হইলে ভোজন করিতে ও জিতেন্দ্রিয় থাকিতে হইবে। রাত্রিকালে সস্ত্রীক ভূমিতে শয়ন করিবে, মধ্যে একখানি খড়্গ রাখিবে। সুলগ্নে অশ্বকে পূজা করিয়া তাহার ললাটে একখানি স্বর্ণপট্ট-যুক্ত জয়পত্র বাঁধিয়া দিবে। তাহার রক্ষার্থ কোন প্রধান বীর পুরুষ সেনাসহ নিযুক্ত থাকিবে। অশ্বের যথা ইচ্ছা গমন করুক্ তাহার প্রতিষেধ নাই, অনুচরদিগকে তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইবে। অশ্ব যে স্থানে শয়ন করিবে, অনুচরেরা তথায় বিশ্রাম করিবে। ঐ ভ্রমণ কালে যদি কেহ অশ্ব ধরে তাহাকে যুদ্ধে জয় করিয়া অশ্ব প্রত্যাহরণ করিতে হইবে। সংবৎসরের পর অশ্ব ফিরিয়া আসিলে বেদমন্ত্রে তাহাকে পুনর্ব্বার পূজা করিবে।

অশ্বমেধ যজ্ঞের অপরাপর বিষয় যুধিষ্ঠির ও সগর শব্দে দ্রষ্টব্য।

অশ্বমেধজ। চন্দ্রবংশীয় রাজা বিশেষ। ইনি রাজা জনমেজয়ের প্রপৌত্র। অশ্বমেধজ ৮১ বৎসর পর্য্যন্ত নির্ব্বিরোধে রাজ্য করেন।—রাজাবলী।

অশ্বমেধদত্ত। যদুবংশীয় শতানীকের পুত্র।—বিষ্ণু-পুরাণ। ভাগবতে ইহাঁর নাম অশ্বমেধজ লিখিত হইয়াছে।

অশ্বসেন। সর্প বিশেষ, তক্ষকের পুত্র। খাণ্ডব-বন দাহ কালে, তক্ষক কুরুক্ষেত্রে গিয়াছিল, অশ্বসেন মাতার

সহিত ঐ বনে ছিল, সে আত্মরক্ষার্থ অনেক যত্ন করিল, কিন্তু অর্জ্জুনের বাণে রুদ্ধ হইয়া কোন রূপেই পলায়ন করিতে পারিল না। তাহার জননী ইহা দেখিয়া স্বীয় পুত্রের প্রাণরক্ষার্থ তাহার মস্তক অবধি পুচ্ছ পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া আকাশ-পথে পলায়ন করিতে উদ্যোগ করিয়াছিল, কিন্তু অর্জ্জুন তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। ঐ সময়ে ইন্দ্র অশ্বসেনের রক্ষা নিমিত্ত অর্জ্জুনকে বাত-বৃষ্টিদ্বারা মোহিত করেন, তাহাতে অশ্বসেন মাতার জঠর হইতে নির্গত হইয়া পলায়ন করে। তদবধি অর্জ্জুনের সহিত অশ্বসেনের অত্যন্ত শত্রুতা জন্মে। অশ্বসেন ভারত-যুদ্ধে আসিয়া ঐ মাতৃহন্তা অর্জ্জুনের সংহার অভিপ্রায়ে কর্ণের সর্পবাণের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাঁহার তূণমধ্যে থাকে। কর্ণ, অর্জ্জুনের কণ্ঠ লক্ষ্য করিয়া সেই বাণ ক্ষেপণ করিলেন। অশ্বসেন কর্ণের বাণ হইয়া অর্জ্জুনকে বিনাশ করিতে আসিতেছে, কৃষ্ণ ইহা জানিয়া তৎক্ষণাৎ অর্জ্জুনের রথ কিঞ্চিৎ নমিত করিয়া দিলেন, তাহাতে ঐ বাণ অর্জ্জুনের কণ্ঠদেশে না লাগিয়া মস্তকের কিরীট ছেদন করিয়া চলিয়া গেল। অশ্বসেন কর্ণের নিকটে পুনর্ব্বার আসিয়া কহিল, মহাশয়, আমি আপনকার অন্য কোন বাণের সহিত মিলিত হই, আপনি সেই বাণ অর্জ্জুনের কণ্ঠ লক্ষ্য করিয়া পুনর্ব্বার ক্ষেপ করুন, আমি অর্জ্জুনের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিব। কর্ণ তাহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল আমি অশ্বসেন নাগ, তক্ষকের পুত্র, খাণ্ডব-দাহে অর্জ্জুন আমার

মাতাকে বিনাশ করিয়াছে, আমি ঐ মাতৃহন্তার প্রাণনাশ করিয়া প্রতিশোধ দিব। কর্ণ অভিমান-ভরে কহিলেন শত্রুকে জয় করিতে অন্যের সাহায্য প্রতীক্ষা করা কা-পুরুষের কার্য্য, অতএব তোমার সাহায্য লইয়া শত্রু জয় করিলে লোকে আমার অযশ করিবে, তাহা অপেক্ষা মরণও শ্রেয়ঃ। তোমার যথা ইচ্ছা গমন কর, আমি সহায়তা প্রার্থনা করি না। এই কথা শুনিয়া অশ্বসেন স্বস্থানে প্রস্থান করিল।—মহাভারত।

অশ্বায়ু। পুরোরবার পুত্র।—মৎস্য তথা পদ্মপুরাণ। পরন্তু মহাভারত, ভাগবত, তথা বিষ্ণু ও অগ্নিপুরাণে পুরোরবার পুত্রগণ মধ্যে অশ্বায়ুর নাম দৃষ্ট হয় না।

অশ্বিনী। দক্ষপ্রজাপতির কন্যা, চন্দ্রের পত্নী। সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে অশ্বিনী প্রথম। ঘোটকের মুখের ন্যায় ইহার আকৃতি। এই অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্ম হইলে লোক সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়, এবং বিনীত, সৎস্বভাব ও স্ত্রীবাধ্য হয়।—মহাভারত, জ্যোতিষ, তথা কোষ্ঠীপ্রদীপ। অশ্বিনী নাগবীথি অবস্থানের নক্ষত্ররাশি।—ভাগবতের টীকা।

অশ্বিনীকুমার। সূর্য্যের যমজ সন্তান, বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞার গর্ব্ভে জাত। ইহাঁদের অপর নাম আশ্বিন, দস্র, নাসত্য এবং আশ্বিনেয়। অশ্বিনীকুমারের জন্ম-বৃত্তান্ত এই,—সংজ্ঞা সূর্য্যের তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া আপনার সদৃশ ছায়া নামে এক কামিনীকে নিজ শরীর

হইতে বহির্গত করিয়া তাহাকে কহিলেন, তুমি আমার প্রতিনিধি স্বরূপ এখানে থাক, আমি কিছুকাল পিতৃগৃহে চলিলাম। ছায়া তাহা স্বীকার করিয়া সূর্য্যকে সেবা করিতে লাগিলেন। পরে ছায়ার গর্ভে শনি ও সাবর্ণি নামে দুইটী পুত্র এবং তপতী নামে একটী কন্যা জন্মিল। ছায়া আপনার সেই সন্তানদিগকে এবং সংজ্ঞার গর্ভজাত বৈবস্বত ও যম এই দুইটী পুত্র এবং যমুনা নামে একটী কন্যা সকলকেই তুল্যরূপে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। কিছু দিনের পর ছায়া দেখিলেন সূর্য্য সংজ্ঞার সন্তানের প্রতি যেমন স্নেহবান্ তাহার সন্তানের প্রতি তেমন নন, ইহাতে সংজ্ঞার সন্তানের প্রতি ছায়ারও স্নেহ-শৈথিল্য হইল। একদা যম অনাদর পূর্ব্বক ঐ মাতৃরূপা ছায়াকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হইয়া চরণ উত্তোলন করিলেন, ছায়া তদ্দৃষ্টে তাঁহাকে এই শাপ দিল, তোমার চরণে শ্লীপদ ব্যাধি অর্থাৎ গোদ হইবে।* তৎক্ষণাৎ তাহাই হইল। যম তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য চিত্তে পিতার নিকটে গিয়া কহিলেন, পিতঃ! গর্ভধারিণী পুত্রকে কখনই শাপ প্রদান করেন না, অতএব আমাদের গৃহে যিনি অবস্থান করিতেছেন ইনি মাতা না হইবেন। পরে সূর্য্য ঐ

* অপর গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, ছায়া যমকে এইরূপ শাপ দেন, তোমার পা ক্ষতযুক্ত এবং কৃমি পরিপূর্ণ হউক। যমের চরণ ঐরূপ হইলে তাহা আরোগ্য করিবার নিমিত্ত সূর্য্য তাঁহাকে একটী কুক্কুট প্রদান করেন। সেই কুক্কুট ঐ কৃমি সকল এবং ক্ষত হইতে নির্গত পুঁজ ভক্ষণ করিয়া ফেলিত।

ছায়াকে সত্য করিয়া পরিচয় দিতে কহিলে ছায়া শাপ ভয়ে যথার্থ কথা কহিলেন, প্রভো! আমি সংজ্ঞা নহি, তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপে আছি, তিনি আমাকে নিজ শরীর হইতে উৎপন্না করিয়া এস্থানে রাখিয়া পিতৃ-গৃহে গিয়াছেন। সূর্য্য তাহা শুনিয়া বিশ্বকর্ম্মার বাটীতে চলিলেন। সংজ্ঞা যখন সূর্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া পিতার বাটীতে যান, তখন তাঁহার পিতা বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া কহিয়াছিলেন, তুমি পতিসেবা পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া আসিয়াছ, আমি তোমার মুখাবলোকন করিতে চাহি না। সংজ্ঞা পিতার কথা শুনিয়া অভিমানে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন, এবং উত্তর-কুরু-বর্ষে গিয়া অশ্বিনীরূপ ধারণপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সূর্য্য বিশ্বকর্ম্মার আলয়ে সংজ্ঞাকে না পাইয়া যোগদ্বারা জানিলেন তিনি উত্তরকুরু-বর্ষে অশ্ব-শরীর ধারণ করিয়া প্রচ্ছন্না আছেন, অতএব সূর্য্যও অশ্বরূপ ধারণপূর্ব্বক সে স্থানে গমন করিলেন। তথায় কিছু দিন ঐ অশ্বিনী সহ একত্র অবস্থান করায় তাহার গর্ভে সূর্য্যের যমজ দুইটী পুত্র জন্মে, তাঁহাদিগেরই নাম অশ্বিনীকুমার হইল। ইহাঁরা দুইটী একাকৃতি, এবং নিয়ত একত্র অবস্থান করিতেন, কখনই পৃথক্ কোথায় থাকিতেন না। ইহাঁরা চিকিৎসা বিদ্যায় অত্যন্ত সুপণ্ডিত, স্বর্গে ইহাঁরা চিকিৎসা করাতে স্বর্বৈদ্য এই উপাধি প্রাপ্ত হন।—মহাভারত। বিষ্ণু-পুরাণমতে উত্তর-কুরু-প্রদেশে সংজ্ঞার গর্ভে দুইজন

আশ্বিন এবং রেবন্ত এই তিন পুত্র জন্মে। পরে সূর্য্য সংজ্ঞাকে নিজালয়ে আনয়ন করেন।

ভাগবত-মতে সংজ্ঞা ও ছায়া উভয়েই বিশ্বকর্ম্মার কন্যা ছিলেন। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে বিবস্বানের (সূর্য্যের) তিনটী স্ত্রী,—রাজ্ঞী, প্রভা ও সংজ্ঞা। রাজ্ঞীর গর্ব্ভে রেবন্ত, প্রভার গর্ব্ভে প্রভাত, এবং সংজ্ঞার গর্ব্ভে মনু, যম ও যমুনার জন্ম হয়।

অপর বিষয় আশ্বিন শব্দে দ্রষ্টব্য।

অষ্টক। সূর্য্যবংশীয় বিকুক্ষির পুত্র। রাজা বিকুক্ষি স্বীয় পিতৃ-শ্রাদ্ধের উদ্যোগ করিয়া নিজপুত্র অষ্টককে মৃগ-মাংস আহরণ করিতে কহিলেন। অষ্টক পিতার আজ্ঞায় বনে গিয়া মৃগ, বরাহ ও শশক মৃগয়া করেন। ঐ পরি-শ্রমে তাঁহার অত্যন্ত ক্ষুধা হইলে তিনি শ্রাদ্ধের বিষয় বিস্মৃত হইয়া কিঞ্চিৎ শশক মাংস ভক্ষণ করিলেন। পরে অবশিষ্ট সমুদয় মাংস আনিয়া পিতাকে দিলেন। বিকু-ক্ষির পুরোহিত বশিষ্ঠ অষ্টকের শশক মাংস ভক্ষণ বিষয় জানিতে পারিয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্র শ্রাদ্ধের নিমিত্ত উচ্ছিষ্ট দ্রব্য আনিয়াছে। রাজা তচ্ছ্রবণে প্রকুপিত হইয়া স্বীয় পুত্রকে দেশ বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। পরে বিকুক্ষি পিতৃ-শ্রাদ্ধ লোপ হইল দেখিয়া পরিতাপে রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপোবনে গমন করেন। অষ্টক তাহা শুনিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক স্বয়ং রাজ্য করিতে লাগিলেন। অষ্টক শশক ভক্ষণ করাতে তদবধি

তাঁহার নাম শশাদ হয়।—ভবিষ্যপুরাণ, ভগবতীভাগবত, তথা হরিবংশ।

অষ্টক। ঋষি বিশেষ। ইনি বিশ্বামিত্রের পুত্র, দৃষদ্বতীর গর্ব্ভে জাত। ইহাঁর অপর নাম বৈশ্বামিত্র।—হরিবংশ তথা ব্রহ্মপুরাণ।—মহাভারতে কথিত আছে অষ্টক ঋষি যযাতি রাজার দৌহিত্র এবং অত্যন্ত তপস্বী ছিলেন। রাজা যযাতি ইন্দ্র সমীপে স্বীয় পুণ্য স্বমুখে কীর্ত্তন করাতে স্বর্গ-ভ্রষ্ট হন। পরে নিজ দৌহিত্র এই অষ্টকের তপস্থার অংশে স্বর্গলোক পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অষ্টকা। শ্রাদ্ধ বিশেষ। ইহা তিন প্রকার, পূপাষ্টকা, মাংসাষ্টকা, এবং শাকাষ্টকা। পৌষমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে পূপাষ্টকা, মাঘমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে মাংসাষ্টকা, এবং ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে শাকাষ্টকা করিতে হয়।—ব্রহ্ম ও বায়ুপুরাণ তথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

অষ্টমূর্ত্তি। শিবের নামান্তর।—শিবপুরাণ, রঘুবংশ তথা কিরাতার্জ্জুনীয়। শিবের ৮টী মূর্ত্তি আছে। যথা সর্ব্বনামে ক্ষিতি-মূর্ত্তি, ভবনামে জল-মূর্ত্তি, রুদ্রনামে অগ্নি-মূর্ত্তি, উগ্রনামে বায়ু-মূর্ত্তি, ভীমনামে আকাশ-মূর্ত্তি, পশুপতি নামে জয়মান-মূর্ত্তি, মহাদেব নামে চন্দ্র-মূর্ত্তি, এবং ঈশান নামে সূর্য্য-মূর্ত্তি।—তন্ত্রসার। পরন্তু স্কন্দপুরাণের টীকাকার লেখেন, পঞ্চভূত এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি এই আটটী শিবের মূর্ত্তি।

অষ্টরথ। রাজা বিশেষ। হরিবংশে লিখিত আছে

ইনি ভীমরথের পুত্র।—পরন্তু বিষ্ণুপুরাণ ও ব্রহ্মপুরাণ মতে ভীমরথের পুত্রের নাম দিবোদাস।

অষ্টাকপাল। যাগ বিশেষ।—শ্রুতি।

অষ্টাঙ্গযোগ। যম, নিয়ম, প্রাণায়াম, আসন, ধ্যান, ধারণা, প্রত্যাহার ও সমাধি এই অষ্টবিধ যোগ।—সাঙ্খ্য।

অষ্টাবক্র। ঋষিবিশেষ। ইনি কহোড়ের পুত্র, সুমতির গর্ভে জাত। ইহাঁর মাতামহের নাম উদ্দালক। অষ্টাবক্রের অঙ্গ আট স্থানে বক্র হওয়াতে তাঁহার এই নাম হয়। একদা কহোড় বেদাধ্যয়ন করিতেছিলেন, সুমতি তথায় ছিল। পুত্র মাতৃগর্ভ হইতে কহিল, পিতঃ তোমার বেদাধ্যয়ন অশুদ্ধ হইতেছে। কহোড় তাহাতে অপ্রস্তুত হইয়া গর্ভস্থ পুত্রকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন, তোমার মন এমন বক্র, পিতাকে অপমান করিলে, অতএব তুমি অষ্টাঙ্গে বক্র হইয়া জন্মিবে। পরে এক দিন কহোড়ের পত্নী নিজস্বামীকে কহিল, আমার প্রসবকাল উপস্থিত, কিঞ্চিৎ ধন না হইলে কিরূপে ব্যয় সঙ্কুলান হয়। কহোড় তাহা শুনিয়া জনক রাজার যজ্ঞস্থানে ধন প্রার্থনায় গমন করিলেন। সেই যজ্ঞ-সভাতে বরুণের পুত্র বন্দী আগমন করিয়া এই প্রতিজ্ঞায় বেদশাস্ত্রের বিচার করিতেছিলেন,—আমার নিকটে যিনি বিচারে পরাস্ত হইবেন, তাঁহাকে জলে নিমগ্ন করিয়া দিব। এইরূপ প্রতিজ্ঞার কারণ, বরুণ সেই সময়েই যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহার যজ্ঞে পুরোহিত প্রয়োজন, অতএব তাঁহার পুত্র বন্দী বিচারে পরাজয়

রূপ ছল করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে জল নিমগ্ন করিয়া বরুণালয়ে প্রেরণ করিতেছিলেন। কহোড় জনক রাজার যজ্ঞে ঐ বন্দীর নিকটে বিচারে পরাস্ত হইলে বন্দী তাঁহাকে জল-নিমগ্ন করিয়া স্বীয় পিতা বরুণের যজ্ঞে প্রেরণ করিলেন। এদিকে তাঁহার গর্ব্ভবতী পত্নী অনু-পায়ে পিতার আলয়ে গিয়া অষ্টাবক্রকে প্রসব করেন। অষ্টাবক্র সেই মাতামহ উদ্দালকের নিকটে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। আট বৎসর বয়ঃক্রম হইলে দৈববলে সর্ব্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়া উঠিলেন। অষ্টাবক্র মাতা-মহকেই পিতা বলিয়া জানিতেন। এক দিবস উদ্দালকের পুত্র শ্বেতকেতু নিজ পিতার ক্রোড়ে বসিয়া আছেন, অষ্টাবক্র সেই ক্রোড়ে বসিতে ইচ্ছা করিয়া কহিলেন পিতঃ আমাকেও কোলে করিয়া নিন্। তাহাতে শ্বেতকেতু কহিল ইনি তো তোমার পিতা নন, মাতামহ। এ কোলে তোমার অধিকার নাই, আমি ইহাতে বসিব। অষ্টাবক্র তাহা শুনিয়া অভিমানে রোদন করিতে করিতে মাতার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মা! আমার পিতা কোথায়? মাতা সজল নয়নে কহিলেন, তুমি যখন গর্ব্ভস্থ তখন তিনি ধনের নিমিত্ত জনক রাজার যজ্ঞে গমন করেন এবং তথায় বেদ-বিচারে পরাস্ত হইয়া জলে প্রবেশ করি য়াছেন। অষ্টাবক্র মাতার নিকটে ইহা শুনিয়া পিতার উদ্দেশে জনকের রাজধানীতে গমন করিলেন। তথায় উপ-স্থিত হইয়া প্রথমতঃ জনক রাজাকে বেদ-বিচারে পরাস্ত

করিলেন। পরে সভাতে গিয়া বন্দীকেও পরাভব করিয়া তাঁহাকে জলনিমগ্ন করিতে উদ্যত হইলেন। তখন বন্দী কহিলেন আমি বরুণ পুত্র, জলে মগ্ন হওয়া আমার ক্লেশ-কর হইবে না, তুমি যাহার নিমিত্ত আসিয়াছ অবিলম্বেই সেই ফল সিদ্ধি হইবে, ইহা বলিয়া বন্দী আপনিই জলমগ্ন হইলেন। পর দিবস বন্দী কহোড়কে প্রচুর বস্ত্রালঙ্কার প্রদানপূর্ব্বক সম্মানিত করিয়া অষ্টাবক্রের সন্নিধানে আনয়ন করিয়া দিলেন। কহোড় পুত্রমুখ সন্দর্শনে পরম-প্রীত হইয়া পুত্রকে কহিলেন, বৎস তুমি বন্দীকে জয় করিয়া আমাকে উদ্ধার করিলে, অতএব আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। পরে অষ্টাবক্র পিতার আদেশে সুমঙ্গা নদীতে স্নান করেন, তাহাতে তাঁহার বক্রভাব দূরীভূত হইল।—মহাভারত, তথা ভবিষ্যপুরাণ।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—দেবাসুর যুদ্ধে দেবতা-দিগের জয় লাভ হইলে তদুদ্দেশে সুমেরু পর্ব্বতের উপরে একটী মহোৎসব হয়। সেই মহোৎসবে রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি অনেক অপ্সরা যাইতেছিল। পথিমধ্যে অষ্টাবক্রকে আকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া তপস্যা করিতে দেখিয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করত নানা প্রকার স্তব করিতে লাগিল। অষ্টাবক্র তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। কএকটী অপ্সরা কহিল, আপনি তুষ্ট হইয়াছেন ইহা অপেক্ষা আমাদিগের অভিলষিত বর কি আছে। অপর অপ্সরাগণ কহিল, প্রভো! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে

পুরুষোত্তম আমাদিগের স্বামী হন, এই বর প্রদান করুন্। ঋষি তথাস্তু বলিয়া জল হইতে উঠিলে অপ্সরারা তাঁহাকে অষ্ট অঙ্গে বক্র দেখিয়া হাস্য করিয়া উঠিল। তাহাতে অষ্টাবক্র ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, আমি তোমাদিগকে বর দিয়াছি, সে বর অন্যথা হইবে না, কিন্তু আমার বিরূপ অঙ্গ দেখিয়া তোমরা পরিহাস করিলে, অতএব আমার বরে তোমরা পুরুষোত্তমের পত্নী হইয়াও দস্যুহস্ত-গতা হইবে।

যদুবংশধ্বংস হইলে অর্জ্জুন কৃষ্ণের পত্নী এই অপ্সরা-দিগকে সঙ্গে লইয়া মথুরাতে যাইতেছিলেন, অষ্টাবক্রের ঐ শাপপ্রযুক্ত সেই কৃষ্ণপত্নীদিগকে পথিমধ্যে দস্যুতে হরণ করে।

অষ্টাবক্র সংহিতা। যোগশাস্ত্র বিশেষ। অষ্টাবক্র ঋষি জনক রাজাকে মোক্ষধর্ম্মে যে উপদেশ দেন তাহা এই গ্রন্থে লিখিত আছে।

অসঙ্গ। চন্দ্রবংশীয় যুযুধানের পুত্র। যুযুধানের অপর নাম সাত্যকি। অসঙ্গ অতি প্রতাপবান্, পুণ্য-শীল এবং বলবান্ ছিলেন।—বিষ্ণু, তথা পদ্মপুরাণ।

অসমঞ্জা। সূর্য্যবংশীয় সগর-রাজার পুত্র, কেশিনীর গর্ভজাত।—বিষ্ণুপুরাণ তথা ভাগবত। ব্রহ্মপুরাণে অসমঞ্জার পরিবর্ত্তে পঞ্চজন লিখিত আছে।

অসমঞ্জা বাল্যকালাবধি প্রজাদিগের অহিতকার্য্যে রত ছিলেন। যে বালকদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেন তাহা-দিগের কাহাকে ধরিয়া প্রস্তরে প্রক্ষেপ, কাহাকে সরযূ

নদীতে নিক্ষেপ, কাহাকে বা বিষমিশ্রিত দ্রব্য ভক্ষণ করাইয়া বিনাশ করিতেন। প্রজাদিগেরও কাহার গৃহে অগ্নি দিতেন, কাহাকে বা বিনাশ করিয়া ফেলিতেন। অসমঞ্জার এইরূপ দৌরাত্ম্য ক্রমে বৃদ্ধি পাইলে রাজার কর্ণগোচর হইল, তিনি পুত্রের এই সকল ব্যাপার শুনিয়া অত্যন্ত ক্রোধে তাঁহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। অসমঞ্জার তাহাই মনোগত ছিল। তিনি জন্মান্তরে যোগী ছিলেন, কোন কারণবশতঃ যোগভ্রষ্ট হওয়াতে সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। পরন্তু তপস্যাপ্রভাবে জাতিস্মর হওয়াতে ভাবিলেন, যদি আমি শান্ত-প্রকৃতি হই তাহা হইলে পিতা আমাকে রাজ্য দিয়া বিষয়ে আবদ্ধ করিবেন। এই নিমিত্তই তিনি উক্ত প্রকার দুরন্ত হন, তাহাতে পিতা তাঁহাকে দেশ বহিষ্কৃত করিয়া দিলে তিনি কৃতকার্য্য জ্ঞানে তপস্যা করিতে চলিলেন।—রামায়ণ তথা ভাগবত।

অসিক্নী। বীরণ প্রজাপতির কন্যা, দক্ষ প্রজাপতির পত্নী। ইহার অপর নাম বৈরণী। ইনি মহা তপঃসম্পন্না ছিলেন। এই পত্নীতে দক্ষ প্রথমে পাঁচ সহস্র বীর্য্যবান্ পুত্র উৎপাদন করেন, ইহাঁরা হর্য্যশ্বগণ নামে বিখ্যাত। হর্য্যশ্বগণ নারদের বাক্যে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে গিয়া আর প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না। তাহাতে দক্ষ ঐ অসিক্নীতে স্ববলাশ্ব নামে খ্যাত আরও এক সহস্র সন্তান উৎপন্ন করিলেন। তাঁহারাও পরিভ্রমণ করিতে গিয়া আর ফিরিল না। অনন্তর ঐ অসিক্নীর গর্ভে দক্ষপ্রজাপতির ৬০টী কন্যার

জন্ম হয়। দক্ষ সেই কন্যাদিগের ১০টী ধর্ম্মকে, ১৩টী কশ্যপকে, ২৭টী চন্দ্রকে, ৪টী অরিষ্টনেমিকে, ২টী বহুপুত্রকে, ২টী অঙ্গীরাকে এবং ২টী কৃশাশ্বকে দান করেন।—বিষ্ণু তথা ভবিষ্যপুরাণ। অপরাপর বিষয় হর্য্যশ্ব ও স্ববলাশ্ব শব্দে দ্রষ্টব্য।

অসিক্নী। নদী বিশেষ।—মহাভারত।

অসিলোমা। দানব বিশেষ, দনুর গর্ভে কশ্যপের ঔরসে জাত। এই দানব মহাকায় ও মহাবল পরাক্রান্ত ছিল। ব্রহ্মার বরে বল-দর্পিত হইয়া সাগরান্ত সমস্ত ভূমণ্ডল পরাজয় পূর্ব্বক একচ্ছত্র রাজা হয়। পরে বরুণলোকে গিয়া বরুণের সহিত ৫০ দিবস পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করে। তৎপরে দেবলোকে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলে সমস্ত দেবগণ ভীত হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক গিরি-গুহাতে লুক্কায়িত হইলেন। অনন্তর দেবতারা ব্রহ্মা ও শিবের সহিত মিলিত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন পূর্ব্বক বিষ্ণুর শরণাগত হন। বিষ্ণু সহাস্য বদনে কহিলেন, আমি স্বয়ং সেই অসিলোমার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাস্ত করিতে পারি নাই, তাহার বিনাশের নিমিত্ত একটী স্ত্রী নির্ম্মাণ করিয়াছি। এই কথা বলিলে বিষ্ণুর শরীর হইতে মহালক্ষ্মী আবির্ভূতা হইলেন। তাঁহার অষ্টাদশ ভুজ, প্রত্যেক ভুজে অস্ত্র, সর্ব্ব শরীর নানা অলঙ্কারে বিভূষিত। দেবতারা তদ্দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি স্তবে প্রসন্না হইয়া অসিলোমাকে

বধ করিবেন ইহা স্বীকার পূর্ব্বক সিংহারূঢ় হইয়া রণস্থলে গমন করিলেন। অসিলোমা তৎক্ষণাৎ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া গদাদ্বারা অগ্রে সিংহকে পরে ঐ মহালক্ষ্মীকে প্রহার করে, তাহাতে মহালক্ষ্মী খড়্গাঘাতে তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া তাহাকে নিধন করিলেন।—ভগবতীভাগবত।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে, অসিলোমা মহিষাসুরের একজন প্রধান সেনাপতি ছিল। ভগবতীর সহিত মহিষাসুরের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সেই যুদ্ধে অসিলোমা পঞ্চাশৎ নিযুত সৈন্যের অধ্যক্ষ থাকিয়া যুদ্ধ করে।

অসিপত্রবন। নরক বিশেষ। এই নরকস্থ বৃক্ষের পত্র সকল খড়্গাকার। যে ব্যক্তি শাস্ত্র-মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে কুপথগামী হয় সে এই নরকে যায়, ঐ নরকস্থ বৃক্ষের খড়্গাকার পত্র নিয়ত তাহার গাত্রচ্ছেদন করিতে থাকে।—ভাগবত তথা ভবিষ্যপুরাণ।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যাহারা অকারণে বৃক্ষচ্ছেদন করে তাহারা এই অসিপত্রবন নরকে যায়।

অসী। নদী বিশেষ।—মহাভারত। এই নদী বরণা নদীর দক্ষিণদিগে গঙ্গাতে সংমিলিত হয়, পরে উত্তরমুখী হইয়া বরণাতে সঙ্গতা হইয়াছে। কাশী এই দুই নদীর মধ্যস্থিত হওয়াতে তাহার অপর নাম বারাণসী হয়।—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও পদ্মপুরাণ। স্কন্দপুরাণে আরো লিখিত আছে অসীনদীর সহিত যে স্থানে গঙ্গার সঙ্গম সেই স্থানে স্নান করিলে মুক্তি হয়। অসীর সঙ্গমের কোণ গঙ্গার দ্বার স্বরূপ, ঐ

স্থানে আসঙ্গমেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

নারদ সংহিতাতে কথিত হইয়াছে, অসী কৈলাসের নদী। শিব ঐ নদীকে কৈলাসপর্ব্বত হইতে আকর্ষণ করিয়া গঙ্গাতে মিলিত করিয়া দেন।

অসীমকৃষ্ণ। চন্দ্রবংশীয় রাজাবিশেষ, ইনি অশ্বমেধদত্তের পুত্র।—বিষ্ণুপুরাণ।

বায়ুপুরাণে অসীমকৃষ্ণের পরিবর্ত্তে অধিসামকৃষ্ণ, এবং মৎস্যপুরাণে অধিসোমকৃষ্ণ লিখিত হইয়াছে। রাজাবলীতে বর্ণিত আছে অসীমকৃষ্ণ ৭৫ বৎসর নির্ব্বিরোধে রাজ্য করিয়াছিলেন।

অসুর। ব্রহ্মা অম্ভোনামে বিখ্যাত চতুর্বিধ সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইলে পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ তমোগুণ তাঁহাকে আশ্রয় করে, সেই সময় তাঁহার জঘনহইতে অসুরগণ উৎপন্ন হয়। ইহারা সুরা অর্থাৎ বারুণীকে অগ্রাহ্য করাতে ইহাদিগের নাম অসুর হয়। অসুরেরা ব্রহ্মার কন্যা সন্ধ্যাকে বিবাহ করে।—ভাগবত, তথা বিষ্ণুপুরাণ। বিশেষ বিশেষ অসুরের বৃত্তান্ত তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।

অসুর। ময় নামক দানবের পুত্র। এই দানব অত্যন্ত বলবান্ ও পরাক্রমশালী ছিল। তাহার জৃম্ভ অর্থাৎ হাই উঠিলে ইন্দ্রজাল বিদ্যা প্রভাবে তিনটী পুংশ্চলী স্ত্রী তাহার মুখ হইতে নির্গত হইয়া ত্রিলোকে ভ্রমণ করিত। —ভগবতীভাগবত।

অস্তাচল। পশ্চিম পর্ব্বত। ইহার অপর নাম অস্ত-গিরি।—হেমাদ্রি।

অস্তি। মগধ দেশাধিপতি জরাসন্ধের কন্যা, কংশের পত্নী। জরাসন্ধ রাজার অস্তি ও প্রাপ্তি নামে দুইটী কন্যা জন্মিয়াছিল, কংশ উভয়েরই পাণিগ্রহণ করেন।—বিষ্ণুপুরাণ।

অস্থিমালী। শিবের নামান্তর।—হেমচন্দ্র।

অহঙ্কার। মহৎহইতে উৎপন্ন। অহঙ্কার তিন প্রকার, বৈকারিক, তৈজস, এবং ভূতাদি। ভূতাদি অহঙ্কার হইতে আকাশের উৎপত্তি।—মহাভারত,বায়ু ও বিষ্ণুপুরাণ।

সাংখ্যকারিকা তথা সাংখ্যকৌমুদীর মতেও মহৎ হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি। উহা সাত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক এই ত্রিবিধ।

অহংযাতি। পুরু বংশীয় সংযাতির পুত্র।—বিষ্ণুপুরাণ। মৎস্যপুরাণে ইহাঁর নাম বহুবাদী লিখিত হইয়াছে।

অহঃ। ব্রহ্মার চারি প্রকার শরীর, যথা,—জ্যোৎস্না, রাত্রি,অহঃ, ও সন্ধ্যা।—বিষ্ণু, পদ্ম ও লিঙ্গপুরাণ তথা ভাগবত।

অহল্যা। বৃদ্ধশ্বের কন্যা, গৌতমের পত্নী। বৃদ্ধশ্বের একটী পুত্র ও একটী কন্যা এই দুইটী যমজ সন্তান হয়,পুত্রের নাম দিবোদাস কন্যার নাম অহল্যা। গৌতম ঋষি একদা স্নানে গমন করিয়াছেন, ইত্যবসরে দেবরাজ ইন্দ্র গৌতমের রূপ ধারণ করিয়া অহল্যার নিকটে আগমনপূর্ব্বক স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ করেন। অহল্যা তাঁহাকে দেবরাজ জানি-য়াও তাঁহার প্রার্থনায় সম্মতা হন। ইন্দ্র গৌতমাশ্রম হইতে

বহির্গত না হইতে হইতেই ঋষি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌতম ইন্দ্রকে আপনার বেশধারী দেখিয়া সবিশেষ জানিতে পারিয়া ক্রোধে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ শাপ* দিলেন। পরে স্বীয় পত্নী অহল্যাকেও এই বলিয়া শাপ দেন, পাপীয়সি তুই যেমন দুষ্কার্য্য করিলি এই আশ্রমে বহুসহস্র বৎসর ভস্মের উপর অবস্থিতিপূর্ব্বক নিরাহারে বায়ু ভক্ষণ করিয়া অন্যের অদৃশ্যা হইয়া প্রস্তরভাবে থাক্, দিবারাত্র কেবল আপনার দুষ্কর্ম্মের অনুতাপ করিস্, রাম এই আশ্রমে আগমন করিলে তোর শাপ মোচন হইবে, তখন তুই পুনর্ব্বার আপন দেহ প্রাপ্ত হইবি। এই কথা কহিয়া ঋষি হিমালয়ে তপস্যার্থ গমন করিলেন। অহল্যা ভস্মে আচ্ছাদিত অগ্নিকণার ন্যায় লোকের অদৃশ্যা হইয়া তদ্রূপেই সেই আশ্রমে থাকিলেন। বহুকালের পর বিশ্বা মিত্র ও লক্ষ্মণের সহিত রাম, মিথিলা গমনকালে বিশ্বা-মিত্রের আদেশে সেই গৌতমঋষির আশ্রমে প্রবেশ করেন। তাহাতেই অহল্যার শাপ মোচন হয় এবং তিনি পবিত্রা হইয়া পূর্ব্ব শরীর প্রাপ্ত হন। অহল্যার শাপ মোচনে স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং গৌতমঋষি আসিয়া তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ করিলেন।

—রামায়ণ তথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

ভগবতীভাগবতে অহল্যা অষ্টাদশ ধর্ম্ম-কামিনীদিগের

---

* ইন্দ্রের প্রতি গৌতম যে শাপ দেন তাহা রামায়ণে লিখিত আছে কিন্তু উহা প্রকাশাযোগ্য।

মধ্যে সর্ব্বাগ্রে পরিগণিতা। মহাভারতে লিখিত আছে অহল্যার নিত্যস্মরণে মহাপাতক নাশ হয়।

অহল্যা। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের পত্নী। উক্ত রাজার রাজ্যে ইন্দ্র নামে একব্যক্তি কামুক বাস করিত। রাজপত্নী এই অহল্যা পুরাণে অহল্যা ও ইন্দ্রের উপাখ্যান শুনিয়া ঐ কামুক ইন্দ্রের প্রতি অত্যাসক্তা হয়। রাজা কোনরূপেই তাহাদিগের প্রণয় ভঙ্গ করিতে পারিলেন না, তাহাদিগকে হস্তিপদে বন্ধন পর্য্যন্তও করিয়াছিলেন, তাহাতেও কিছু হইল না, অবশেষে তাহাদিগকে দেশ-বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।—যোগবাশিষ্ঠ।

অহিচ্ছত্র। (পাঠান্তরে অহিক্ষেত্র) পঞ্চাল রাজ্যের উত্তর-অর্দ্ধাংশ প্রদেশের নাম অহিচ্ছত্র।—মহাভারত। পঞ্চাল রাজ্য প্রথমে দিল্লী নগরীর উত্তর ও পশ্চিম-দিগে হিমালয় পর্ব্বত অবধি চম্বল নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরে দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের সহায়তায় পঞ্চালের রাজা দ্রুপদকে পরাজয় করিয়া ঐ রাজ্য দুই অংশে বিভাগ করেন। গঙ্গার উত্তরকূলবর্ত্তী অর্দ্ধাংশ স্বীয় অধীনে রাখিয়া গঙ্গার দক্ষিণ অর্দ্ধাংশ চম্বলনদী পর্য্যন্ত দ্রুপদ রাজাকে পুনঃ প্রদান করেন। ঐ উত্তর অর্দ্ধাংশের নাম অহিচ্ছত্র এবং তাহার রাজধানীর নাম অহিচ্ছত্রা।

অহির্বুধ্ন। রুদ্র বিশেষ। ভূতের পুত্র, সরূপার গর্ভে জাত।—ভাগবত। বায়ু ও ব্রহ্মপুরাণ মতে অহিব্রধ্ন নামক রুদ্র কশ্যপের পুত্র, সুরভীর গর্ভ-জাত। পরন্তু বিষ্ণু-

পুরাণে যে একাদশ রুদ্রের নাম লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে অহিব্রধ্নের নাম দৃষ্ট হয় না। এই পুরাণ মতে অহিব্রধ্ন বিশ্বকর্ম্মার পুত্র।

অহীনগু। সূর্য্যবংশীয় রাজাবিশেষ। ইনি দেবানীকের পুত্র।—বিষ্ণু, অগ্নি, লিঙ্গ, ব্রহ্ম ও কুর্ম্মপুরাণ। রঘুবংশে লিখিত আছে, অহীনগু সদা সৎসংসর্গে কালযাপন করত প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

অহীনর। চন্দ্রবংশীয় রাজাবিশেষ। ইনি উদয়নের পুত্র —বিষ্ণুপুরাণ। ভাগবতে ইহাঁর নাম বহিনর লিখিত আছে।

অক্ষকুমার। রাবণের পুত্র। রামদূত হনূমান লঙ্কাতে সীতার অন্বেষণে গমন করিয়া রাবণের মধুবন ভঙ্গ করে, তাহাতে রাবণ হনূমানকে ধরিয়া আনিতে নিজপুত্র অক্ষকুমারের প্রতি আদেশ করিলেন। অক্ষকুমার হনূমানকে ধরিতে গেলে তাহার সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়, সেই যুদ্ধে হনূমান অক্ষকুমারকে নিধন করে।—রামায়ণ।

অক্ষপাদ। গৌতমের নামান্তর *।—ভারত টীকা। গৌতমের প্রণীত দর্শনশাস্ত্রের নাম অক্ষপাদ-দর্শন। গৌতমশব্দে অপর বিষয় দ্রষ্টব্য।

অক্ষৌহিণী। সেনাগত সংখ্যা বিশেষ। হস্তী ২১৮৭০, রথ ২১৮৭০, অশ্ব ৬৫৬১০, পদাতিক ১০৯৩৫০, সমষ্টি

---

* গৌতমের চরণে দুইটী চক্ষু হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম অক্ষপাদ হয়, এইরূপ লোকপ্রবাদ।

২১৮৭০০, ইহাতে এক অক্ষৌহিণী হয়।—অমরকোষ। মহাভারতে লিখিত আছে, ১রথ, ১ হস্তী, ৫পদাতিক, ৩ অশ্ব, ইহাতে এক পত্তি হয়। পত্তি ত্রিগুণ করিলে এক সেনামুখ হয়। ৩ সেনামুখে এক গুল্ম, ৩ গুল্মে এক গণ, ৩ গণে এক বাহিনী, ৩ বাহিনীতে এক পৃতনা, ৩ পৃতনায় এক চমূ, ৩ চমূতে এক অনীকিনী, ১০ অনীকিনীতে এক অক্ষৌহিণী হয়।

ভারতযুদ্ধে ১৮ অক্ষৌহিণী সৈন্য সমবেত হয়, তন্মধ্যে যুধিষ্ঠিরের ৭ অক্ষৌহিণী, এবং দুর্য্যোধনের ১১ অক্ষৌহিণী সৈন্য ছিল।

প্রথমখণ্ড সমাপ্তঃ।